Ellen G. White Estate

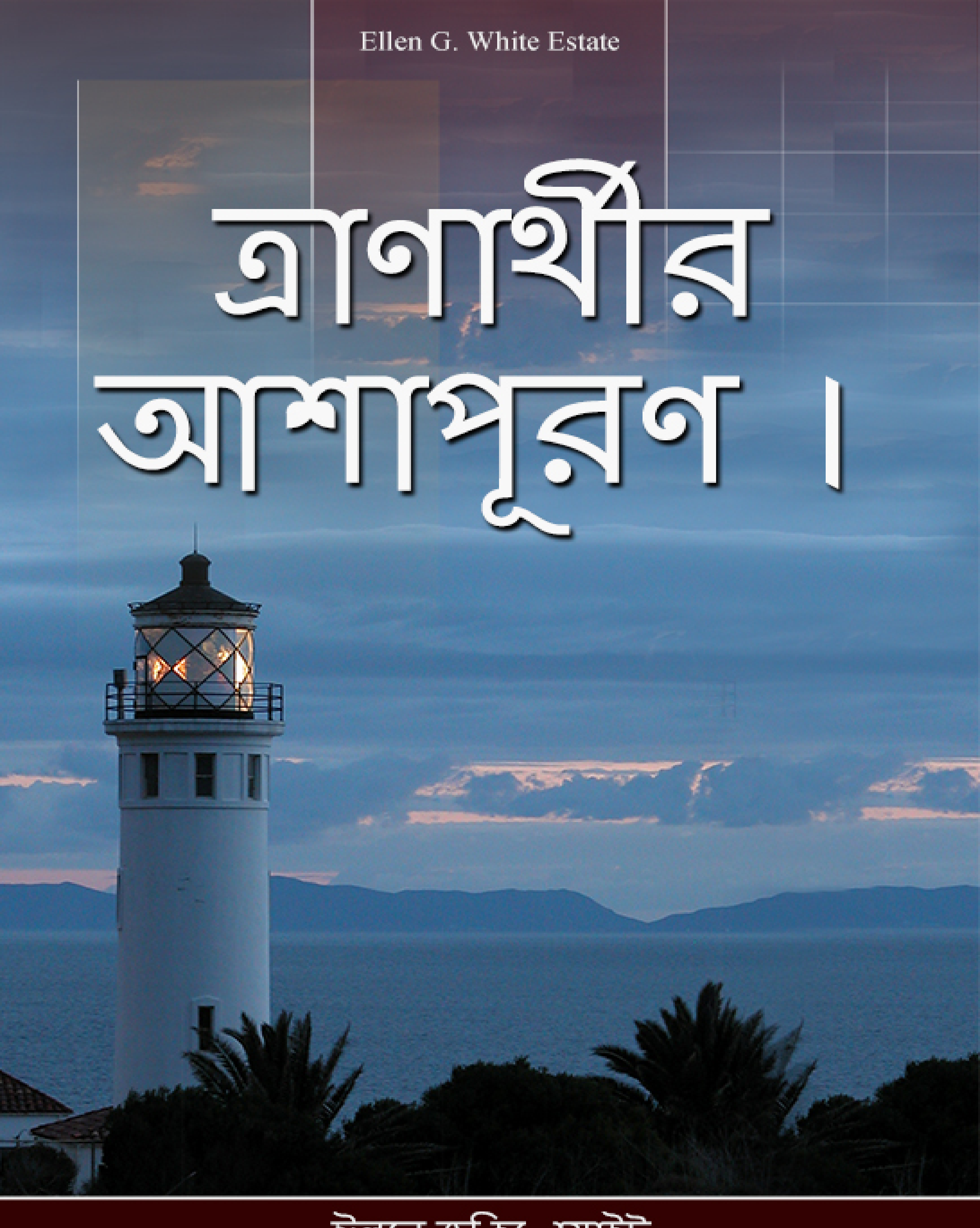

ত্রাণার্থীর আশাপূরণ ।

ঈলনে জহি োয়াইট্

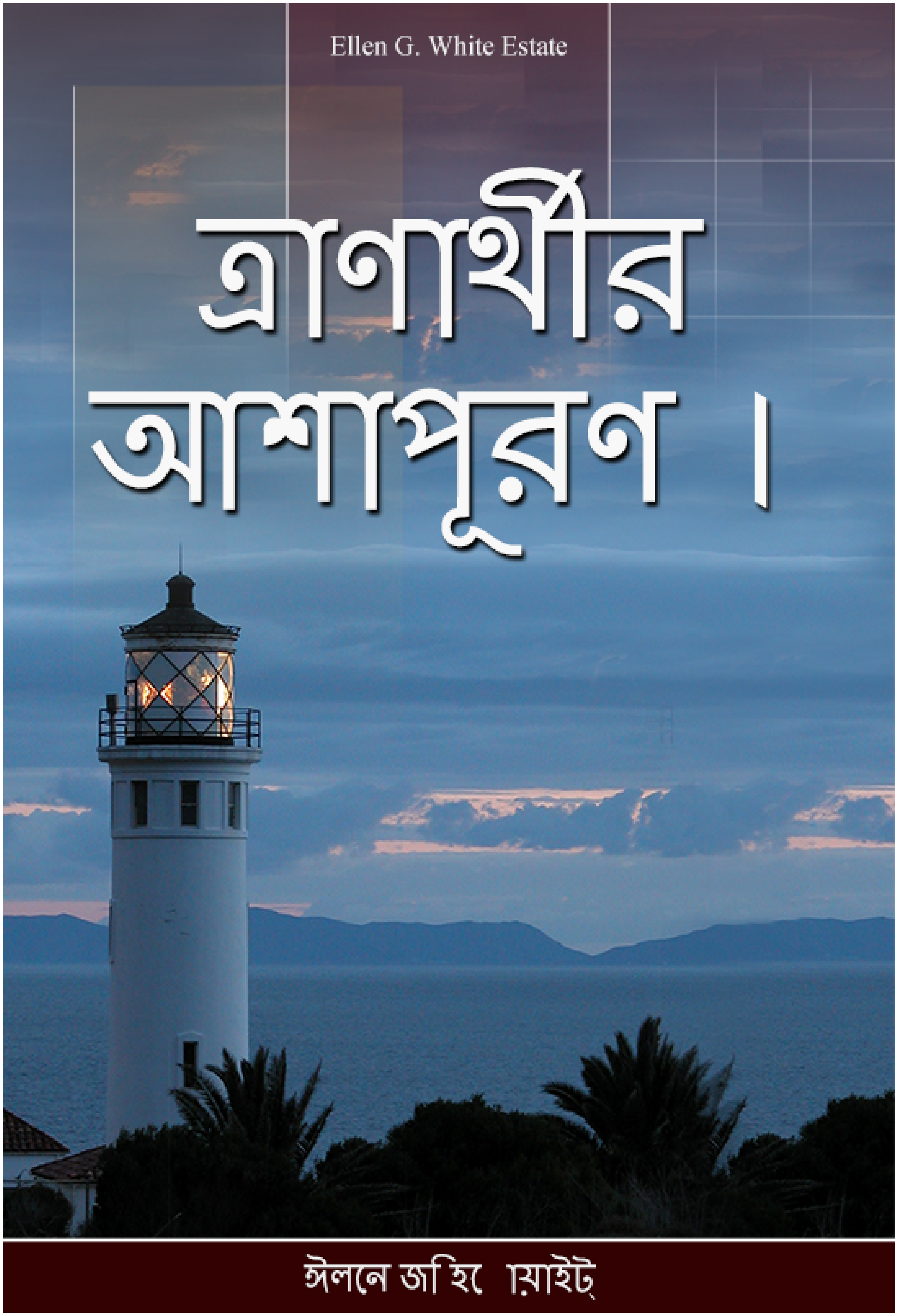
Ellen G. White Estate
ত্রাণার্থীর
আশাপূরণ ।
ঈলনে জ হি য়োইট্

ত্রাণার্থীর আশাপূরণ ।

Ellen G. White

Copyright © 2021, Ellen G. White Estate, Inc.

Information about this Book
সূচীপত্র।
প্রকাশকের বিজ্ঞাপন
মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম । (GOD’S LOVE FOR MAN)
দ্বিতীয় অধ্যায়
পাপীর খ্রীষ্টে প্রয়োজন । (The SINNER’S NEED OF CHRIST)
তৃতীয় অধ্যায়
অনুতাপ । (REPENTANCE)
চতুর্থ অধ্যায়
পাপ স্বীকার । (CONFESSION)
পঞ্চম অধ্যায়
আত্ম-সমর্পণ |(CONSERATION)
ষষ্ঠ অধ্যায়
বিশ্বাস ও পরিগ্রহন |(FAITH AND ACCEPTANCE)

সপ্তম অধ্যায়
শিষ্যত্বের লক্ষন ।(THE TEST OF DISCIPLESHIP)
অষ্টম অধ্যায়
খ্রীষ্টে শ্রীবৃদ্ধি লাভ ।(GROWING UP INTO CHIRST)
নবম অধ্যায়
কার্য্য ও জীবন । (THE WORK AND LIFE)
দশম অধ্যায়
ঈশ্বর সন্মন্ধে জ্ঞান।(A KNOWLEDGE OF GOD)
একাদশ অধ্যায়
প্রার্থনা করিবার অধিকার। (THE PRIVILIEGE OF PRAYER)
দ্বাদশ অধ্যায়
সন্দেহ ভঞ্জন। (WHAT TO DO WITH DOUBT)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আনন্দ সাধনা । (REJOICING IN THE LORD)

Information about this Book

Overview

This eBook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site.

About the Author

Ellen G. White (1827-1915) is considered the most widely translated American author, her works having

been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one's faith.

Further Links

A Brief Biography of Ellen G. White
About the Ellen G. White Estate

End User License Agreement

The viewing, printing or downloading of this book grants you only a

limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. (See EGW Writings End User License Agreement.)

Further Information

For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact

the Ellen G. White Estate at mail@whiteestate.org. We are thankful for your interest and feedback and wish you God's blessing as you read.

সূচীপত্র।

[3]

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রশংসা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে , তাহা মনোযোগ- পূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,গ্রন্থকারের অন্তরে যীশু খ্রীষ্টের রাজত্ব আছে ,তাই তাহার লেখনী হইতে স্বর্গীয় সুধা বর্ষিত হইয়াছে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত আধ্যাত্মিকতায় ও সদুপদেশে পরিপূর্ণ; এই কারনে ইহা সর্ব্বসাধারনের আদরের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। একবার পড়িলে আবার পড়িতে ইচ্ছা হয় ,

ফলত: ইহা ত্রাণার্থীর পরিত্রাণের পথ-প্রদর্শক বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে।

পুস্তকটী পাঠ করিলে ভগ্নোৎসাহ ব্যক্তির অন্তরে উৎসাহ জন্মিবে। যে সকল বন্ধুবান্ধবের মনের পরিবর্ত্তন হয় নাই, এবং মণ্ডলীর যে সকল সভ্য সংশয়-দোলায় দুলীতেছেন, ঈদৃশ ব্যক্তি দগের হস্তে ইহা দিলে বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

প্রভু করুন, এই পুস্তকটী পাঠ করিয়া পাঠক যেন খ্রীষ্টের বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান লাভ করেন।

প্রাপ্তি স্থান-
এস, ডি, এ, মিশন
বুক্ ডিপো,
পোঃ আঃ
হিনু রাঁচি;

বি,এন,

রেলওয়ে।

[4] [5]

প্রথম অধ্যায়

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম । (GOD’S LOVE FOR MAN)

প্রকৃতি ও প্রত্যাদেশ উভয়েই সমানভাবে ঈশ্বরের প্রেম ঘোষণা করিতেছে।আমাদের স্বর্গস্থ পিতা প্রজ্ঞা, জীবন ও আনন্দের মূল কারন। একবার প্রকৃতির সুন্দর ও অপূর্ব্ব বস্তু গুলির পানে চাহিয়া দেখ । শুধু মানুষে জন্য নহে ,সমগ্র প্রানী —জগতের সুখ ও প্রয়োজনীয়তার নিমিও কেমন অপূর্ব উপায়ে উহারা আপনা —দিগকে উপযোগী করিয়া রাখিয়াছে ! এই পথিবী যাহারা শ্যামল —শ্রী দান করিয়াছে সেই সূর্য্যা কিরন ও বরষা ধারা এবং সাগর ,পাহার ও বিস্তীর্ণ

প্রান্তরসমূহ —সকলেই একস্বরে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেম ঘোষণা করিতেছে। ঈশ্বরই তাহার সমুদয় জীবের প্রতিদিনের অভাব অনুযায়ী বিবিধ দ্রব্য যোগাইতেছেন। গীত-সংহিতার রাজ- কবি গাহিয়াছেনঃ-

"সকলের চক্ষু
তোমার অপেক্ষা
করে,
তুমিই যথাসময়ে
তাহাদিগকে ভক্ষ্য
দিতেছ।
তুমিই আপন হস্ত
মুক্ত করিয়া থাক,
সমুদয় প্রানীর বাঞ্ছা
পূর্ণ করিয়া থাক।"

(গীত ১৪৫
ঃ ১৫,
১৬) ।

ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ সুখী ও পবিত্র করিয়াই সৃষ্টি করিয়াই-ছিলেন ; এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সুন্দর পথিবীতে সর্বপ্রথম ধ্বংসের কোন চিহ্ন, অথবা অভিশাপের কোন ছায়া পতিত হয় নাই ঈশ্বরের ব্যবস্থা , অর্থাৎ প্রেমের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের ফলেই [6] পৃথিবীতে শোক ও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । তথাপি পাপের পরিণামস্বরূপ যন্ত্রনার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশিত রহিয়াছে । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে , ঈশ্বরে মানুষের নিমিও ভূমিকে অভিশাপ দিয়াছিলেন (আদি ৩:৭) । মানুষের মঙ্গলের

জন্যই ঈশ্বর কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা- অথাৎ ক্লেশপূর্ণ মানব জীবনের বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষাসমুহ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন ; তাহা হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরের এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা।জগৎ পতিত হইলেও শুধু দুঃখ ও বেদনাতেই পরিপূর্ন নহে কণ্টকেও ফুলরাশি শোভিত রহিয়াছে । এইরূপে প্রকৃতিই আশা ও সান্ত্বনার বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে

প্রত্যেক ফুটন্ত কলিতে ও প্রত্যেক তৃণ- শীর্ষে, ” ঈশ্বর প্রেমময় “ এই কথাটি লিখিত রহিয়াছে । মধুর কলকণ্ঠে আকাশ ও বাতাস মুখরিত করিয়া যে সুন্দর পাখির দল আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিতেছে , বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত যে সকল ফুলরাশি

বাতাসে সৌরভ বিতরন করিতেছে ,বনে বনে উচ্চশির তুলিয়া যে সমুদয় বৃক্ষ সবুজ পত্ররাজি বিস্তার করিয়া অরণ্য শোভিত করিয়া রহিয়াছে তাহারা সকলেই । আমাদের নিমিও পরমেশ্বরের সকরুন যত্ন এবং তাহার সন্তানদিগকে সুখে রাখিবার জন্য তাহার বিপুল বাসনা প্রকাশ করিতেছে ।

ঈশ্বরের বাক্যে তাহার আপন স্বভাব প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি স্বয়ং তাহার অনন্ত প্রেম ও করুনা ব্যক্ত করিয়াছেন । মোশি যখন "আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও " —এই বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন ,তখন সদাপ্রভু উওর করিয়া কহিলেন , "আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার

সমস্ত উওমতা গমন করাইব”(যাত্রা ৩৩:১৮,১৯) । ইহাই ঈশ্বরের মহিমা। সদাপ্রভু মোশির সম্মুক দিয়া গমন করিয়া এই ঘোষণা করিলেন , “সদাপ্রভু সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর ; ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে [7] দয়ারক্ষক,অপরাধের,অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী (যাত্রা ৩৪:৬,৭)। “তিনি ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান “(যোনা ৪:২)। “কারন তিনি দয়ায় প্রীত” (মীখা ৭:১৮) ।

স্বর্গে ও পৃথিবীতে অগনিত চিহ্ন দ্বারা ঈশ্বর তাহার সহিত আমাদের হৃদয় বাধিয়া রাখিয়াছেন । প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যাপারের এবং মানবহৃদয়ের এই পৃথিবীতে যে সমুদয় অতি গভীর

অতি কোমল বন্ধন রহিয়াছে সেই সমুদয়ের মধ্য দিয়া, তিনি আপনাকে আমদের নিকট প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন ।তথাপি এই সমুদয় তাহার প্রেম অসর্ম্পূন ভাবে প্রকাশ করিতেছে মাত্র ।এই সকল প্রমান সত্বেও সত্যের শত্রু এরূপভাবে মানুষের মনকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহারা ঈশ্বরকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহারা ঈশ্বরকে কঠোর ও ক্ষমাবিমুখ বলিয়া মনে করে । শয়তান মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর সমন্ধে এইরূপ ধারনা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে তিনি অতি কঠিন বিচারক এবং অতি রুঢ়-প্রকৃতির মহাজন । সৃষ্টিকওা যেন মানুষের ভূল ভ্রান্তি খুজিয়া বা হর করিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিতেছেন,যেন তাহাদের উপরে তিনি তাহার বিচার-দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন।শয়তান ঈশ্বরের চিত্রিত করিয়াছে ।জগতের সম্মুখে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম প্রকাশ করত; এই অন্ধকার ছায়া দূর করিবার জন্য যীশু মানবজাতির মধ্যে বাস করিতে আসিয়াছিলেন।

ঈশ্বর-পুত্র পিতাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে নাই; একজাত পুত্র যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন,তিনিই(তাঁহাকে) প্রকাশ করিয়াছেন (যোহন ১:১৮)। "পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন

সে জানে ” (মথি১১:১৭)।“পিতাকে আমাদের দেখাউন”-যখন জনৈক শিষ্য এইরূপ অনুরোধ করিলেন, তখন [8] যীশু উওরে বলিয়াছিলেন “ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি তথাপি তুমি আমাকে কি জান না ? যে আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে তুমি কেমন করিয়া বলিতেছে, পিতাকে আমাদের দেখাউন ?(যোহন ১৪:৮,৯)।

যীশু, তাহার এই পৃথিবীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে সদা প্রভু “আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য ,তিনি আমাকে প্রেরন করিয়াছেন, বন্দিগণের মুক্তি প্রচার

করিবার জন্য , অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দান প্রচার করিবার জন্য ; উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য (লূক ৪:১৮)। ইহা তাহার কার্য্য ছিল । তিনি মানুষের মঙ্গল করিয়া এবং যাহারা শয়তান দ্বারা উৎপীড়িত তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করিতেন। গ্রামের পর গ্রাম চলিয়াছে , অথচ উহাদের একখানি গৃহেও ব্যাধির আর্ত্তনাদ শোনা যাইত না , কারন তিনি ঐ সকল গ্রাম অতিক্রম করিবার সময় সমুদই ব্যাধি-প্রপীড়িত বাক্তিকে সুস্থ করিয়া গিয়াছেন ।তাহার কার্য্যকলাপই তাহার স্বর্গীয় অভিষেকের সাক্ষ্য বহন করিয়াছে ; তাহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রেম, করুনা ও পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ

পাইয়াছে ; মানব সন্তানগনের নিমিও করুন সমব্যথার তাঁহার প্রান ধাবিত হইয়াছিল। তাই তিনি মানুষের স্বভাব গ্রহন করিলেন , যেন তিনি মানুষের অভাবসমূহ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন ।অতিশয় দীন দরিদ্রগনও তাঁহার সম্মুখে অগ্ররসর হইতে ভয় পাইত না। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত ।তাহারা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে এবং প্রেমের আলোকে উজ্জল তাহার চিন্তামগ্ন মুখখানির পানে চাহিয়া থাকিতে ভাল বাসিত।

যীশু কখনও একটী সত্য বাক্যও চাপিয়া রাখেন নাই, কিন্তু সর্ব্বদা প্রেমে ভরপুর হইয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন। লোকদের সহিত

কথাবার্ত্তা বলিবার সময়ে তিনি অতিশয় বিবেচনা সহকারে , [9] ধীর ও সদয়ভাবে কথা বলিয়াছেন । কখনও তিনি রূঢ় ব্যবহার করেন নাই অযথা কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং অনায়াসে বিচলিত কোন হৃদয়ে অযথা আঘাত দেন নাই। তিনি মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার প্রতি তিরস্কার করেন নাই । সর্ব্বদা প্রেমে পূর্ণ হইয়া সত্য বলিয়াছেন অবিশ্বাস অধর্ম্ম ও কপটতার নিমিও ভর্ৎসনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কঠোর তিরস্কার বাক্য উচ্চারন করিবার কালে তাহার অশ্রু পূর্ণ চক্ষু ব্যথিত কঠোর কণ্ঠের সহিত অনুযোগ করিত । যে নগরীকে তিনি ভালবাসিতেন ,অথচ যাহা তাহাকে এবং তাহার পন্থা,সত্য ও জীবন প্রত্যাখ্যান করিল,সেই

যিরূশালেম নগরীর উপরে তিনি অশ্রুপাত করিলেন ।তাহারা ত্রাণকর্ত্তাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল অথচ ত্রাণকর্ত্তা করুন ও কমল ভাবে তাহাদিগকে দেখইতে লাগিলেন । তাহাঁর জীবন আত্ন-ত্যাগের এবং অপরের নিমিও সদয় ব্যবহারে পূর্ণ ছিলো ।তাহার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি আত্নাই বহু মূল্যবান ছিল তিনি স্বয়ং ঐশ্বরিক মর্য্যাদায় পরিপূর্ণ থাকিয়াও ঈশ্বরের পরিবারস্থ প্রত্যেক মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত ছিলেন সমগ্র মনবজাতিই পতিতাবস্থায় বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করাই তাহার জীবনের কার্য্য করিয়াছিলেন ।

খ্রীষ্টের এইরূপ স্বভাব তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বরের স্বভাবও এইরূপ। খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঐশ্বরিক অনুকম্পার স্রোত পিতার হৃদয় হইতেই মানব সন্তানে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি করুন ও সমব্যাথী ত্রানকর্ত্তাই যীশুই, মাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর। ১ তীম ৩:১৬।

আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্যই যীশু জীবন ধারন, যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যু বরন করিয়াছিলেন। আমরা যেন চিরস্থায়ী আনন্দের আংশী হইতে পারি এই জন্য তিনি "ব্যথার পাত্র" হইলেন। ঈশ্বর সত্য ও মাধুর্য্যে প্রিয়তম পুত্রকে বর্ণনাতীত মহিমাময় এক জগৎ ছাড়িয়া পাপের আঘাতে বিনষ্ট ও [10] শ্রীহীন এবং মৃত্যু ও

অভিশাপের ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অপর এক জগতে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনিই তাহাকে তাহার স্নেহ পূর্ণ বক্ষ ও দুতগনের শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া ঘৃনা লজ্জা অপমান ও মৃত্যু সহ্য করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিবার অনুমতি দিলেন "আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপর বর্ত্তিল এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইলো"(যিশা ৫৩:৫)। একবার প্রান্তরে গেৎশিমানা উদ্যানে ও ক্রুশের উপরে তাহাকে চাহিয়া দেখ ! কালিমা বিহীন ঈশ্বর পুত্র আপনা উপরে পাপের ভার বহন করিলেন । তিনি ঈশ্বরের সহিত এক ছিলেন ,তাই পাপের কারন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল ,তাহাতে তিনি মর্ম্মে ব্যথা

অনুভব করিলেন। ইহাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে সেই যাতনাসূচক চীৎকার বাহির হইয়াছিল —"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিতাগ করিয়াছ?(মথি ২৭:৪৬)। এই পাপের বোঝা ,উহার গুরুত্ব সম্বন্ধিও জ্ঞান এবং ঈশ্বর ও মনুষের মধ্যে পাপাকৃত ব্যবধানের বোধ —ইহাই ঈশ্বর পুত্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু পিতার হৃদয়ে মানুষের নিমিত্তে প্রেম সৃষ্টি করিবার জন্য তাহাঁর ভিতর ত্রান করিবার ইচ্ছা জন্মাইবার জন্য এই মহান আত্ম-ত্যাগ সাধিত হয় নাই। সেরুপ কখনই হইতে পারে না !"কারন ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম দান করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান

করিলেন"(যোহন ৩:১৬)। এই মহান (পাপার্থক) প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত যে ঈশ্বর আমাদিগকে ভালবাসেন তাহা নহে ,কিন্তু তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন বলিয়াই এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিতার ভেতর দিয়া ঈশ্বর এই পতিত জগতের উপরে তাহার অনন্ত প্রেম বর্ষণ করিয়াছিলেন।"(২ করি ৫:১৯)। ঈশ্বর তাহার পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে যতনা ভোগ করিয়াছিলেন । গেৎশিমানীর [11] মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায়, কালভেরীর মৃত্যু দৃশ্যে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমাদের মুক্তির মূল্য প্রদান করিয়াছেন ।

যীশু কহিয়াছেন "পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, কারন আমি

প্রাণসমর্পন করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহন করি” (যোজন ১০:১৭)। অথাৎ “আমার পিতা তোমাদিগকে এত ভালোবাসেন যে আমি তোমাদের পরিত্রানের জন্য আমার জীবন দান করিয়াছি বলিয়াই আমাকে অধিক ভালবাসেন।আমার জীবন সমর্পণ এবং তোমাদের পাপ ও দায়িত্ব গ্রহন করিয়া তোমাদের প্রতিনিধি ও প্রতিভূ (জামিন) হইয়াছি বলিয়াই ,আমি পিতার নিকটে প্রিয়তম হইয়াছি ; কারন আমার বলি দ্বারাই ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হইতে এবং যে যীশুতে বিশ্বাস করে তাহাকে ধাম্মিক বলিয়া গননা করিতে পারেন ।”

ঈশ্বর-পুত্র ব্যতিত অপর কেহই আমাদের পরিত্রাণ করিতে পারেন না

। কারন যিনি পিতার বক্ষে ছিলেন একমাত্র তিনি তাহাকে প্রকাশ করিতে পারেন।যিনি ঈশ্বর প্রেমের উচ্চতা ও বিশালতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন একমাত্র তিনিই উহা প্রকাশ করিতে পারেন। পতিত মানবের নিমিত্ত খ্রীষ্টের অনন্ত বলি অপেক্ষা ন্যূন অপর কিছুই ভ্রষ্ট মানবজাতির জন্য পিতার প্রেম ব্যক্ত করিতে পারে না।

"কারন ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে একজাত পুত্রকে দান করিলেন।" তিনি শুধু তাহাকে মানুষের মধ্যে বাস করিতে, তাহাদের পাপ বহন এবং তাহাদের নিমিত্ত বলিরূপে জীবন উৎসগ করিতে দান করেন নাই , তিনি পতিত জাতির নিকটে তাহাকে একেবারে সমর্পণ

করিয়াছিলেন ।মানব-জাতির স্বার্থ ও অভাবসমূহের সহিত খ্রীষ্ট আপনাকে অভিন্ন করিয়া নিয়াছিলেন। যিনি ঈশ্বরের সহিত এক ছিলেন তিনি মানবসন্তানের সহিত বন্ধনে আপনাকে জড়িত করিয়া নিলেন যে বন্ধন কখন ছিন্ন হইতে পারে না। যীশু কখন "তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিতে [12] লজ্জিত নহেন"(ইব্রীয় ২:১২)। তিনি আমাদের বলি, আমাদের সহায়, পিতার সিংহাসনের সম্মুখে মানবীয় রূপধারী আমাদের ভ্রাতা এবং যে জাতির পরিত্রাণ করিয়াছেন অনন্ত যুগধরিয়া মানুষ্যপুত্ররূপে তিনি সেই জাতির সহিত এক হইয়া থাকিবেন । মানুষ যেন পাপের ফলস্বরূপ অবনতি ও ধ্বংস হইতে উন্নীত হইতে পারে, যেন সে ঈশ্বরের প্রেম প্রতিফলিত

করিতে এবং পবিত্রতার আনন্দের অংশী হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহার এই সমুদয় কার্য্য।

আমাদের পরিত্রানের মূল্যস্বরূপ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে এবং আমাদের নিমিত্ত মরিবার জন্য আমাদের স্বর্গস্ত পিতা তাহার পুত্রকে দান করিয়া যে অসীম ত্যাগ দেখাইয়াছেন ,এই উভয়ই আমরা খ্রীষ্টের সাহায্যে কি হইতে পারি, সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে উচ্চ ধারনা দান করিবে । প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম প্রনিধি প্রেরিত যোহন যখন পতনোম্মুখ মানবজাতির প্রতি পরমপিতার প্রেমের উচ্চতা, বিশালতা ও ব্যাপকতা উপলদ্ধি করিতে পারিলেন, তখন তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেলেন ; এবং এই প্রেমের

বিশালতা ও কারুণ্যভাব ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা না পাইয়া তিনি জগৎবাসিকে উহা প্রতক্ষ্য করিবার নিমিত্ত আহাবান করিলেন।"দেখো, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম দান করিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই। "(১যোহন ৩:১) মানবজাতির উপরে কি মহা মূল্য স্থাপন করা হইয়াছে ! ব্যবস্থা লঙঘনের ফলে মানবসন্তানগন শয়তানের অধীন হইয়া পরে। খীষ্টে প্রায়শ্চিত্তকর বলিদানে বিশ্বাস করিয়া আদমের সন্তানগণ পুনরায় ঈশ্বরের সন্তান হইতে পারে । মানবীয় প্রকৃতি ধারন করিয়া খ্রীষ্ট মানবকে উন্নীত করিলেন । পতিত মানবকূল এরূপ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে , যে স্থানে খ্রীষ্টের সর্ম্পকের মধ্যে দিয়া তাহারা

সত্য সত্যই “ঈশ্বরের সন্তান “নামের উপযুক্ত হইতে পারে। এরূপ প্রেমের আর কোন তুলনা নাই । সকলেই স্বর্গস্থ রাজার সন্তান ! কিরূপ অমূল্য এই অঙ্গীকার ! ইহা অতি গভীর ধ্যানের [13] বিষয় বটে ! যে পৃথিবী ঈশ্বরকে ভালবাসিতে চাহিল না সেই পৃথিবীর জন্য তাহার কিরূপ অতুলন প্রেম ! এরূপ চিন্তা আত্মাকে বশীভূত করিয়া ফেলে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখে মনকে বন্দী করিয়া রাখে । ক্রুশের আলোতে আমরা এই ঐশী স্বভাবের বিষয়ে যতই অনুধ্যান(গভীরভাবে আলোচনা) করি ততই আমরা তাহার সমদৃষ্টি ও ন্যায়পরতা —মিশ্রিত ক্ষমা, করুনা, ও কোমলতা লক্ষ্য করিতে পারি-এবং আরও অধিক সুস্পষ্টভাবে এরূপ এক

প্রেমের অসংখ্য প্রমান পাই, যে প্রেম অসীম ,- এরূপ এক কোমলতা — মিশ্রিত করুনার পরিচয় পাই, যাহা অবাধ্য সন্তানের নিমিও মায়ের ব্যাকুলতাপূর্ণ সমবেদনাকেও অতিক্রম করে।

যে ক্রুশে নিহত
মহিমা-কুমার,
চেয়ে দেখি যবে সে
ক্রুস পানে,
সম্পদ যত ক্ষতি বলে
গনি
দম্ভ সকলি
বেদনা হানে।

(তাঁরা) সারা দেহ হতে
পড়িছে ঝরিয়া

প্রেম-বেদনায় অতুল
মণি
কেহ কি কখনো
দেখেছে এমন ?
কাঁটার মুকুটে
হীরকখনি ?

পথ হারা মোর পতিত
জীবন
পেয়েছে করুণা
তাঁহারি নামে;
সাজে কি কখনো
গর্ব্ব আমার-
গর্ব্ব,প্রভুর সে ক্রুশ
বিনে ?

সম্ভব যদি দিতে তার
পায়

পৃথিবীর ধন নহে তো
ভারি,
তুলনা-বিহীন এতো
প্রেম যার ,
দেহ প্রান
ধন সকলি
তাঁরি। [14]

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাপীর খ্রীষ্টে প্রয়োজন । (The SINNER’S NEED OF CHRIST)

মানুষ প্রথমে মহান্ শক্তিসমুহের অধিকারী এবং বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিল । তাহার জীবন সিদ্ধ এবং সে ঈশ্বরের সহিত ঐক্য ভাবে ছিল । তখন তাহার চিন্তারাশি পবিত্র এবং লক্ষ্যসমুহ নির্ম্মল ছিল । কিন্ত অবাধ্যতার ফলে তাহার শক্তিসমুহের বিকৃত হইয়া গেল , এবং স্বার্থপরতা আসিয়া প্রেমের স্থান অধিকার করিল । আদেশ লঙঘনের ফলে তাহার স্বভাব এতদূর দুর্ব্বল [15] হইয়া পড়িল যে আপন বলে মন্দের শক্তিকে প্রতিহত করা তাহার পক্ষে অসম্ভব

হইয়া উঠিল।সে শয়তানের বন্দী হইল এবং ঈশ্বর যদি বিশেষভাবে এই বিষয়ে মধ্যস্থতা না করিতেন তবে মানুষকে চিরকাল ঐরূপভাবেই থাকিতে হইত। মানুষ- সৃষ্টির ঐশ্বরিক পন্থায় বাঁধা জন্মাইয়া এই পৃথিবী ধ্বংস আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ করাই পরীক্ষাকারী শয়তানের ফন্দি ছিল। অথচ পৃথিবীর সমুদয় আপদবিপদ যেন ঈশ্বরের মানুষ সৃষ্টি করিবার ফলেই আসিয়াছে , শয়তান এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চাহিল।

যাহার মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যার সমস্ত নিধি গুপ্ত রহিয়াছে (কল ২:৩), মানুষ নিস্পাপ অবস্থায় তাঁহার সহিত আনন্দ সহ —ভাগিতা করিত। কিন্তু পাপ করিবার পরে সে আর পবিত্রতার

কোন আনন্দ পাইল না এবং ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিল ।যে হৃদয় নবীনীকৃত হয় নাই, সে হৃদয়ের এখনও ঐরূপ অবস্থা। ঈশ্বরের সহিত উহার কোন ঐক্য নাই এবং তাঁহার সহিত সহভাগিতায় উহা কোন আনন্দ পাই না। পাপ হৃদয় কখনও ঈশ্বরের সম্মুখে শান্তি পাইতে পারে না; পবিত্রগনের সংস্পর্শে আসিতে উহা সঙ্কোচ বোধ করে। স্বর্গে যাইবার অনুমতি লাভ করিলে স্বর্গ পাপীর পক্ষে আনন্দের স্থান হইবে না। সেই স্থানে নিঃস্বার্থ প্রেমের আত্মা বিরাজিত রহিয়াছে , যাহাতে প্রত্যেক হৃদয় অনন্ত প্রেম এর সাড়া দিতেছে — তাহা পাপীর হৃদয়তন্ত্রী কোন সাড়া দিবে না তাঁহার চিন্তা রাশির ।তাঁহার

স্বার্থনিচয় ও উদ্দেশ্যসমুহের সহিত সেই স্থানের নিস্পাপ অধিবাসীদের ঐ সমুদয় ভাবের কোনই সামঞ্জস্য নাই- একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক্ । স্বর্গের সুমধুর ঐক্যতানে সে নিতান্তই বে-সুরো হইবে । স্বর্গ তাঁহার নিকটে এক যন্ত্রণাময় স্থান হইবে ; স্বর্গের জ্যোতি ;এবং সকল আনন্দের কেন্দ্র যিনি ,তাঁহার সম্মুখ হইতে লুকাইবার নিমিও ছটফট করিবে ।স্বর্গ হইতে অসাধু-এইরুপ বহিস্করন ব্যাপারে ঈশ্বরের যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ [16] পায় না ; উহার সহভাগিতায় তাঁহারা আমাদিগকে অনুপযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে,তাই তাহাদের নিকটে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ। ঈশ্বরের মহিমা তাহাদের নিকটে গ্রাসক অগ্নিশিখার ন্যায় হইবে । যিনি তাহাদের পরিত্রানের নিমিও

মরিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে লুকাইবার জন্য তাঁহারা বিনাশকে ডাকিয়া লইতেও কুন্ঠিত হইবে না ।

যে পাপের আবর্ত্তে আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা হইতে আমাদের নিজ নিজ চেষ্টায় উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব । আমাদের হৃদয় কলুষিত এবং আমরা উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। "অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে? একজনও পারে না"(ইয়োব ১৪:৪) "কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা,কারন তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারে ও না" (রোমীয় ৮:৭) ।শিক্ষা, সভ্যতা, ইচ্ছাশক্তি মানবীয় উদ্যম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইতে পারে, কিন্তু

এই স্থানে উহারা একেবারেই শক্তিহীন। উহারা বাহিরের জীবনকে মার্জ্জিত করতে পারে, কিন্তু উহারা হৃদয়কে পরিবর্র্ত্তিত করিতে, জীবনের উৎসগুলিকে নির্ম্মল করিতে পারে না।মানুষের পাপ হইতে শুচিতায় পরিবর্র্ত্তিত হইবার পুর্ব্বে,ভিতর হইতে এক শক্তির কার্য্য করিতে হইবে এবং উদ্ধে হইতে এক নূতন জীবন লাভ করিতে হইবে । সেই শক্তিই খ্রীষ্ট । একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহই আত্মার নিস্তেজ শক্তি সমূহে জীবন সঞ্চার করিতে পারে এবং উহাকে ঈশ্বরের এবং পবিত্রতার পানে আকর্ষণ করিতে পারে। ত্রানকর্ত্তা বলিয়াছিলেন "নূতন জন্ম না হইলে"- অর্থাৎ নূতন জীবন পথে চালিত করিবার জন্য নূতন

হৃদয়,নূতন বাসনা , উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষ্যা না পাইলে —“কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না “(যোহন ৩:৩) ।মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক যে সৎ প্রবৃত্তি রহিয়াছে শুধু তাহারি বিকাশসাধনের প্রয়োজন; এরূপ ধারনা একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ । “কিন্তু প্রাণিক মানুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহন [17] করে না , কেননা তাঁহার কাছে সে সকল মূখ্যতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না; কারন তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়’(১করিন্থীয় ২:১৪) “আমি যে তোমাকে বলিলাম ,তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক ।ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না “(যোহন ৩:৭) খ্রীষ্টের বিষয়ে লিখিত আছে , ” তাঁহার মধ্যে জীবন ছিলো

“এবং সেই জীবন মানুষ্য গনের জ্যোতিঃ ছিল (যোহন ১:৪) এবং এই নাম ব্যাতীত ” এমন আর কোন নাম নাই যে নামে আমাদিগকে পরিত্রান পাইতে হইবে ” (প্ররিত ৪:১২) .

শুধু ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ দয়া অনুভব এবং তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও পিতৃতুল্য কোমলতা প্রত্যক্ষ করিলেই যথেষ্ট হইলনা । তাঁহার ব্যবস্থার ন্যায্যতা ও সারবত্তা ন্যায্যতা ও সারবত্তা নিদ্ধারন করিলে অথবা প্রেমের অনন্ত নীতির উপরে উহা প্রতিষ্ঠিত , এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না। ধর্ম প্রনিধি [প্রেরিত] পৌল যখন উচ্চৈস্বরে বলিলেন “ব্যবস্থা যে উত্তম ইহা স্বীকার করি ” (রোমীয় ৭:১৬) তখন তিনি এই সমুদয়

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। "অতএব ব্যবস্থা পবিত্র এবং আজ্ঞা পবিত্র ন্যায্য ও উওম" (পদ ১২)। কিন্তু প্রানের যন্ত্রনায় ও হতাশে তিনি আরও বলিলেন "আমি মাংসময় পাপের অধীনে বিক্রীত" (পদ ১৪)। যাহা লাভ করা তাঁহার নিজের শক্তিতে অসম্ভব ,সেই পবিত্রতা ও ধাম্মিকতার নিমিওে ব্যাকুল হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন "দুভাগ্য মানুষ্য আমি ! এই মৃত্যুর দেহ থাকে কে আমাকে নিস্তার করিবে ?" (পদ ২৪)। সকল যুগে এবং সকল দেশেই পাপভারা ক্রান্ত হৃদয় হইতে এইরূপ আক্ষেপ-ধ্বনি উঠিয়াছে। তাহা —দের সকলের প্রতি মাএ একটি উত্তর দিবার আছেঃ "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি

জগতের পাপভার লইয়া যান “(যোহন ১:২৯)।

যে সকল হৃদয় অপরাধে গুরুভার হইতে মুক্তি লাভ করিতে চায় , তাহাদিগকে এই সত্যটী সহজ করিয়া বুঝয়াইয়া দিবার নিমিও [18] ঈশ্বরের আত্মা বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন । এযৌকে ছলনা করতঃ পাপ করিয়া যাকোব যখন তার পিতৃগহ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন তখন তিনি অপরাধের ভারে মনঃপীরা বোধ করিলেন । জীবনের সুখকর বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কখন তিনি নিঃসঙ্গ পতিত হইয়া পড়িলেন , তখন সর্ব্বোপির একটা চিন্তা ও ভয় তাঁহার আত্মাকে পীড়ন করিতে লাগিল ; তাহা এই যে তাঁহার পাপ তাহকে ঈশ্বরের

নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং তিনি ঈশ্বরের কতৃক পরিত্যক্ত । মনের দুঃখে তিনি শূন্য ভূমির উপরে বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন করিলেন তাহাঁর চারিপাশে বিজনপাহাড়শ্রেনী এবং উদ্ধে আকাশমন্ডল তাঁরকামালায় আলোকময় তিনি নিন্দ্রা গেলে পর এক অপূর্ব্ব আলোক তাঁহার সম্মুখে দর্শনে প্রকাশিত হইল; যে স্থানে ভূমির উপরে তিনি শয়ন করিয়া ছিলেন,দেখিতে পাইলেন যে সেই স্থান হইতা একটী বৃহৎ সিড়ি একেবারে যেন স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে এবং তাহারিই উপর দিয়া ঈশ্বরের দুতগন উঠা-নামা করিতেছে ; এর উদ্ধের মহিমা হইতে ঐশী কন্ঠে আশা ও সান্তনার বাণ্ডা শুনিতে পাইলেন । এইরুপ যাকোব জানিতে

পারিলেন। যে তাঁহার সম্মুখে এরূপ এক পন্থা প্রকাশিত হইয়াছে যাহা দ্বারা,তিনি পাপী হইয়া পুনরায় ঈশ্বরের সহভাগিতা লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার স্বপ্নের নিগূঢ় অর্থ-পূর্ণ সিঁড়ি দ্বারা যীশুকে বুঝাইতেছেন; ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পরিচয় স্থাপন করিবার নিমিত্তে তিনিই একমাত্র মধ্যবর্ত্তি।

খ্রীষ্ট নথনেলের সহিত আলাপ করিবার কালে যে রূপক কথা বলিইয়াছিলেন,-"সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা দেখিবে স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে , এবং ঈশ্বর দুতগন মানুষ্য-পুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছে "(যোহন ১:৫১) তখন তিনি এই

দৃশ্যটার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ধৰ্ম্ম- [19] ভ্রষ্টতার ফলে মানুষ আপনাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক করিয়া নিল, স্বর্গ হইতে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান পড়িয়া রহিল, তাঁহার কারণে কোন সহভাগিতা চলে না। কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বারা পৃথিবী পুনরায় স্বর্গের সহিত যুক্ত হইল। পাপ যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল খ্রীষ্ট আপনগুনে আবার তাহা যুক্ত করিয়া দিলেন, যেন পরিচর্য্যাকারী দূতগণ মানুষের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারেন। খ্রীষ্ট দুর্ব্বল ও নিঃসহায় আবস্থায় উপনীত পতিত মানবকে অনন্ত শক্তির মূলকারনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন।

কিন্তু মানুষ্যগন যদি পতিত জাতির আশা ও উপায়ের কারন অবহেলা করে , তবে ব্যর্থ তাহাদের সমুদয় কল্পনা ,বিফল তাহাদের মানবজাতি উত্তোলিত করার সমুদয় প্রয়াস ।“সমস্ত উত্তম দান এবং সিদ্ধ বর” (যাকোব ১:১৭), ঈশ্বর হইতে আসিয়া থাকে । ঈশ্বর ছাড়া চরিত্রের কোন খাটি উৎকর্ষতা থাকিতে পারে না। ঈশ্বরকে লাভ করিবার একমাত্র পন্থাই খ্রীষ্ট। তিনি বলেন “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন ; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না”(১৪ ৬)।

ঈশ্বরের হৃদয় তাঁহার পৃথিবীর সন্তানগনের নিমিত্ত, মৃত্যু অপেক্ষা শক্তিমান এক প্রেমে আকুল হইয়া

রহিয়াছে । তাঁহার পুত্রকে সমর্পণ করিয়া তিনি একটি মাত্র দানে আমাদের নিকট সমস্ত স্বর্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। ত্রাণকর্ত্তার জীবন, মৃত্যু ,ও অনুরোধ দূতগণের পরিচর্যা ,আত্মার অনুনয় সর্বোপরি এবং সকলের মধ্যে পিতার পরম পিতা কার্য্য ,স্বর্গস্থ ব্যক্তিগনের অবিরত অনুরাগ এই সমুদয় মানুষের পরিত্রানের নিমিও নিদ্ধারিত রহিয়াছে

আমাদের নিমিও যে বিস্ময়কর বলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে একবার সেই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখি ! হারাণো মানবকূলকে পুনরায় তাহাদের পিতার গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ঈশ্বর যে অপার শক্তি ব্যয় করিয়াছেন, একবার তাহা আমরা

অনুভব [20] করিতে চেষ্টা করি ।ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর উদ্দেশ্য এবং অধিক শক্তিমান্ সহায় কোন কার্য্যের নিমেত্তে প্রচুর পুরস্কার স্বর্গসুখ উপভোগ , দূতগনের সংসর্গ ঈশ্বরের ও তাহার পুত্রের সহভাগিতা ও প্রেম , অনন্তকাল ব্যাপিয়া আমাদের সমুদই শক্তির প্রসার ও সমুন্নতি-এই সমুদয় উদ্দিপনাময় ও উৎসাহজনক বিষয় কি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরিত্রাতাকে আমাদের প্রানের প্রেমপূর্ন পরিচর্য্যা দান করিতে প্রণোদিত করিবে না ?

পক্ষান্তরে ,শয়তানের ক্রিয়াকলাপ সমন্ধে আমাদিগকে চেতনা দিবার জন্য , আমাদের সম্মুখে ঈশ্বরের দণ্ড , অবশ্যম্ভাবি প্রতিফল,আমাদের চরিত্রের অবনতি এবং চরম উচ্ছেদ

,এই সমুদই বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছে ।

আমারা কি ঈশ্বরের এই অপার করুনা গ্রাহ্য করিব না ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু সম্ভব কি ? যিনি আমাদিগকে অপূর্ব প্রেমে প্রেম করিয়াছেন ,তাহার সহিত আমাদের যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ। আসুন আমাদিগকে যে সমদয় উপায় দান করা হইয়াছে আমারা তাহাদের সুবিধা গ্রহন করি ,যেন আমরা তাঁহাদেরই সাদৃশ্যে রুপান্তরিত হইতে পারি এবং পরিচয্যাকারী দূতগনের সহিত সহভাগিতা এবং পিতা ও পুত্রের সহিত সহভাগিতা ও ঐক্যভাব পুনরায় লাভ করতে পারি । [21]

তৃতীয় অধ্যায়

অনুতাপ । (REPENTANCE)

মানুষ কিরূপে ঈশ্বরের কাছে খাঁটি হইবে ? পাপী কিরূপে ধাম্মিক বলিয়া গণিত হইবে ? একমাত্র খ্রীষ্টের সহিত ঐক্য স্থাপন করিতে পারি ; কিন্তু কিরূপভাবে আমাদিগকে খ্রীষ্টের নিকট পৌছিতে হইবে ? পঞ্চাশওমীর দিনে যেরূপ সমবেত জনসঙঘ আমাদের পাপ সম্পর্কে বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন , "আমরা কি করিব ? " সেইরূপ এখনও অনেকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে । " মন ফিরাও " —পিতার উওর প্রদানকালে সর্ব্বপ্রথমে এই কথাটি কহিলেন ।অল্প

কিছুকাল পরে আবার তিনি বলিয়া —
ছিলেন , ” মন ফিরাও ,ও যেন তোমাদ্দের পাপ মুছিয়া ফেলা হয় “(প্রেরিত ৩ ১৯)

অনুতাপ বলিতে পাপের নিমিও দুঃখ এবং পাপা পরিহার করা বুঝাইয়া থাকে। পাপের প্রকৃতি না বুঝাইয়া থাকে । পাপের প্রকৃতি না বুঝিইয়া আমরা পাপ ত্যাগ করিব না ; প্রান হইতে যদি উহা ত্যাগ না করি তবে জীবনে প্রকৃত কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

অনেকে অনুতাপের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। অনেকে নিজ নিজ পাপের জন্য দুঃখ করিয়া থাকে,এমন কি বাহিরেও সংশোধনের ভাব দেখাইয়া

থাকে,কারন তাহাদের এই ভয় হয় যে অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাদের যন্তনা ভোগ করিতে হইবে । কিন্তু ইহাকে বাইবেলোক্ত অনুতাপ (বা মনঃপরিবর্ত্তন) বলা যায় না। তাঁহারা যন্ত্রণা ভোগের জন্য শোক করিয়া থাকে পাপের জন্য নহে ।এষৌ যখন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার চিরদিনের জন্য শেষ হইল, তখন তাঁহারও এইরূপ [22] শোক হইয়াছিল । বিলিয়ন পথের মধ্যে নিস্কোষ খড়গ হস্তে স্বর্গীয় দুতকে দেখিতে পাইয়া প্রান নাশের ভয়ে আপন অপরাধ স্বীকার করিলেন; কিন্তু পাপের নিমিও আন্তরিক কোনো অনুতাপ উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন মন্দ কাযে্যের প্রতি-ঘৃনা কিছুই ছিল না। ইস্করিয়োতীর

যিহুদা আপন প্রভুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার পরে কহিয়াছিল, ” নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি” (মথি ২৭ ৪)।

ভীষণ ধিক্কারের ভাবে এবং বিকট বিচারের প্রতীক্ষায় তাঁহার অপরাধী আত্না হইতে এইরূপ স্বীকারোক্তি জোর করিয়া বাহির হইয়াছিল । সে পরিনাম ফলের আশঙ্কায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল কিন্তু সে কালিমাবিহীন ঈশ্বর-পুত্রকে সমর্পণ এবং ইস্রায়েলের পবিএতমকে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া তাঁহার অন্তরে কোনো গভীর শোক প্রকাশ পায় নাই। ফরৌন ঈশ্বরের মহশাসনের ফলে যন্তনাগ্রস্ত হইয়া, আরও অধিক শাস্তি এড়াইবার জন্য তাঁহার পাপ স্বীকার

করিলেন, আঘাতগুলি নিবৃত্ত হওয়ামাত্র অমনি পুনরায় ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপ সকলেই শুধু পাপের পরিনামের নিমিত্ত শোক করিয়াছিল, কিন্তু কেহই পাপের নিমিত্ত দুঃখ করে নাই।

কিন্তু হৃদয় ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে সম্মুখে অবনত হইলেই, বিবেক উদ্দীপিত হইবে এবং পাপী ঈশ্বরের স্বর্গ ও মর্ত্ত্যব্যাপি তাঁহার রাজ্য শাসনের ভিত্তিরূপ পবিত্র ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা ও গভীরতা সমন্ধে কথঞ্চিৎ ধারনা করিতে সমর্থ হইবে। "যে প্রকৃত জ্যোতি মানুষকে আলোকিত করেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন '"(যোহন ১ ৯-

রমওয়েচ কৃত অনুবাদ), এবং সেই জ্যোতি ;আত্মার গোপন কক্ষগুলি আলোকময় করিয়া তুলেন, আর অন্ধকারের সমুদয় গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়া যায়। মনে ও হৃদয় স্বকৃত পাপের বোধ জাগ্রত হয়। সদাপ্রভু যিহোবার ন্যায়বিচার সমন্ধে পাপীর ধারনা জম্মে এবং হৃদয়ের অনুসন্ধান- [23] কারীর সম্মুখে সে তাঁহার আপন কালিমা ও অশুচিটা লইয়া উপ-স্থিত হইতে ভয় -বিহব্বল হইয়া যায় । এতকাল পরে সে ঈশ্বরের প্রেম শুচিটা সৌন্দয্য ও পবিত্রতার আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ; তাই সে শুচি হইবার জন্য এবং ঈশ্বরের সহিত সহভাগিতা ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে ।

দায়ূদ পতনের পরে যে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন তাহাতে পাপের নিমিও প্রকৃত শোকের প্রকৃতি চিএিত হইয়াছে্ ।তাঁহার অনুতাপ আকপট ও গভীর ছি্ল তিনি তাঁহার অপরাধ লাঘব করিবার নিমিও কোন চেষ্টা করেন নাই ; তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাসন্ন বিচার এড়াইবার বাসনায় নহে । দায়ুদ তাঁহার পাপের বিকটতা ও আত্নার কলুষতা বুঝিতে পারিলেন ; পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃনা জন্মিল। শুধু ক্ষমা লাভের জন্য নহে কিন্তু হৃদয়ের শুচিতার জন্য তিনি প্রাথনা করিলেন ।তিনি শুচিতার আনন্দ এবং ঈশ্বরের সহিত ঐক্য ও সহভাগিতা ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার প্রানের ভাষা নিম্নে উদ্ধিত হইলঃ

"ধন্য সেই যাহার
অধর্ম্ম ক্ষমা হইয়াছে
, যাহার পাপ আচ্ছা-
দিত হইয়াছে
ধন্য সেই ব্যক্তি
, যাহার পক্ষে সদাপ্রভু
অপরাধ গণনা
করেনা না,
ও যাহার আত্মার
প্রবঞ্চনা নাই" (গীত
৩২: ১, ২) ।
"হে ঈশ্বর তোমার
দয়া অনুসারে আমার
প্রতি কৃপা কর;
তোমার করুনার
বাহুল্য অনুসারে
আমার অধর্ম্ম সকল
মার্জ্জনা কর ।.........

কেননা আমার পাপ
সতত আমার সম্মুখে
আছে ।.......
এসোব দ্বারা আমাকে
মুক্ত পাপ কর,
তাহাতে আমি শুচি
হইব;
আমাকে ধৌত
কর, তাহাতে হিম
অপেক্ষা শুক্ল হইব ।

...

হে ঈশ্বর, আমাকে
বিশুদ্ধ অন্তঃকরন
সৃষ্টি কর, [24]
আমার অন্তরে সুস্থির
আত্মাকে নূতন
করিয়া দেও ।
তোমার সম্মুখ হইতে

আমাকে দূর করিও
না,
তোমার পবিত্র
আত্মাকে আমা
হইতে হরণ করিও না
।
তোমার পরিত্রাণের
আনন্দ আমাকে
পুনরায় দেও,
ইচ্ছুক (উদার) আত্মা
দ্বারা আমাকে ধরিয়া
রাখ।
হে ঈশ্বর, হে আমার
পরিত্রাণের ঈশ্বর,
রক্তপাতের দোষ
হইতে আমাকে
উদ্ধার কর,
আমার জিহ্বা তোমার

ধর্ম্মশীলতার বিষয়
গান করিবে।”
(গীত
৫১: ১-১৪)।

এই প্রকার অনুতপ্ত হওয়া আমাদের শক্তির বাহিরে; যিনি উর্দ্ধে আরোহন করিয়াছেন এবং মানুষ্যদিগকে নানা প্রকার বর দান করিয়াছেন একমাত্র সেই খ্রীষ্ট হইতেই উহা পাওয়া যাইতে পারে।

একটি বিষয় বুঝিতে অনেকেরেই ভ্রম হইয়া থাকে, তাই খ্রীষ্ট তাহাদিগকে যে সাহায্য চাহেণ তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না।এইরূপ লোকে মনে করে যে, অনুতাপ পাপ ক্ষমার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং প্রথমেই অনুতাপ না করিলে তাহারা

খ্রীষ্টের নিকটে আসিতে পারে না। এ কথা সত্য পাপ-ক্ষমার পূর্বে অনুতাপ আসিয়া থাকে; কারণ শুধু ভগ্ন ও অনুতপ্ত অন্তকরণই আবশ্যকতা বোধ করিবে। কিন্তু কি যীশুর নিকটে আসিবার পূর্বে পাপীর অনুতাপ কালের নিমিও অপেক্ষা করিতে হইবে? তবে কি পাপী ও ত্রানকর্ত্তার মধ্যে অনুতাপ একটা প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইবে?

খ্রীষ্টের আহাবানে কর্ণপাত করিবার পূর্ব্বে পাপীর অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, —বাইবেল কখনও এরূপ কথা শিক্ষা দেয় নাই।“হে পরিশ্রান্ত ও ভরাক্রান্ত লোকসকল আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব “(মেথি

১১:২৮) খ্রীষ্ট হইতে নির্গত তাঁহার গুন খাঁটি অনুতাপের পথে চালিত করে । "আর তাহাকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা [25] উন্নত করিয়াছেন ,যেন ইস্রয়েলেকে মনঃপরিবর্ত্তণ ও পাপামোচন দান করেন"(প্রেরিত ৫:৩১) —ইস্রয়েলদের নিকটে এই কথাটি বলিয়া পিতর উক্ত বিষয় পরিস্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । খ্রীষ্ট ব্যতীত যেরূপ আমারা ক্ষমা লাভ করিতে পারি না ,সেইরূপ বিবেককে জাগাইয়া তুলিবার নিমিও খ্রীষ্টের আত্মা ব্যতীত আমা-দের অনুতাপ করা সম্ভব নহে।

খ্রীষ্টই প্রত্যেক যথার্থ প্রেরণার মূল ।একমাত্র তিনিই হৃদয়ে পাপের প্রতি

বিরুদ্ধভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন সত্য ও পবিত্রতার নিমিত্ত প্রত্যেক বাসনা, আমাদের পাপপূর্ণ স্বভাব সম্পর্কীয় প্রত্যেক ধারনা ইহাই প্রমান করিতেছে যে তাঁহার আত্মা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারণ করিতেছে।

যীশু কহিতেছেন, "আর আমি ভূতল হইতে উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আমার নিকটে আকর্ষণ করিব" (যোহন১২:৩২)। খ্রীষ্ট জগতের পাপের নিমিত্ত মৃত্যুবরণকারী ত্রাণকর্ত্তারূপে অবশ্যই পাপীর নিকটে প্রকাশিত হইবেন ; এবং সেই কালভেরির ক্রুশের উপরে ঈশ্বরের মেষ-শাবকে দেখিতে দেখিতে , পুনরুদ্ধারের নিগূঢ় রহস্য আমাদের মানস-পটে প্রকাশিত হইতে থাকিবে

ও ঈশ্বরের মধুরভাব আমাদিগকে অনুতাপের নিমিও চালিত করিবে । পাপী-দের জন্য প্রান দান করিয়া খ্রীষ্ট এক অব্যক্ত প্রেম প্রদর্শন করিয়া ছিলেন ; এই প্রেম উপলব্ধি করিতে পারিলে উহা পাপীর হৃদয় কোমল করে , মনে গভীর ছাপ রাখিয়া দেয়, এবং আত্মার আনুতাপের বাসনা জাগাইয়া তুলে।

খ্রীষ্টের দিকে চালিত হইতেছে এইরূপ কোন ধারনা জন্মিবার পুর্ব্বে অনেক লোক কখনও কখনও নিজ নিজ পাপপূর্ণ আচরনের নিমিও লজ্জিত হইয়া তাহাদের কতিপয় কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া থাকে, এই কথা সত্য । কিন্তু যখনই তাহারা সংশোধনের চেষ্টা করে তখনই বুঝিতে

হইবে যে,তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, [26] তাহা খ্রীষ্টেরই শক্তি। তাহাদের অজ্ঞাতসারে এক শক্তি তাহাদের আত্মার কার্য্য করিতেছে , তাঁহাতে বিবেক সজীব হইয়া উঠিয়াছে এবং বাহ্যিক জীবন সংশোধিত হইয়াছে। তারপর খ্রীষ্ট যখন তাহাদিগকে তাঁহার ক্রুশের দিকে তাকাইবার জন্য এবং তাহাদের পাপের নিমিত্ত বিদ্ধ,-তাঁহাতে দেখিবার জন্য টানিয়া আনেন, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকে উদিত হয়। তাহাদের জীবনের দুষ্ট ক্রিয়া, আত্মার বদ্ধমূল পাপ- সকলই তাহাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়া পরে।তখন তাহারা খ্রীষ্টের ধাম্মিকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝিতে আরম্ভ করে এবং উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেঃ-“যে পাপের কবল হইতে

পাপিকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য এইরূপ মহান্ আত্ম-ত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছে , সেই পাপ কি ? আমরা যেন বিনাশ প্রাপ্তনা হইয়া অনন্ত জীবন ভোগ করিতে পারি, সেই জন্যই কি এত প্রেম ,এত যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করিবার আবশ্যক হইয়াছিল ?

পাপী হয়তো এই প্রেম, পরিহার করিতে পারে ,এবং খ্রীষ্টের দিকে আকর্ষিত হইতে না চাহিতে পারে ; কিন্তু প্রতিরোধ না করিলে সে অবশ্যই যীশুর দিকে ধাবিত হইবে ; যে পাপের নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্রকে যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে সেই পাপের অনুতাপ করিবার জন্য পরিত্রাণ-কল্পনা সম্পর্কীয় জ্ঞান

তাহাকে ক্রুশের পদতলে চালিত করিবে।

প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ে যে ঐশ্বরিক মন কার্য্য করিতেছেন, তাহাই মানব হৃদয়েও চেতনা দিতেছেন এবং মানবের যাহা নাই এমন কোন বিষয়ের জন্য এক অব্যক্ত বাসনার সৃষ্টি করিতেছেন। জগতের বস্তুনিচয় তাহাদের বাসনা তৃপ্ত করিতে পারে না এক-মাত্র যে সকল বস্তু শান্তি ও বিশ্রাম দিতে পারে, ঈশ্বরের আত্মা তাহাদিগকে সেই খ্রীষ্টের করুনা এবং পবিত্রতার আনন্দ সন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য প্রভাব দ্বারা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা মানুষের পাপের অতৃপ্ত সুখভোগ [27] হইতে

টানিয়া আনিয়া, শুধু তাঁহাতেই নিহিত অনন্ত আশীর্ব্বাদ সমুহের দিকে চালিত করিবার নিমিও সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন। এইরূপ যে সকল আত্মা জগতের ভগ্ন জলাশয় হইতে পান করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে ,তাহাদের প্রতি এই ঐশ্বরিক বার্ত্তা প্রদান করা হইয়াছেঃ "আর যে পিপাসিত সে আইসুক; যে ইচ্ছা করে সে বিনা মূল্যেই জীবন-জল গ্রহন করুক"(প্রকা ২২:১৭)।

এই পৃথিবী যাহা দিতে পারে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু পাইবার বাসনা তোমার জাগে তবে ঐ বাসনাকে তোমার আত্মার প্রতি ঈশ্বরের রব বলিয়া স্বীকার করিও। তাঁহার নিকটে অনুতাপ পাইবার জন্য প্রার্থনা কর,

অনন্ত প্রেম ও সিদ্ধ প্রবিত্রতা লইয়া খ্রীষ্টকে তোমার সম্মুখে দেখিবার জন্য প্রার্থনা কর। ত্রাণকর্ত্তার জীবনে মানুষের প্রতি প্রেম, ঈশ্বরের ব্যবস্থার এই মূল নীতি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান হইয়াছে। পরপকার ও নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁহার আত্মার জীবন ছিল। ত্রাণকর্তার পানে যখনই আমরা চাহিয়া, তখনই তাহা হইতে আলোক-রাশি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের পাপ কালিমা প্রকাশ করিয়া দেয়।

নীকদীমের মত আমরাও হয়তো এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে পারি যে আমাদের জীবন ন্যায় পথে চলিয়াছে, নৈতিক চরিত্র খাঁটি রহিয়াছে এবং সাধারন পাপীর মত ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের

হৃদয় অবনত করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু খ্রীষ্টের আলোকে আমাদের অন্তারাত্মা উদ্ভাশিতো হইলেও দেখিতে পাইব ,আমরা কিরূপ অপবিত্র ;তখন স্বার্থপরতার ভাব এবং জীবনের প্রত্যেক কার্য্য যাহা দ্বারা কলুষিত হইয়াছে ঈশ্বরের প্রতি সেই শত্রুতার প্রবৃত্তি নির্নয় করিতে পারিব। তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদের ধার্ম্মিকতা শুধু মলিন ছিন্ন কন্থার মত এবং একমাত্র খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারাই আমরা পাপ-কালিমা হইতে [28] শুচিকৃত হইতে পারি একমাত্র খ্রীষ্টের রক্তদ্বারাই আমাদের জীবন তাহারই সাদৃশ্যে নবীনীকৃত হইতে পারে।

ঈশ্বর মহিমার একটি কিরন খ্রীষ্টের পবিত্রতার একটি আলোক রেখা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে প্রত্যেক কালিমা-চিহ্ন অতিসুস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠে এবং মানব —চরিত্রের যাবতীয় ত্রুটি ও বিকৃতি একেবারে অনাবৃত হইয়া যায়। উহা সমুদয় অপ্রবিত্র বাসনা, হৃদয়ের কালিমা এবং ওষ্ঠাধরের অশুচিতা প্রকাশ করিয়া দেয় । ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিফল করিবার জন্য পাপী যে সকল অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছে, সেই সমুদয় তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের আত্মার তীক্ষ্ন প্রভাবের ফলে তাঁহার আত্মা আহত ও সন্তপ্ত হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টের পবিত্র ও নির্ম্মল চরিতের দিকে তাঁহার আপনার প্রতি ঘৃনা জন্মে।

আত্মসংস্থ পুরুষ(ভাববাদী)

দানিয়েল যখন তাঁহার নিকটে প্রেরিত , মহিমার দীপ্তিতে আচ্ছন্ন স্বর্গীয় দুতকে দেখিলেন ,তখন তিনি তাঁহার আপন দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতার রোধে একবারে অভিভূত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি বলিছিলেন, "আর আমাতে বল রহিল না; আমার তেজ ক্ষয়ে পরিনিত হইল, আমি কিছু মাত্র বল রক্ষা করিতে পারিলাম না" (দানি ১০:৮)। যে হৃদয় এইরূপে ভাবাবিষ্ট হইয়াছে, সেই হৃদয় অবশ্যই স্বার্থপরতা ও আত্মপ্রীতি ঘৃনা করিবে এবং হৃদয়ের যে পবিত্রতা ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও খ্রীষ্টের চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতার সাহায্যে তাহাই অনুসন্ধান করিবে।

পৌল বলিয়াছেন যে তিনি "ব্যবস্থাগত ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে" অথাৎ বাহ্যিক ব্যাপার সমূহে "অনিন্দনীয়" ছিলেন (ফিলি ৩:৬); কিন্তু যখন তিনি ব্যবস্থায় গূঢ় আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি আপনাকে পাপী বলিয়া গণ্য করি—লেন। বাহ্যিক জীবনে মানুষ যেরূপ ব্যবস্থ্যা প্রয়োগ করিয়া থাকে সেই ব্যবস্থার অক্ষরানুযায়ী বিচার করিয়া দেখিলে তিনি [29] পাপ হইতে বিরত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি উহার পবিত্র নীতির গভিরতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈশ্বর যেরূপ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবে আপনাকে দেখিলেন, তখন তিনি দীনতায় অবনত হইয়া পাপ স্বীকার করিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আর

আমি একসময়ে ব্যবস্থা ব্যতিরেকে জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা আসিলে পাপ জীবিত হইয়া উঠিল,আর আমি মরিলাম”(রোমীয় ৭:৯)।যখন তিনি ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক ভাব বুঝিতে পারিলেন,পাপ তখন উহার বীভৎস স্বরূপ লইয়া প্রকাশিত হইল,এবং তাহার আত্ম-মর্য্যাদা লুপ্ত পাইল।

ঈশ্বর সমুদয় পাপকে এক সমান ভাবে দেখেন না ; মানুষের ন্যায় তিনিও পাপের কম বেশি নির্ণয় করিয়া থাকেন;তবে মানুষের দৃষ্টিতে কোন বিশেষ অপরাধ হয়তো তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে পারে,কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোন অপরাধই তুচ্ছ নহে । মানুষের বিচারে পক্ষপাত দোষ আছে এবং উহা অসম্পূর্ণ ; কিন্ত ঈশ্বর

সকল বিষয়কেই যথাযথ ভাবে গ্রহন করিয়া থাকেন। মদ্যপায়ীকে সকলে ঘৃনা করে এবং বলিয়া থাকে যে তাঁহার পাপ তাহাকে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করবে;অথচ লোভ, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি পাপের প্রতি প্রায়শঃই ঘৃনার ভাব দেখা যায় না। কিন্তু এই সকল পাপ বিশেষ ভাবে ঈশরের নিকটে অপ্রীতিকর;কারন উহারা তাঁহার চরিত্রের এবং অনভিশপ্ত বিশ্বের প্রান বায়ু,পরার্থপর প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত । অতি জঘন্য কোন প্রকার পাপের পতিত মানব হয়তো লজ্জা ও দীনতা এবং খ্রীষ্টিয় অনুগ্রহের অভাব বোধ করিতে পারে ; কিন্তু অহঙ্কার কোন প্রকার অভাব বোধ করে না , তাই উহা খ্রীষ্টের এবং তিনি যে অনন্ত আশীর্ব্বাদ দান

করিতে আসিয়াছেন সেই আশীর্ব্বাদ-সমুহের প্রতিকুলে হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দেয়।

Paragraph 1 1122 [30] ছিল, সে আপনাকে অতিশয় অসাধু বলিয়া মনে ভাবিত এবং অন্য সকলেও তাহাকে সেই ভাবে দেখিত;কিন্তু সে তাঁহার প্রকৃত অভাব বুঝিতে পারিল এবং তাঁহার লজ্জা ও অপরাধের বোঝা লইয়া ঈশ্বরের করুনা ভিক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।ঈশ্বরের আত্মা যাহাতে তাঁর দয়ার কায্য করিতে এবং পাপের শক্তি মুক্তি দান করিতে পারেন এবং পাপের শক্তি হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারেন তজ্জন্য সে তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিল।অপর দিকে

ধর্ম্মধ্বজী ফরীশীর দম্ভপূর্ণ আত্মম্ভরি প্রার্থনায় ইহাই প্রমানিত হইল যে পবিত্র আত্মার হৃদয় উন্মুক্ত নহে ঈশ্বরের সহিত তাঁহার দূর ব্যবধানের নিমিও, ঐশী পবিত্রতাঁর পূর্ণতার তুলনায় তাঁহার আপন কলুষতা সন্মন্ধে কোনই ধারনা ছিল না। সে কোন অভাব বোধ করে নাই,তবে সে কিছু লাভ করিতেও পারিল না।

তুমি তোমার আপন পাপ স্বভাবের বিষয় বুঝিতে পারিলে আপনাকে সংশোধনের জন্য আর বিলম্ব করিও না ।এরূপ বহু লোক রহিয়াছে যাহারা মনে করে যে খ্রীষ্টের নিকটে আসিবার নিমিও তাহারা উপযুক্ত নয় ।তুমি কি শুধু তোমার নিজের চেষ্টায় ভাল হইতে আশা কর ? “কূশীয় কি আপন

হক্,কিম্বা চিতাবাঘ কি আপন চিত্রবৈচিত্র্য পরিবর্ত্তন করিতে পার ? তাহা হইলে দুস্কর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছে যে তোমারা তোমরাও সৎকর্ম্ম করিতে পারিবে” (যির ১৩:২৩),শুধু ঈশ্বর হইতেই আমারা সাহায্য পাইতে পারি ।আমাদের দৃঢ়তর কোন প্ররোচনা । ইহা হইতেও উত্তম কোন সুযোগ অথবা পবিত্রতর স্বভাবের নিমিও অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই । আমারা নিজেদের চেষ্টায় কিছুই করতে পারি না । আমারা যেরূপ আছি ঠিক সেইরূপ ভাবেই আমাদিগকে খ্রীষ্টের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে ।

কিন্তু কেহ যেন আপনাদিগকে এরূপ চিন্তায় প্রতারিত করেনা যে,

যাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়াছে, অপার প্রেম [31] ও করুনা পরবশ ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্রাণ করিবেন ।একমাত্র ক্রুশের জ্যোতিতেই পাপের কলুষতার পারিমান করা যাইতে পারে ।যাহারা বলে দয়ালু ঈশ্বর কখনও পাপীকে ত্যাগ করিতে পারেন না,তাহারা একবার কালভেরির পানে চাহিয়া দেখুক। মানুষের পরিত্রাণ লাভের অপর কোন উপায় ছিল না বলিয়া, এই মহান বলি ব্যতিত মানবজাতির পাপের অপবিত্র প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রগনের সহিত সহভাগিতার ফিরিয়া পাওয়া এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অংশী হওয়া অসম্ভব ছিল বলিয়া,-খীষ্ট আপনার উপরে আজ্ঞালঙঘঙ্কারিদের আপরাধ বহন

করিয়া পাপিদিগের পরিবর্ত্তে যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুত্রের প্রেম দুঃখভোগ ও মৃত্যপাপের ভীষণতা সমন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে এবং ইহাই ঘোষণা করিতেছে যে খ্রীষ্টে আত্নসমর্পন ব্যতীত উহার কবল হইতে মুক্ত হইবার এবং উচ্চতর জীবন লাভ করিবার আর কোনই আশা নাই।

যাহারা অনুতাপ করে নাই তাহারা নামধারী খ্রীষ্টিয়ানদের সন্মন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আপনাদের দোষ-ক্ষালন করিতে চায়ঃ "তাহারা যেরূপ সচ্চরিএ, আমিও ঠিক সেইরূপ আমা অপেক্ষা তাহারা কোন অংশেই অধিক আত্ন-ত্যাগী ,সংযমী আথবা আচারনে সতর্ক নহে ।আমার

ন্যায় তাহারাও আরাম এবং ভোগবিলাস পছন্দ করে। এই প্রকারে তাহারা অপরের অপরাধ দেখাইয়া নিজেদের কর্তব্য অবহেলায় ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অপরের ত্রুটি ও অপরাধে কখনও কেহ নিজেকে রেহাই দিতে পারে না; কারন সদাপ্রভু আমাদের আদর্শের জন্য কোন ভ্রান্ত মানব আদর্শ দেন নাই। ঈশ্বরের নিস্কলঙ্ক পুত্রকেই আমাদের আদর্শ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে; তবে যাহারা নামধারী খ্রীষ্টিয়ানদের অন্যায় আচরন সম্বন্ধে আপাত্তি করিয়া থাকে তাহাদের নিজেদেরই উত্তম ও মহত্তর আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত খ্রীষ্টিয়ানের জীবন সম্বদ্ধে যদি তাহাদের এই উচ্চ ধারনা জন্মিয়া থাকে ,তবে [32] তাহাদের পাপ কি আরও অধিক নহে

? কারন প্রকৃত পথ কি, তাহারা জানে, অথচ নিজেরা সেই অনুসারে কার্য্য করিতে চাহে না।

দীর্ঘসূত্রী হইও না। তোমার পাপ পরিত্যাগ এবং যীশুর সাহায্য অন্তরের পবিত্রতা লাভ কার্য্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিও না। এই বিষয়ে হাজার হাজার ব্যক্তি এরূপ ভুল করিয়া ফেলিয়াছে যে অনন্ত কালেও সেই ক্ষতি পুরন হইবে না। জীবনের ক্ষনস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার সম্বন্ধে আমি এই স্থানে আলোচনা করিব না; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সনিবন্ধ অনুরোধ বাক্যে কর্ণপাত করিতে বিলম্ব করিলে এবং পাপে জীবন যাপন করিতে চাহিলে এরূপ এক ভীষণ বিপদ রহিয়াছে , যাহা

ধারণাতীত; কারন বিলম্বে এইরূপ ফলই হইয়া থাকে। পাপ যত ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হউক্ না কেন,উহাকে প্রশ্রয় দিলে অনন্ত ক্ষতি ভোগ করিতে হইবে। আমরা যাহা জয় করি না, তাহাই আমাদিগকে জয় করিয়া লইবে এবং আমাদের বিনাশের ব্যবস্থা করিবে।

আদম ও হবা আপনাদের মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছিল যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার মত ক্ষুদ্র একটি অপরাধ করিলে, ঈশ্বর যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, সেইরূপ ভীষণ পরিনাম কখনও হইতে পারে না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটিতে ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্র ব্যবস্থা লঙ্ঘন

কারা হইল এবং তাঁহারই ফলস্বরূপ মানুষ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল , মৃত্যু ও অফুরন্ত দুঃখ-রাশি বন্ধন-মুক্ত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় পৃথিবী উপর আসিয়া পতিত হইল। যুগে যুগে তাই আমাদের পৃথিবী হইতে একটা নিরবিচ্ছিন্ন আর্ত্তনাদধ্বনি উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং মানবের আবাদ্ধতার ফলে সমুদয় সৃষ্টি বেদনার তীব্র জ্বলায় আর্ত্তস্বর করিতেছে ঈশ্বরের বিপক্ষে মানুষের এই বিদ্রোহের পরিনাম স্বর্গে অনুভুত হইয়াছে ।স্বর্গীও ব্যবস্থা লঙঘনের প্রায়শ্চিও স্বরূপ যে অপুর্ব্ব বিস্ময়কর বলির প্রয়োজন হইয়াছিল ,কালভেরি তাহারি স্মৃতি ধারন করিয়া রহিয়াছে সুতরাং পাপকে কখনও আমদের তুচ্ছ বিষয়রূপে দেখিবার প্রবৃত্তি না হয়। [33]

যতবার তুমি ব্যবস্থা লঙঘন করিতেছ, যতবার খ্রীষ্টের করুনা উপেক্ষা বা পরিহার করিয়া আসিতেছ ; ততবার ঐ অপরাধ তোমারই উপরে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; উহাতে তোমার হৃদয় কঠিন ।প্রবৃত্তি ভ্রষ্ট ,বুদ্ধি আড়ষ্ট হইয়া পরিতেছে তারপর ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার করুন আহ্বানে তোমরা আত্ম-সমর্পণ করিবার প্রবৃত্তি কেবল যে খর্ব্ব হইয়া পরিতেছে তাহা নয় ,আত্ম -সমর্পণ করিবার শক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে ।

অনেকে নিজ নিজ সংক্ষুব্ধ(ব্যথিত ও চঞ্চল) বিবেককে এই- রূপ চিন্তা দ্বারা শান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদের ইচ্ছা হইলেই তাহারা কুপথ পরিবর্ত্তন করিতে

পারিবে—তাহারা করুণায় আহবান অবহেলা করিলেও পুনরায় করুণায় সাড়া লাভ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহারা মনে করে যে অনুগ্রহের আত্মার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার এবং শয়তানের পক্ষে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিবার পরেও, ভীষন কোন সঙ্কটের সময়ে তাহারা তাহাদের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে কিন্তু এত সহজে তাহা হইবার নহে।সমগ্র জীবন ব্যাপী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে চরিত্র এরূপভাবে গঠিত হইয়াছে যে, তখন কেহই যিশুর সাদৃশ্য গ্রহন করিতে ইচ্ছা করে না

এমন কি, চরিত্রের একটি মাত্র মন্দ লক্ষন ,হৃদয়ে পরিপুষ্ট একটি মাত্র পাপ বাসনা , সুসমাচারের

সমুদয় শক্তি অবশেষে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিবে ।প্রত্যেক পাপাচার ঈশ্বরের প্রতি আত্মার বিরুপ ভাব দৃঢ় করিয়া তুলে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মভাব শূন্য ০ দৃষ্টতার পরিচয় দেয় এবং ঐশ্বরিক সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে ,সে তাহার, "নিজ কার্য্য অনুযায়ী ফল ভোগ করিতেছে পাপী, " নিজ পাপ-পাশে বদ্ধ হয়" হিতো ৫:২২,- কু-প্রবৃত্তি উপেক্ষা করিবার বিরুদ্ধে,পরম জ্ঞানী ব্যক্তির চেতনা বানী অপেক্ষা অধিক গুরুতর চেতনা বাক্য বাইবেলে আর কোথায় নাই ।

খ্রীষ্ট আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত [34] আছেন কিন্তু তিনি আমাদের ইচ্ছার উপরে জোর করিতে চাহেন না; যদি বারবার

আজ্ঞালঙঘনের ফলে ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে কু-প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকিয়া পরে এবং যদি আমরা মুক্ত হইবার বাসনা না করি ,যদি আমরা তাঁহার করুনা কিছুতেই গ্রহন না করি, ত্বে তিনি আর কি করিতে পারেন ? বারবার তাঁহার প্রেম প্রত্যাখান করিয়া আমরা নিজেদের বিনাশ সাধন করিতেছি। "দেখ এখন সুপ্রসন্নতার সময় ; দেখ এখন পরিত্রানের দিবস" (২ করি ৬:২) "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না"(ইব্রীয় ৩:৭,৮)

"মানুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে কিন্তু সদাপ্রভু অন্তকরনের প্রতি দৃষ্টি করেন"(১ শমূ ১৬:৭);তিনি

মানবের সুখদুঃখ ঘাত প্রতিঘাত পূর্ণ অন্তকরন দেখিয়া ;-যে অন্তকরন বিপথগামী এবং অপবিত্রতা ও প্রতারনার আবাসস্থল তাহাও তিনি দৃষ্টি করেন। তিনি উহার উদ্দেশ্য,মৎলব ও অভিসন্ধি সকলই জানেন।তোমার কলঙ্কিত আত্মা যেরূপ আছে ঠিক সেরূপ ভাবেই উহা লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হও । গীত-সংহিতাকারের ন্যায় সর্ব্বদ্রষ্টার পানে হৃদয়ের সমুদয় কক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিতে থাক, "হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর আমার সকল জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা, কর আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কিনা এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও" (গীত ১৩৯:২৩,২৪)।

অনেকে মস্তিস্কগত ধর্ম্মগ্রহন করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ ভাব দেখাইয়া থাকে,অথচ তাহাদের অন্তঃকরন শুচিকৃত নহে। তুমি এইরূপ প্রার্থনা করিও; “হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তকরন সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নুতুন করিয়া দেও” (গীত ৫১:১০) ।তোমার আপন আত্মার সহিত খাঁটি ব্যবহার কর। তোমার [35] অনিত্য জীবন বিপাদাপন্ন হইলে তুমি যেরূপ ব্যগ্র ও উৎসাহী হও এখন হইতে চেষ্টা কর । ঈশ্বর ও তোমার আপন আত্মার সহিত এই বিষয় অনন্তকালের নিমিও স্থির করিতে হইবে। যদি তোমার আশা শুধু কল্পিত হয় তাহা তোমার বিনাশের কারন হইবে।

প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন কর ।ঈশ্বরের বাবস্থা ও খ্রীষ্টের জীবন চিত্রিত করিয়া পবিত্র বাক্যে তোমার সম্মুখে শুচিতার মুলনীতি সমূহ উপস্থিত করিয়াছে ; ” পবিত্রতা বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না “(ইব্রীয় ১২:১৪)। ঈশ্বরের বাক্য পাপ সন্মন্ধে বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং স্পষ্টরূপে পরিত্রানের পন্থা প্রকাশ করেন । তোমার আত্মার প্রতি ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় এই পবিত্র শাস্ত্র বাক্যে মনোযোগ প্রদান কর।

পাপের অধিক্য দেখিতে পাইয়া নিজের কি অবস্থায় পৌঁছি-য়াছ তাহা বোধগম্য করিতে পরিলে ,হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। খ্রীষ্ট পাপীদের ত্রাণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন

ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্মিলন স্থাপন করিতে হইবে না ,কিন্তু কি অদ্‌ভুত প্রেম! ঈশ্বর খ্রীষ্টে "আপনার সহিত জগতের সম্মিলন করাইয়া" দিয়াছেন (২ করি ৫:১৯)। তিনি তাঁহর করুন প্রেমের বলে তাঁহার পথ ভ্রান্ত সন্তানগণের অন্তঃকরন সুপথে ফিরাইয়া আনিতেছেন । ঈশ্বর যাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে চাহেন তাঁহাদিগের ত্রুটি ও অপরাধ সমূহ তিনি যেরূপে ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিয়া থাকেন, পৃথিবীর কোন মাতা পিতা তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি সেরূপ ধৈর্য্য দেখইতে পারেন না । ব্যবস্থালঙঘনকারী প্রতি পাপীর সহিত আর কেহ তাঁহার ন্যায় কোমলভাবে সাধ্যসাধনা করিতে পারে না। তাঁহার ন্যায় কোমলভাবে সাধ্যসাধনা করিতে

পারে না ।তাঁহার ন্যায় কোনও মানব-ওষ্ঠ আর কখনও বিপথগামী ব্যক্তির জন্য এত অধিক কাতর অনুনয় করিতে পারে নাই ।তাঁহার সমুদয় অঙ্গীকার ও চেতনাবানী শুধু তাঁহার অব্যক্ত প্রেমের প্রকাশ মাত্র। [36]

শয়তান যখন আসিয়া তোমাকে মহা পাপী বলিয়া সম্ভধন করে, তখন তুমি তোমার ত্রাণকর্ত্তার দিকে তাকাইও এবং তাঁহার গুনাবলি সম্বন্ধে বলিও । তাহার জ্যোতিঃর দিকে চাহিয়া সাহায্য লাভ করিতে পারিবে । তোমারা পাপ স্বীকার করিয়া শত্রুকে বলিও যে, “খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন” (১ তিম ১ :১৫) এবং তুমি তাঁহার অতল প্রেম দ্বারা ত্রানলাভ

করিতে পার । দুইজন ঋণীর বিষয়ের যীশু সিমন এক প্রশ্ন করিলেন। একজন তাঁহার মহাজনের কাছে অল্প ধারিত, আর একজন অধিক ধারিত কিন্তু মহাজন উভয়কে ক্ষমা করিলেন এবং খ্রীষ্ট সিমনকে জিজ্ঞাসা করিল,” কোন ঋণী বাক্তি তাঁহার মহাজনকে অধিক ভালবাসিবে ?” শিমোন উত্তর করিল, “যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিলেন সেই”(লূক ৭:৪৩)। আমারা সকলেই মহাপাপী কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের ক্ষমা লাভের জন্য মরিয়াছেন।তিনি বলি স্বরূপ হইয়া যে সমুদয় গুনের পরিচয় দিয়াছেন পরম পিতার নিকটে আমাদের সপক্ষে বলিবার নিমিও সেই সকল যথেষ্ট হইবে। যাহাদিগকে তিনি অধিক ক্ষমা করেছেন, তাহাদিগকে তিনি অধিক

ভালবাসিবেন এবং তাঁহারা তাঁহার মহান প্রেম ও অসীম ত্যাগের নিমিত্ত তাঁহার স্তুতি করিতে তাঁহার সিংহাসনের অতি নিকটে দাড়াইবেন । ঈশ্বরের প্রেম সন্মন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা জন্মিলেই আমারা পাপের গুরুত্ব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । স্বর্গ হইতে আমাদের পরিত্রানের উপায় স্বরূপ যে শৃঙ্খল ধারা নামিয়া আসিয়াছে ,যখন আমরা তাহারা দৈঘ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যে অসীম ত্যাগ করিয়াছেন যখন আমরা সেই ত্যাগের কিছু মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তখন আমাদের অন্তঃ- করন বেদনায় ও অনুতাপে দ্রবীভুত হইয়া যায় । [37]

চতুর্থ অধ্যায়

পাপ স্বীকার । (CONFESSION)

"যে আপন অধর্ম্ম সকল ঢাকে, সে কৃতকায্য হইবে না ; কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে , সে করুনা পাইবে ।" হিতো ২৮ :১৩

যে সমুদয় পন্থা দ্বারা ঈশ্বরের করুনা লাভ করিতে হইবে,তাহা অতেশয় সহজ , ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত । পাপের ক্ষমা পাইবার জন্য আমরা কোন গুরতর ব্যাপার সম্পন্ন করি, ঈশ্বরের এইরূপ ইচ্ছা নহে । স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদিগকে উপযোগী করিয়া তুলিবার , অথবা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিও করিবার

জন্য, কষ্টসাধ্য [38] তীর্থযাত্রা, অথবা ক্লেশকর নানাবিধ কঠোর অভ্যাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে কেহ পাপ স্বীকার ও পাপ ত্যাগ করিবে, সে-ই করুণা লাভ করিতে পারিবে।

শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ- "তোমরা একজনের অন্য জনের কছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর,ও এক জন অন্য জনের নিমিও প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পারে" (যাকোব ৫:১৬)। ঈশ্বরের নিকটে তোমার পাপসমুহ স্বীকার কর , কারন একমাত্র তিনি উহা ক্ষমা করিতে পারেন,এবং একজন অন্যজনের কাছে নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করিও।তুমি যদি তোমার বন্ধু বা প্রতিবেশির প্রানে

আঘাত দিয়া থাক, তবে তাঁহার নিকটে তোমার অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে এবং সে তোমাকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করিবে, ইহাই তাঁহার কওব্য। তারপর তোমাকে ঈশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা কারন যে ভ্রাতার প্রানে আঘাত দিয়াছ সে ঈশরের সম্পত্তি এবং তাহাকে আঘাত দিয়া তুমি তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা ও ত্রানকর্ত্তার বিরদ্ধে পাপ করিয়াছ। "যিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন বিনাপাপে," "যিনি আমাদের দুর্ব্বলতা ঘটিত দুঃখে দুঃখিত "এবং যিনি পাপের প্রতি কালিমা রেখা হইতে শুচি করিতে পারেন সেই একমাত্র মধ্যস্থ, আমাদের মহা-যাজকের সম্মুখে সমুদয় অপরাধ উপস্থিত হইবে।

যাহার পাপ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে তাহাদের আত্মা বিনীত বা অবনত করে নাই, তাঁহারা এখনও ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার প্রথম সর্ত্ত পুরন করিতে পারে নাই। যদি আমারা যে অনুতাপের নিমিত ফিরিয়া অনুতাপ করিতে হয় ,সেইরূপ অনুতাপ না করিয়া থাকি, যদি আমরা পাপের প্রতি অতিশয় ঘৃনাভাব পোষণ করিয়া নম্র আত্মা ও ভগ্ন হৃদয় সহকারে আমাদের পাপ স্বীকার না করিয়া থাকি তবে আমরা কখনই পাপ ক্ষমার নিমিত অন্তরিক চেষ্টা করি নাই, এবং ঐ প্রকার চেষ্টা করিয়া না থাকিলে কখনও ঈশ্বরের শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের অতীত [39] পাপ রাশির ক্ষমা না পাইবার কারন এই যে, আমরা আমাদের হৃদয়

নত করিতে সত্য বাক্যের সর্ত্ত সমূহ পালন করিতে যত্নবান হই নাই এই বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে প্রকাশ্যে, অথবা গোপনে হউক্, পাপ-স্বীকার অন্তরিক হইবে এবং উহা মুক্ত ভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে। পাপীর নিকট হইতে উহা জোর করিয়া বাহির করিলে চলিবে না। উহা তাচ্ছিল্য ও অসতর্ক ভাবে ব্যক্ত করিলে, অথবা পাপের ভীষণতা সমন্ধে যাহাদের ধারনা জন্মে নাই তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া বাহির করিলে কোনই সুফল হইবে না। অন্তরাত্মা হইতে যে পাপস্বীকার বানী উৎসারিত হইয়া উঠে তাহাই অনন্ত করুনাময় পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় ।রাজর্সি দায়ুদ বলেন,” সদা প্রভু

ভগ্ন চিত্তদের নিকতবর্ত্তী, তিনি চূর্ণমনাদের পরিত্রাণ করেন”।

প্রকৃত পাপ-স্বীকার সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট পাপ লক্ষ করিয়া এবং কোন বিশেষ বিশেষ পাপের জন্য হইয়া থাকে ।সেই সমুদয় হয়ত এইরূপ পারে যে শুধু ঈশ্বরের সম্মুখেই সেই সকল পাপ উপস্থিত করা যাইতে পারে হইত বা তাহাদিগকে ঐ পাপের নিমিত ভুগিতে হইয়াছে উহা তাহাদেরই নিকটে স্বীকার করিতে হইবে; আবার হয়তো ঐ সকল এরূপ সাধারন রকমের পাপ যে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করাই কওব্য ।কিন্তু সকল প্রকার পাপ স্বীকার যেন সুস্পষ্ট এবং বিষয়নুরূপ হয় অর্থাৎ যে সমুদয় পাপের নিমিও

তুমি অপরাধি ঠিক তাহাই ঘোর প্যাঁচ না করিয়া স্পষ্টরূপে স্বীকার করিবে।

শমুয়েলের সময়ে ইস্রাইয়েলেরা ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া পরিয়াছিল তাঁহার পাপের ফলভোগ করিতেছিল; কারন তাঁহারা ঈশ্বরের নির্ভরতা ,জাতি শাসন করিবার নিমিত তাঁহার শক্তি জ্ঞান সম্পর্কীয় ধারণা ,এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন ও সমর্থন করিবার উপযোগী যোগ্যতা সন্বন্ধে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহারা সমগ্র বিশ্বের মহান অধিপতির বিরোধী হইল এবং তাহাদের [40] পাপের বিকটতা সন্মন্ধে ধারণা করিতে পারে না ; এবং পবিত্র আত্মার চেতনাদায়ক শক্তির নিকটে আত্ন-সমর্পন না করিলে সে তাঁহার পাপ

সম্মন্ধে অন্ধ থাকিবে । তাঁহার পাপ স্বীকার আকপট ও আন্তরিক নহে। সে তাহার প্রত্যেক অপরাধ স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কুপথ সম্মন্ধে একটা অজুহাত উপস্থিত করিয়া থাকে, এবং প্রকাশ করে যে, যে নিমিও সে তিরস্কৃত হইতেছে কোন বিশেষ বিশেষ কারন না থকিলে সে কখনও ঐরূপ কুকার্য্য লিপ্ত হইত না ।

আদম ও হবা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হইলেন ।কিরূপে তাঁহারা পাপের জন্য ওজর করিবেন এবং মৃত্যুর ভীষন দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, —ইহাই প্রথমে তাহাঁদের একমাত্র চিন্তা ছিল । সদাপ্রভু তাহাদের পাপ সমন্ধে প্রশ্ন করিলে পর, আদম অপরাধের ভার

কতক ? ঈশ্বরের কতক তাঁহার সঙ্গিনীর উপর অর্পণ করিয়া উত্তর দিলেন "তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ ,সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি ।" নারী আবার সর্পকে অপরাধী করিয়া বলিলেন , "সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি" (আদি ৩:১২,১৩)।কেন তুমি সর্প সৃষ্টি করিলে ?কেন তুমি উহাকে এদনে আসিতে দিলে ? নারী তাঁহার পাপের ওজর দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদের পতনে দায়িত্ব সমন্ধে ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করিয়া এই সমুদয় প্রশ্ন উথাপিত করিলেন ।মিথ্যার জনক হইতে এইরূপ দোষক্ষালন করিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছে এবং আদমের যাবতীয় পুত্র কন্যা তাহাই প্রদর্শন করিতেছে ।এই প্রকার পাপ-

শিকার কখনও ঐশ্বরিক আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে এবং উহা কখনও ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না। অকপট অনুতাপ মানুষকে তাঁহার আপন পাপভার নিজের উপরে বহন করিতে চালিত করিবে এবং সে উহা কোন প্রকার প্রতারনা বা কপটতা না করিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে। দুর্ভাগ্য করগ্রাহির মত, সে স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতে [41] সাহসী না হইয়া চীৎকার করিয়া বলিবে, " হে ঈশ্বর আমার প্রতি এই পাপীর প্রতি দয়া কর। যাহারা আপন আপন আপরাধ স্বীকার করে তাহারাই ধার্ম্মিক বলিয়া গনিত হইবে, কারন যীশু আপন রক্তে অনুতপ্ত আত্মার পক্ষ সমর্থন করিবেন

ঈশ্বরের বাক্য খাঁটি অনুতাপ ও দীনতার দৃষ্টান্ত এরূপ পাপ স্বীকারের আত্মা প্রকাশ করিয়াছে, যাহাতে পাপের নিমিত্ত কোন অজুহাত নাই, আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত কোন চেষ্টা নাই; আপনার অপরাধের ভার হ্রাস করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি উহা গাঢ়তম কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিলেন। তিনি বলিয়াছেন "প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া পবিত্রগনের মধ্যে অনেককে আমি কারাগারে বদ্ধ করিতাম , ও তাহাদের প্রান দন্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করিতাম আর সমস্ত সমাজ- গৃহে বারবার তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া বলপূর্বক ধর্ম্মনিন্দা করাইতে চেষ্টা করিতাম,এবং তাহাঁদের বিরুদ্ধে অতিমাত্র উন্মুক্ত হইয়া বিদেশীয় নগর

পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করিতাম (প্রেরিত ২৬:১০,১১)।তারপর তিনি এরূপ ঘোষণা করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না যে "খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন তাহদের মধ্যে আমি অগ্রগন্য"(১তীম ১:১৫)।

আকপট অনুতাপ দ্বারা বশীভূত,ভগ্ন ও দীন হৃদয় , ঈশ্বরের প্রেম ও কালভেরির মূল্য কিয়ৎ পরিমানে অনুভব করিতে পারিবে পুত্র যেরূপ স্নেহময় পিতার নিকটে আপন অপরাধ স্বীকার করে; সেই রূপ প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তিও ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁহার সমুদয় পাপ উপস্থিত করিবে। কারন শাস্ত্রে লিখিত আছে "যদি আমরা আপন আপন

পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সকল অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন” (১যোহন ১:৯)। [42]

পঞ্চম অধ্যায়

আত্ম-সমর্পণ |(CONSERATION)

ঈশ্বরের অঙ্গীকার এই যে ,” তোমরা আমার অন্বেষন করিয়া আমাকে পাইবে ; কারন তোমরা সর্ব্বান্ত:করনে আমার অন্বেষন করিবে “(যির ২৯:১৩)।

ঈশ্বরের নিকটে সমগ্র হৃদয় অর্পণ করিতে হইবে ; তাহা না হইলে তাঁহার সাদৃশ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য আমাদের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য তাঁহা কখনও সাধিত হইতে পারিবে না । স্বভাবত আমরা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি। [43] [44] “তোমরা আপন আপন

অপরাধে ও পাপেমৃত ছিলে”(ইফি ২:১); “সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও সমুদয় হৃদয় দুৰ্ব্বল হইয়াছে,” “কোন স্থানে স্বাস্থ্য নাই ” (যিশা ১:৫,৬);-পবত্র আত্মা এইরূপ বাক্যে আমাদের অবস্থা বর্ননা করিয়াছেন । আমারা শয়তানের ফাদে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াছি; তাহর ইচ্ছা সাধনার্থে তাহার দ্বারা বন্দী হইয়া রহিয়াছি (২তীম ২:২৬) ঈশ্বর আমাদিগকে সুস্থ ও মুক্ত করিতে চাহেন কিন্তু ইহার কারনে সম্পূর্ণরূপে পরিবৰ্ত্তন ও আমাদের সমগ্র প্রকৃতি নবীনীকৃত হওয়ার প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার নিকটে আমদের পূর্ণ ভাবে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে।

নিজের সহিত সংগ্রাম বা আত্ম সংগ্রাম করাই পৃথীবিতে সর্ব্বপেক্ষা কঠিন যুদ্ধ ।আত্ত সমর্পণ করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখে সমুদয় উৎসর্গ করিতে, বিশেষ সংগ্রামের প্রয়োজন; কিন্তু আত্মার শুচিতা নবীভুত করিবার পুর্ব্বে উহাকে ঈশ্বরের অধিন করিতে হইবে ।

ঈশ্বরের শাসন কখনও অন্ধ বশ্যতা ও যুক্তিহীন প্রভূতের উপরে স্থাপিত নহে যদিও শয়তান সকলকে ঐরূপ ভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে ।উহা জ্ঞান ও বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত সদাপ্রভু তাঁহার সৃষ্ট জীবগনকে আহ্বান ক্রিয়া বলিয়াছিলেন “আইস, আমারা উত্তর প্রত্যুত্তর করি ” (যিশা ১ :১০) ঈশ্বর

কখন তাঁহার সৃষ্ট জীবগনের ইচ্ছা শক্তির উপরে প্রভুত্ব করেন না। স্বেচ্ছায় ও বুদ্ধি সহকারে অর্পিত না হইলে তিনি কাহার বাস্যতা গ্রহন করেন না । বাধ্যতা মুলক আত্ম সমর্পণ কখন মনঃ ও চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইতে পারে না । উহা শুধু মানুষকে বিচার বুদ্ধি বিহীন কলের পুতুল করিয়া ফেলে। ঈশ্বরের কখন এরূপ উদ্দেশ্য নহে ।তাঁহর সৃষ্টি শক্তির শ্রেষ্ট নিদশন মানব জাতি যেন যত দূর সম্ভব বিকাশ লাভ করিতে পারে ইহাই তাহার অভিপ্রায়। তিনি আমাদের সম্মুখে আশীর্ব্বাদে উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা [45] যেন তাঁহার করুনা বলে সেই স্থানে উপনিত হইতে পারি। তাঁহার নিকটে আত্ম সমর্পণ

করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে আহবান করিতেছেন,যেন তিনি আমাদের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিতে পারেন। ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্রগনের অপূর্ব্ব স্বাধীনতার অংশী হইবার জন্য আমরা পাপের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইব কিনা , তাহা মনোনীত করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে ।

ঈশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ করিবের সময় আমরা আব্যশ্য যে যে বিষয় আমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে বিছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে সেই সমুদয় একেবারে ত্যাগ করিব । তাই ত্রাণকর্ত্তা বলিতেছেন , তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করে,সে আমার শীষ্য হইতে পারে

না (লূক ১৪:৩৩)।যাহা কিছু হৃদয়কে ঈশ্বর হইতে বিপথে চালিত করিবে, তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। অনেকেই অর্থ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। অর্থের নিমিত্ত প্রেম বা ধন লালসা , সোনার শিকলের ন্যায় তাহাদিগকে শয়তানের সহিত বাধিয়া রাখিয়াছে আর একদল লোক সুখ্যাতি ও পথিব সন্মানের নিমিত্ত লোলুপ। অন্য একদল আবার স্বার্থপূর্ণ আরামের জীবন ও সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহে।কিন্তু এই সমুদয় গোলাম তীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।আমরা কখন অর্ধেক সদাপ্রভুর অর্ধেক পৃথিবীর হইতে পারি না একেবারে প্রভুর না হইলে ঈশ্বরের সন্তান হওয়া যায় না। আবার এইরূপ কেহ কেহ আছে

যাহার মুখে ঈশ্বরের সেবাকারী বলিয়া ঘোষণা করে অথচ তাঁহার ব্যবস্থা মানিবার জন্য সচ্চরিত্র গঠন ও মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহারা নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করে ।তাহাদের হৃদয় কখন খ্রীষ্টের প্রেমে কোন গভীর অনুভুতি দ্বারা বিচলিত হয় না। কিন্তু শুধু স্বর্গ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট খ্রীষ্টিয় জীবনের কর্ত্তব্য সুমুহ পালন করিতে চাহে ।এরূপ ধর্ম্মের কোনই মূল্য নাই। খ্রীষ্ট যখন হৃদয়ে বাস [46] করেন, তখন আত্মা তাঁহার প্রেমে,তাহার সহভাগিতার আনন্দে এরূপ ভরপুর হইয়া যাইবে যে, উহা তাঁহার সহিত একেবারে সংলগ্ন বা জড়িত হইবে এবং তাঁহার চিন্তায় বিভোর হইয়া আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে। খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম, কার্যের

নিমিও উৎসাহ প্রদান করিবে। যাহারা ঈশ্বরের প্রেমের আকর্ষণ বিশেষ ভাবে বোধ করে , তাহারা কখন এরূপ প্রশ্ন করে না যে, কমপক্ষে কতটুকু দান করিলে ঈশ্বরের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ;তাহারা কখনও নিম্নতম আদর্শের বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাদের ত্রানকর্ত্তার ইচ্ছা সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি সাধনের প্রতি লক্ষ্য করে আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত তাহারা সমস্তই উৎসর্গ করে এবং তাহাদের সন্ধানের বস্তুর অনুরূপ আগ্রহ দেখাইয়া থাকে। এই প্রকার গভীর প্রেম ব্যতীত খ্রীষ্টীয় সেবক হওয়া শুধু নীরস ধর্ম্ম নিষ্ঠা এবং দুর্ব্বহ দাস্যবৃত্তি মাত্র।

খ্রীষ্টের উদ্দেশে সমুদয় সমর্পণ করিলে কি মহান্ ত্যাগ দেখান হইবে বলিয়া মনে কর ? তুমি একবর নিজকে একবার এই প্রশ্ন করিয়া দেখ,"খ্রীষ্ট আমার জন্য কি দিয়াছেন ? " আমাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বর—পুত্র-জীবন, প্রেম ও বেদনা —সমুদয় দান করিয়াছেন। এত মহান্ প্রেমের আযোগ্য পাত্র হইয়া ,আমাদের কি তাঁহার নিকট হইতে আমাদের হৃদয় দূরে সরাইয়া রাখা কর্ত্তব্য ? জীবনের প্রতি মহুরতে আমরা তাঁহার অনুগ্রহের আশীর্ব্বাদ সমুহ ভোগ করিতেছে এবং এই কারনেই দুঃখ ও অজ্ঞানতার যে গভীর কূপ হইতে তাহার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি এই ক্ষনে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারনা করাও সম্ভব নহে আমাদের পাপরাশি যাহাকে বিদ্ধ

করিয়াছে তাঁহর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া কখন কি আমরা তাহার প্রেম ও আত্নত্যাগ উপেক্ষা করিতে পারি ?

[47]

মহিমা-কুমারের অসীম অপমানের বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমরা কি কখন সংগ্রাম ও গৌরবহানির মধ্য দিয়া জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারি ? অনেকে অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া থাকে যে, “ঈশ্বর আমাকে গ্রহন করিয়াছেন এই আশ্বাস পাইবার পূর্ব্বে কেন আমি অনুতাপ ও দীনতা স্বীকার করিব ? যাহারা এইরূপ প্রশ্ন করে তাহাদিগকে আমি খ্রীষ্টের দিকে তাকাইতে বলি। তিনি নিস্পাপ, এমন কি তাহা

অপেক্ষা বেশী , তিনি স্বর্গের কুমার ছিলেন; কিন্তু তিনি মানুষের নিমিত্ত সমগ্র মানবজাতির পাপভার বহন করিলেন ।” তিনি অধর্মীদের সহিত গনিত হইলেন ; আর তিনিই অনেকের পাপ- ভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্ম্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন” (যিশা ৫৩:১২) ।

কিন্তু সকল দান করিবার সময়ে আমরা কি ত্যাগ করিয়া থাকি ? যীশু আপন রক্ত দ্বারা শুচিকৃত এবং তাঁহার অতুল প্রেম দারা পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য একটি পাপ- কলুষিত হৃদয় । তথাপি মানুষ সমুদয় ত্যাগ করা, কত কঠিন বলিয়া মনে করে !

এই বিষয় সুনিতে ও লিখিতে আমার লজ্জা বোধ হইয়া থাকে ।

যাহা রাখিয়া দিলে আমাদের মঙ্গল হইবে ,এরূপ কোন বস্তু যে আমারা ত্যাগ করি ,ঈশ্বর কখনও তাহা চাহেন না । তাঁহারা সকল কার্য্যেই তিনি তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ রাখিয়াছেন আমার ইচ্ছা, যাহারা খ্রীষ্টকে মনোনীত করে নাই, তাঁহারা সকলে যেন এই কথাটা বুঝিতে পারে যে ,তাঁহারা আপনাদের জন্য যাহা খুঁজিতেছে , তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর যাহা দান করিতে চাহেন তাহা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিন্তা ও কার্য্য করে, তখন সে আপন আত্মার প্রতি বিষম অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া থাকে। যিনি

সর্ব্বোওম বিষয় জানেন , যিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের মঙ্গল বিধান করেন, তাঁহার নিষিদ্ধ পথে চলিয়া কখনও প্রকৃত আনন্দলাভ করা যায় না । আদেশ- লঙঘনের পথে চলিলে দুঃখ ও বিনাশ পাইতে হইবে।

ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণের দুঃখ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, এরূপ চিন্তা পোষণ করা বিষম ভুল । মানুষের সুখের নিমিত্ত সমুদয় স্বর্গ [48] অনুরাগী। আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কোন সৃষ্ট জীবের নিকটেই আনন্দের দ্বার রুদ্ধ নহে। যাহা দ্বারা বেদনা ও নৈরাশ্য আসিয়া থাকে, যাহা আমাদের সুখ ও স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলে, স্বর্গীয় বিধান আমাদিগকে সেই সকল প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে বলিতেছে জগতের

ত্রাণকর্ত্তা মানুষের সমুদয় ত্রুটি অভাব ও দুর্ব্বলতা সহিত ঠিক যে রূপ সে রহিয়াছে ,সেইরূপ অবস্থায় তাহাকে গ্রহন করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি শুধুই যে পাপ হইতে শুচি এবং আপন রক্ত দ্বারা মুক্তি দান করিবেন তাহাই নহে ,কিন্তু যাহারা তাঁহার যোঁয়ালি স্কন্ধে লইতে ও ভার বহন করিতে অভিলাষী ,তাহাদের প্রানের বাসনা পূর্ণ করিবেন ।যাহারা তাঁহার নিকটে জীবন —খাদ্যর জন্য আসিবে ।তাহাদিগকে শান্তি ও বিশ্রাম দান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য অবাধ্য বাক্তিগন কখনও যে স্থান পাইতে পারে না, পরম শান্তির সেই উচ্চতম শিখর লাভ করিতে আমাদিগকে চালিত করিবার জন্য যে সমুদয় কর্ত্তব্য সম্প্রাদন করা প্রয়োজন ঈশ্বর

আমাদের দ্বারা সুসম্পন্ন দেখিতে চান । আমাদের অন্তরে গৌরবের আশা খ্রীষ্ট গড়িয়া উঠিলেই,আমরা জীবনের ও আত্মার প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে পারি ।

অনেকে আবার প্রশ্ন করিতেছে —" কিরূপে আমি ঈশ্বরের নিকটে আত্ম সমর্পন করিব ?" তুমি তাঁহার নিকটে আত্ম সমর্পণ করিতে চাও ,কিন্তু তোমার নৈতিক শক্তি দুর্ব্বল তুমি দ্বিধায় ও সন্দেহে বন্দী এবং তোমার পাপপূর্ণ জীবনের কু অভ্যাস গুলি দ্বারা চালিত। তোমার প্রতিজ্ঞারাশি ও সঙ্কল্পমুহ বালুকা নিম্মিত রজ্জুর ন্যায় শক্তিহীন ।তুমি তোমার চিন্তারাশি ,মানসিক ভাব ও আবেগ সমূহ দমন করিতে পার না ।

যে সকল প্রতিজ্ঞা লঙঘন করিয়াছ, যে সকল প্রতিজ্ঞায় বঞ্চিত হইয়াছ ,সেই সমুদয় জ্ঞান তোমার আপন সরলতায় বিশ্বাস দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং ঈশ্বর তোমাকে গ্রহন করিতে পারেন না ,এইরূপ বোধ জন্মাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তোমার হতাশ হইবার কারন নাই ।এই নে তোমার [49] প্রকৃত ইচ্ছা শক্তি কি তাহাই বুঝিতে পারা অবশ্যক। নির্দ্ধারন বা মনোনয়নের শক্তিই , মানুষের প্রকৃতি চালিত করে । ইচ্ছা শক্তির যথার্থ কার্য্যের উপর সমুদয় ব্যাপার নির্ভর করে। ঈশ্বর মানুসদিগকে মনোনয়ন করিবার বা বাছিয়া লইবার শক্তি দিয়াছেন ; তাহারা উহা ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারে । তুমি তোমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পার না, তুমি

নিজের চেষ্টায় তোমার মনোভাবসমূহ ঈশ্বরকে দান করিতে পার না কিন্তু তুমি তাঁহার সেবা করিবে —এইরূপ ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পার। তোমার ইচ্ছা শক্তি তাহাকে দান করিতে পার, তাহা হইলে তিনি তাঁহার আপন পছন্দ মত তোমাতে ইচ্ছা ও কার্য্য করিবার প্রেরনা দান করিবেন। এই প্রকারে তোমার সম্পূর্ণ প্রকৃতি খ্রীষ্টের আত্মার কর্ত্তৃত্বাধীন আনীত হইবে ,তোমার মনোভাব সমূহ তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে, তোমার চিন্তারাশি তাঁহার সহিত সুসঙ্গত থাকিবে।

সীমা ছাড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ,সাধুতা ও শুচিতার বাসনা উত্তম বটে ;কিন্তু যদি তোমার বাসনা কার্য্যকরী না হয় তবে উহাতে কোনই লাভ নাই।

অনেকে খ্রীষ্টীয়ান হইবার শুধু আশা ও কামনা থাকিয়াই শেষে বিনাস প্রাপ্ত হইবে তাহারা ঈশ্বরে আত্ন-সমর্পণ করিবার সময় পর্য্যন্ত আর পৌছিতে পারে না তাহারা এখনই খ্রীষ্টীয়ান হইবার বাসনা মনোনীত করিতে পারে না।

ইচ্ছাশক্তির যথার্থ চালনা দ্বারা তোমার জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে খ্রীষ্টের নিকটে নিজ ইচ্ছা সমর্পণ করিয়া তুমি এরূপ এক মহাশক্তির সহিত সংযুক্ত হইলে, যাহা পৃথিবীর সমূদয় রাজশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।তোমাকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া রাখিবার জন্য, তুমি উদ্ধ হইতে শক্তি লাভ করিবে এবং এইরূপে ঈশ্বরের নিকট প্রতিনিয়ত আত্মসমর্পণের

ফলে। নূতন জীবন, এমন কি বিশ্বাসের জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে [50]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বাস ও পরিগ্রহন |(FAITH AND ACCEPTANCE)

পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমার বিবেক সঞ্জীবিত হইলে পর, তুমি পাপের কলুষতার এবং উহার শক্তির ও পাপজনিত অপরাধের ও বিষম দুঃখের কিঞ্চিং আভাস পাইয়াছ; তাই তুমি উহাকে অতি ঘৃনার ভাবে দেখিতেছ। পাপ তোমাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং তুমি পাপের প্রভূতে বন্দী হইয়া পড়িয়াছ - ইহা তুমি বেশ অনুভব করিতে পারিতেছ। যতই তুমি মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছ, ততই তুমি তোমার নিঃসহায় অবস্থা বুঝিতে

পারিতেছ। তোমার মানসিক ভাব সমূহ অপবিত্র তোমার হৃদয় অশুচি। তোমার জীবন পাপ ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ। তাই তুমি ক্ষমালাভ করিবার জন্য ,শুচিকৃত ও মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। কেমন করিয়া ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হওয়া ও কেমন করিয়া তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করা যায়- এইরূপ চিন্তা তোমাকে পীড়ন করিতেছে।

তোমার শান্তিলাভের প্রয়োজন; তোমার আত্মার স্বর্গের ক্ষমা, প্রেমও শান্তি আনিতে হইবে। পৃথিবীর অর্থ তাহা ক্রয় করিতে পারে না, বুদ্ধি তাহা আহরন করিতে পারে না, জ্ঞান তাহা লাভ করিতে পারে না। তুমি শুধু

নিজের চেষ্টায় তাহা লাভ করিবার আশাও করিতে পার না। কিন্তু ঈশ্বর "বিনারৌপ্যে ও বিনা মূল্যে" (যিশা ৫৫ ১), তোমাকে এই উপহার দান করিতেছেন। যদি তুমি একবার হাত বাড়াইয়া উহা গ্রহন কর, তবে উহা তোমারই। সদা প্রভু বলেন " তোমার পাপসকল সিন্দুর বর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে ; লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেঘলোমের ন্যায় হইবে (যিশা ১:১৮), "আর আমি তোমাদিগকে নূতন [51] হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব"(যিহি ৩৬ ২৬)

তুমি তোমার পাপরাশি স্বীকার করিয়াছ এবং মনে মনে উহাদিগকে দূর করিয়া ফেলিয়াছ।তুমি ঈশ্বরের

নিকটে আত্ম-সমর্পনের সঙ্কল্প করিয়াছ।এইক্ষনে তাঁহার নিকটে যাইয়া তোমার পাপরাশি ধৌত করিয়া তোমাকে নূতন হৃদয় দান করি-বার জন্য প্রার্থনা কর ।তারপর বিশ্বাস কর যে, তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়াই এইরূপ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে বাস করিবার কালে যীশু এই শিক্ষাটি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন যে ঈশ্বর আমাদিগকে যে দানের বিষয় অঙ্গীকার করেন তাহা আমরা অবশ্যই পাইব বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং এইরূপ বিশ্বাস করিলেই আমরা পাইতে পারিব । যে সকল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যীশুর শক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছিল যীশু তাহাদেরই ব্যাধি দূর করিয়াছেলেন;যে সকল বিষয় তাঁহারা বুঝিতে পারিত, সে সকল বিষয়ে

তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া, তিনি তাহাঁদের অদৃশ্য বিষয়েও তাঁহার সাহায্য করিবার শক্তিতে বিশ্বাস জম্মাইয়া দিতেন এবং এই ভাবে তাঁহারা তাঁহার পাপ ক্ষমা করিবার শক্তিতে বিশ্বাস করিতে চালিত হইত। পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করিবার সময়ে এই কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মানুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য-তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে বলিলেন,-উঠ তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও" (মথি ৯:৬) ।এইরূপে খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্য প্রসঙ্গে প্রেরিত যোহনও বলিয়াছেনঃ "এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট

ঈশ্বরের পুত্র ,আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও”(যোহনও ২০:৩১)।

পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবার বাইবেলোক্ত সরল বিবরন হইতে আমরা পাপ ক্ষমার নিমিও যীশু তে কিরূপে বিশ্বাস করিতে [52] হয়, তাহাই শিক্ষা পাই। আমরা বৈথেস্ দার পক্ষাঘাতি রোগীর বিবরন পাঠ করিয়া দেখিতেছি-দুর্ভাগ্য ব্যক্তি একেবারে নিরূপায় ছিল; আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া সে তাঁহার অঙ্গ প্রতঙ্গ চালাইতে পারে নাই; তথাপি যীশু তাহাকে আদেশ দিলেন,“উঠ তোমার খাট তুলিয়া লইয়া চরিয়া বেড়াও। ” রোগী হয়তো বলিতে পারিত , “প্রভু , আপনি যদি আমাকে সুস্থ করিয়া দেন, তবে আমি আপনার

আদেশ পালন করিব।” কিন্তু সেরূপ না বলিয়া সে খ্রীষ্টের বাক্যে বিশ্বাস করিল এবং সে যেন সুস্থ হইতে পারিয়াছে এরূপ তাঁহার বিশ্বাস হইল ও তৎক্ষণাৎ সে উঠিবার চেষ্টা করিল। সে চালিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা করিল এবং চলিয়া বেড়াইল ।সে খ্রীষ্টের বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিল এবং ঈশ্বর তাহাকে শক্তি দেলেন তাই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

এইরূপে তুমিও একজন পাপী । তুমি তোমার অতিত পাপের নিমিও প্রায়শ্চিও করিতে পার না, তুমি হৃদয় পরিবর্ত্তন এবং নিজকে শুচি করিতে পার না। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের দ্বারা তোমার জন্য এই সকল করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন ।তুমি সেই

অঙ্গীকারে বিশ্বাস কর। তুমি তোমার আপন পাপ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমরর্পন কর। তুমি তাহাকে সেবা করিবার ইচ্ছা কর। তুমি এইরূপ করিলে পরই, ঈশ্বর তোমার প্রতি তাঁহার বাক্য আবশ্য সফল করিবেন ।যদি তুমি অঙ্গীকারে বিশ্বাস কর তবে ইহাও করিও যে,তুমি ক্ষমা লাভ করিয়াছ ও শুচি হইয়াছ,-ঈশ্বর বাকি অংশ পূরন করিবেন। পক্ষাঘাতী যখন সুস্থ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিল,তখন যেরূপ খ্রীষ্ট তাহাকে চলিবার শক্তি দিয়াছিলেন সেইরূপ তুমিও সুস্থ বলিয়া মনে কর ।তুমি দৃঢ় বিশ্বাস করিলে বাস্তবিক এইরূপ হইবে

তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ কিনা, তাহা পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য অপেক্ষা

না করিয়া বলিতে থাকঃ ” আমি বিশ্বাস করি;আমি [53] তাহা অনুভব করিতেছি বলিয়া নহে, কিন্তু ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়া-ছেন, তাই বিশ্বাস করি।”

যীশু বলিয়াছেন “যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাঁহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে”(মার্ক ১১ ২৪)। এই অঙ্গীকারের একটি সর্ত্ত রহিয়াছে—তাহা এই যে , আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী প্রাথনা করি। আমাদিগকে পাপ হইতে শুচি করা, তাঁহার উপযুক্ত সন্তানরূপে গড়িয়া তোলা এবং পবিত্র জীবন যাপনে সমর্থ করিয়া দেওয়া, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ।সুতরাং আমারা এই সকল

আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতে,উহা পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিতে এবং উহা পাওয়ার নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারি ।আমারা শুচি হইবার নিমিত্ত যীশুর নিকটে গমন করিবার এবং লজ্জা ও অনুতাপ ছাড়িয়া তাঁহার ব্যবস্থার সম্মুখে দাঁড়াইবার মহা সুযোগ লাভ করিয়াছি। “কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা ,তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে” (রোমীয় ৮:১)।

এখন অবধি তুমি আর তোমার নিজের নহ ; তোমাকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে ।“তোমার ক্ষয়নীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ন দ্বারা মুক্ত হও নাই ,কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক

মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ

“(১ পিতর ১:১৮,১৯)।ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সহজ এই কার্য্যটি দ্বারা পবিত্র আত্মা তোমার হৃদয়ে একনূতন জীবন সৃষ্টি করিয়াছে।তুমি ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ্ এবং তিনি তোমাকে তাঁহর আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন।

এইক্ষনে যীশুতে তোমার আত্ম-সমর্পণ সম্পুর্ন হইয়াছে, আর উহা কারিয়া নিওনা,আপনাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না ,কিন্তু দিনের পর দিন বলিতে থাক, “আমি খ্রীষ্টেরই ; আমি তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি ;” এবং তাঁহার আত্মা তোমাকে দান করিবার জন্য ও তাঁহার করুনা দ্বারা

তোমাকে রক্ষা করিবার [54] জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস করিয়া তুমি তাঁহার সন্তান হইয়াছ, এখন তাঁহাতেই জীবন ধারন কর। প্রেরিত পৌল বলিয়াছেন, "অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে যেমন গ্রহন করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল" (কল ২:৬)।

কেহ কেহ এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ দাবী করিবার পূর্ব্বে তাহাদের কিছুকাল পরীক্ষাধীন ভাবে থাকিয়া সদাপ্রভুর নিকটে প্রমান করিতে হইবে যে তাঁহারা সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু যে কোন সময়েই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ দাবী করিতে পারে। তাহাদের দুর্ব্বলতার সাহায্য করিবার জন্য

তাহাঁদের খ্রীষ্টের আত্মার ও তাহার করুনার প্রয়োজন; ইহা না হইলে তাঁহারা মন্দের প্রতিরোধ করিতে পারে না ।পাপপুণ্য, নিঃসহায় আশ্রিত হইবার আকাঙ্খা সহ- আমরা যেরূপ ভাবে আছি, ঠিক সেইরূপেই যেন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই, ইহাই যীশু আমাদের কাছে চাহেন। আমরা আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতা, মূর্খতা ও পাপাশয়তা লইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার পায়ের কাছে পতিত হইব । তাঁহার প্রেমের বাহু দ্বারা আমাদিগকে বেষ্টিত রাখা, আমাদের ক্ষতগুলি বাধিয়া দেওয়া এবং সমুদয় অপবিত্রতা হইতে আমাদিগকে শুচি করা- এই সকল কার্য্যেই তাহার মহিমা নিহিত রহিয়াছে।

যীশু সকলকেই ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা করিয়া থাকেন , হাজার হাজার লোক রহিয়াছে যাহারা সহজে এই কথাটা বিশ্বাস করিতে পারে না। তাঁহারা ঈশ্বরের বাক্যানুযায়ি ঈশ্বরকে গ্রহন করিতে পারে না ।যাহারা সকল সর্ত্ত পুরন করে তাঁহারা স্বয়ং এই বিষয়ে জানিবার অধিকারি যে ,প্রত্যেক পাপের নিমিও খ্রীষ্ট মুক্তভাবে ক্ষমা প্রদান করিয়া থাকেন । ঈশ্বরের অঙ্গীকার সমূহ তোমার জন্য নহে- মন হইতে এরূপ সন্দেহ দূর করিয়া দেও। উহারা প্রত্যেক অনুতপ্ত অপরাধীর নিমিত্ত । পরিচর্যাকারী দূতগণ প্রত্যেক বিশ্বাসী আত্মার নিমিও খ্রীষ্টের দ্বারা শক্তি ও অনুগ্রহ [55] আনয়ন করিয়া থাকেন । যাহাদের জন্য যীশু মরিলেন,তাহাদের

মধ্যে এমন পাপী থাকিতে পারেন না যাহারা যীশুতে শক্তি,শুচিতা ও ধার্ম্মিকতা দেখিতে পায় না ।তাহাদের পাপ কলুষিত বস্ত্রগুলি খুলিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে ধার্ম্মিকতার শুক্ল বসন পরাইয়া দিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন; তিনি তাহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে বলিতেছেন ,মরিতে নহে।

সাধারন মানুষ যেমন মানুষের সহিত ব্যবহার করে, ঈশ্বর আমাদের সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন না। তাঁহার চিন্তা-রাশি প্রেম,দয়া,ও অতি কমল করুনা পরিপূর্ণ ।তিনি বলিয়া-ছেন “দুষ্ট আপন পথ ,আধার্ম্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা

করিবেন ;আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।” “আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্ঝটিকার ন্যায়,তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি” (যিশা ৫৫:৭; ৪৪:২)।

“কারন যে মরে ,তাঁহার মরনে আমার কিছু সন্তোষ নাই, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; আতএব তোমারা মনঃ ফিরাইয়া বাঁচ ” (যিহি১৮:৩২)। শয়তান সর্ব্বদা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপূর্ণ আশ্বাসসমুহ অপহরণ করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে । সে মানবের আত্না হইতে আশার প্রত্যেক ক্ষীন আলোক এবং জ্ঞানের কিরন রেখা হরন করিতে চাহে ;কিন্তু

তুমি তাহাকে কখনও উহা করিতে দিবে না। পরীক্ষাকারীর কথায় কান না দিয়া তুমি বলিতে থাক; “আমি যেন বাঁচিয়া থাকিতে পারি ,এই জন্য যীশু মরিয়াছেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন, তাই আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই, হই, এরূপ তাঁহার ইচ্ছা নহে। করুনায় পরিপূর্ণ আমার একজন স্বর্গস্থ পিতা আছেন ; আর যদিও আমি তাঁহার প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করি নাই ,তাঁহার প্রদত্ত আশীর্ব্বাদসমূহের অপব্যয় করিয়াছি ,তথাপি আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব এবং তাহাকে বলিব ‘পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, [56] আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই ,তোমার একজন মজুরের মত

আমাকে রাখ ।’ তারপর ভবঘুরে ব্যক্তি কিরূপ সমাদরে গৃহীত হইবে, দৃষ্টান্তে তাহা বলা হইয়াছে; ‘সে দূরে থাকিতেই তাঁহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন ও করুনাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন’ ” (লুক ১৫ :১৮-২০)।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি করুন ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও, ইহা স্বর্গস্থ পিতার অসীম করুনা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করে নাই। সদাপ্রভু, তাঁহার ভাববাদীর মুখে ঘোষণা করিতেছেন “আমি ত চিরপ্রেমে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি ,এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া করিলাম” (যির ৩১:৩)। যখন পাপী ব্যক্তি পিতার গৃহ

হইতে দূরে গিয়া তাঁহার পিতার অর্থ উড়াইতেছিল ,গৃহ হইতে দূরে থাকিলেও পিতার হৃদয় তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল; এবং ঈশ্বরের নিকটে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত অন্তরে জাগ্রৎ প্রত্যেক বাসনা- বিপথগামী পুত্রকে পিতার স্নেহ পূর্ণ বক্ষে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত পবিত্র আত্মার করুন মিনতি, অনুরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে ।(অর্থাৎ ,পবিত্র আত্মার করুন মিনতি ও অনুরোধের ফলেই বিপথগামী পুত্রের মনঃপরিবর্ত্তন হইয়াছিল -অনুবাদক)

তোমার সম্মুখে বাইবেলের অমূল্য অঙ্গীকারসমূহ প্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও, তুমি কেন হৃদয়ে সন্দেহকে স্থান দিবে ? দুভার্গ্য পাপী ব্যক্তি যখন

তাঁহার পাপরাশি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সুপথে ফিরিবার জন্য আকুল বাসনা করে, তখন সদাপ্রভু কি সেই অনুতপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার পাপের কাছে আসিতে কখনও কঠোর ভাবে বাঁধা দিতে পারেন ?এরূপ চিন্তা দূর করিয়া দেও ! আমাদের স্বর্গস্থ পিতার সমন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা অপেক্ষা আর কোন চিন্তা তোমার আত্নাকে অধিক পীড়া দিতে পারে না। তিনি পাপকে ঘৃনা করেন, কিন্তু পাপীকে ভালবাসেন এবং তিনি খ্রীষ্টের দ্বারা আপনাকে এই জন্য দান করিলেন যেন যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারাই [57] মুক্তি লাভ করিতে ও গৌরবময় রাজ্যের অনন্ত আশীর্ব্বাদ ভোগ করিতে পারে। আমাদের প্রতি তাহার প্রেম বাক্ত করিবার জন্য তিনি যেরূপ

ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন ,তাহা অপেক্ষা দৃঢ়তর ও অধিকতর কোমল বাক্য আর কি হইতে পারে ?তিনি বলিয়াছেন ,” স্ত্রীলোক কি আপন স্তনপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে ? আপন গর্ব্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না? বরং তাঁহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না” (যিশা ৪৯:১৫)

যাহারা সন্দেহ করিতেছে, ও কম্পিত হইতেছে ,তাঁহারা একবার দৃষ্টিপাত কর; কারন যীশু আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিবার জন্য রহিয়াছেন। নিজ প্রিয় পুত্রকে দান করিয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও এবং এই প্রার্থনা কর যেন তাঁহার মৃত্যু তোমার পক্ষে বিফল না হয়।

আত্মা তোমাকে আজি আহবান করিতেছেন। সমস্ত হৃদয় লইয়া যিশুর নিকটে আইস তাহা হইলে তুমি তাঁহার আশীর্বাদ দাবি করিতে পারিবে।

অঙ্গীকার সমূহ পাঠ করিবার সময় মনে রাখিও যে উহারা অব্যক্ত প্রেম ও করুনার বানী। অনন্ত প্রেমের মহান হৃদয়, অসীম করুণায় পাপীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে। "আমারা তাহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি "(ইফি ১:৭)। ঈশ্বর আমাদের সহায় এই কথাটি বিশ্বাস কর। তিনি মানুষে তাহার নৈতিক প্রতি মূর্ত্তি ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। পাপস্বীকার ও অনুতাপ করিয়া তুমি তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইতে থাকিলে তিনি করুনা ও ক্ষমা

সহকারে তোমার নিকট আসিতে থাকিবেন। [58]

সপ্তম অধ্যায়

শিষ্যত্বের লক্ষন |(THE TEST OF DISCIPLESHIP)

"ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে ,দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে "(২ করি ৫:১৭)।

কোন ব্যক্তি হয়ত তাহার মন পরিবর্ত্তনের ঠিক সময় ,বা স্থান, অথবা পরিবর্ত্তনের সমুদয় ঘটনা একটীর পর একটী বলিতে পারিবে না ; কিন্তু ইহা দ্বারা , তাহার যে মনের পরিবর্ত্তন হয় নাই, এরূপ কথা বলা যায় না ।খ্রীষ্ট নীকদীমকে বলিয়াছিলেন, "বায়ু যে দিকে ইচ্ছা

করে, সে দিকে বহে ,এবং তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না ; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ ” (যোহন ৩:৮)। বাতাস অদৃশ্য বটে, তথাপি উহার ক্রিয়াদি বেশ দৃষ্ট হয় ও অনুভব করা যায়; সেইরূপ মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মার কার্য্য ও বুঝিবার ও অনুভব করিবার বিষয় । সেই নব জীবনদায়ক শক্তি, মানব চক্ষু যাহা দেখিতে পারে না, তাহাই আত্মার নূতন জীবন দান করে; উহা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে এক নতুন জীবের সৃষ্টি করে। আত্মার কার্য্য নীরবে ও অজ্ঞাতসারে হইলেও উহার কার্য্যফল সমূহ স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করা যায় । ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা হৃদয়

পুনরুজ্জীবিত হইলে, জীবন তাঁহার সাক্ষ্য বহন করিবে ।আমরা নিজের চেষ্টায় আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সাধন ,অথবা ঈশ্বরের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিতে পারি না;আমরা নিজেদের অথবা আমাদের সৎ কার্য্যের উপরে কখনও নির্ভর করিব না বটে, তথাপি ঈশ্বরের করুনা আমাদের জীবনে বাস করিতেছে কিনা তাহা আমাদের জীবনই প্রকাশ করিবে । আমাদের চরিত্র, অভ্যাস [59] ও কার্য্যসমূহে পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে । ঐ সমস্ত পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এখন কিরূপ হইয়াছে, এই দুই বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা, উভয়ের পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে । সাময়িক সৎ বা অসৎ কার্য্যে দ্বারা নহে, কিন্তু প্রতিক্ষণের অভ্যাসগত বাক্য ও

কার্য্যের প্রতি আগ্রহ দ্বারাই চরিত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে খীষ্টের পুনরুজ্জীবনি শক্তি ব্যতিত অনেক সময়ে বাহ্যিক ব্যবহার বিশুদ্ধ হইতে পারে। প্রভুত্বের ও অপরের শ্রদ্ধালাভের বাসনায় জীবন হয়তো বেশ নিয়মিত হইতে পারে । আত্ম সন্মান হয়তো আমাদিগকে বাহিরের মন্দ আচরণ ত্যাগ করিবার পথে চালিত করিতে পারে ।অনেক সময়ে স্বার্থপর হৃদয়ও উদারতার বা পরার্থপতার কার্য্য করিতে পারে। তবে আমরা কি উপায়ে খুঁজিয়া বাহির করিব যে আমরা কোন্ পক্ষে রহিয়াছি?

এই হৃদয় কাঁহার অধীনে আছে ? আমাদের চিন্তারাশি কাঁহার সহিত জড়িত ? আমারা কাঁহার বিষয়ে আলোচনা ও আলাপাদি করিতে ভালবাসি ? কে আমাদের প্রানের গভীরতম প্রেম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্যমসমূহ দাবি করিতে পারেন ? যদি আমরা খ্রীষ্টের হই, তবে আমাদের চিন্তারাশি তাহারই সহিত জড়িত এবং আমাদের মধুরতম চিন্তারাশি তাহারই । আমাদের যাহা কিছু তাহা সমুদয় তাহাতেই নিবেদিত । আমারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বহন , তাহার আত্না গ্রহন , তাঁহার ইচ্ছা সাধন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহর তুষ্টি বিধান করিতে চাহি ।

যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে নতুন জীবন লাভ করিয়া নূতন মানুষ হইবে তাহারা

,” প্রেম, আনন্দ , শান্তি , দীর্ঘসহিষ্ণুতা , মাধুর্য্য , মঙ্গল-ভাব , বিশ্বস্ততা , মৃদুতা , ইন্দ্রিয়দমন ” এই সমুদয় আত্মার ফল উৎপন্ন করিতে পারিবে (গোলা ৫:২২,২৩ । তাহারা আর পুর্ব্বের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিজ নিজ জীবন গড়িয়া তুলিবে না ,কিন্তু ঈশ্বর পুত্রে বিশ্বাসের বলে তাহারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁহার চরিত্র প্রতি-বিম্বিত করিবে এবং তিনি যেরূপ পবিত্র , আপনাদিগকেও সেইরূপ পবিত্র করিয়া তুলিবে । এক সময় তাঁহারা যাহা যাহা [60] ঘৃনা করিত এইক্ষনে তাহাই ভালবাসে এবং যাহা যাহা ভালবাসিত এইক্ষণে তাহাই ঘৃনা করে । দম্ভপূর্ণ ও অহঙ্কারী ব্যক্তিরা বিনীত ও মৃদুশীল হইয়া যায় । আড়ম্বরপূর্ণ ও উদ্ধত ব্যক্তি গম্ভীর ও

বিনয়ী হইয়া পড়ে। মদ্যপায়ী সংযমী এবং ইন্দ্রিয়সেবী পবিত্র হইয়া থাকে । পৃথিবীর অসার আচার ব্যবহার ও আদবকায়দা, তাহারা দূরে নিক্ষেপ করে। প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানেরা "বাহ্যভূষন" চাহে না , কিন্ত হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য, মৃদু ও প্রশান্ত আত্মার অক্ষয় শোভায়, তাহাদের ভূষণ" করিয়া থাকে ১ পিতর ৩:৩,৪।

স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে ,অকৃত্রিম অনুতাপের কোনই চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না । যদি পাপী বন্ধক (বা মানত) ফিরাইয়া দেয়, অপহৃত দ্রব্য পরিশোধ ও পাপসমুহ স্বীকার করে এবং ঈশ্বর ও অন্যান্য মানবগনকে প্রেম করে , তবে সে যে

মৃত্যু হইতে জীবনে পৌছিয়াছে এ বিষয়ে কোনই সন্ধেহ নাই ।

ভ্রান্ত ও পাপপূর্ন, আমরা এই মানবকুল যখন খ্রীষ্টের নিকটে পৌছিয়া তাঁহার ক্ষমাশীল করুণার অংশী হই , তখন আমাদের হৃদয়ে প্রেম জাগিয়া উঠে । প্রত্যেক বোঝা তখন লঘু হইয়া যায়; কারন খ্রীষ্ট যে যোঁয়ালি অর্পন করেন ,তাহা সহজ । কর্ত্তব্য তখন আনন্দময় এবং স্বার্থত্যাগ শান্তিময় বলিয়া বোধ হয় । পুর্ব্বে যে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইত, এইক্ষনে তাহা ধার্ম্মিকতা-সূর্য্যের কিরন রেখায় সমুজ্জল হইয়াছে ।

খ্রীষ্ট-চরিত্রের মাধুরতা তাঁহার শিষ্যগণে দৃষ্ট হইবে। তিনি ঈশ্বরের

ইচ্ছা সাধন করিয়া আনন্দ পাইতেন। আমাদের ত্রানকর্ত্তার জীবনে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও তাঁহার গৌরবের নিমিত্ত আগ্রহ, নিয়ামক শক্তিস্বরূপ ছিল। প্রেম তাহাঁর সমুদয় কার্য্য সুন্দর ও মহৎ করিয়া তুলিত। প্রেম ঈশ্বরের সম্পদ। যে হৃদয় নিবেদিত হয় নাই, তাঁহাতে কখনও উহা উৎপন্ন হইতে পারে না। যে হৃদয়ে যীশু রাজত্ব করেন, একমাত্র সেই হৃদয়েই প্রেম থাকিতে পারে। "আমারা প্রেম করি, কারন তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন" (১যোহন ৪:১৯)। ঐশ্বরিক করুণা দ্বারা পুনরুজ্জী- [61] বিত হৃদয়ে, প্রেম সমুদয় কার্য্যের মূলনীতি। উহা চরিত্র সংগঠিত, মনোভাবসমূহ নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়নিচয় সংযত, শত্রুভাব প্রশমিত, এবং

হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি উন্নীত করে। অন্তরে এইরূপ প্রেম পোষণ করিলে জীবন মধুময় হয় এবং উহা চতুর্দ্দিকে এক উজ্জ্বল প্রভাব বিস্তার করে।

ঈশ্বরের সন্তানগণের বিশেষতঃ যাহারা কেবল সম্প্রতি তাঁহার করুণায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের দুইটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে । প্রথম বিষয়টির সম্পর্কে পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাহা এই ঈশ্বরের সহিত ঐক্য স্থাপনের নিমিত্ত আপন আপন শক্তি ও কার্য্যাবলির উপরে নির্ভর করিলে ছলিবে না। যে ব্যক্তি ব্যবস্থা পালন করিয়া আপনার কার্য্যবেলে পবিত্র হইতে চাহে , সে অসম্ভব প্রয়াস করিতেছে । খ্রীষ্টকে

বাদ দিয়া মানুষ যাহা করিতে চায়, তাহা পাপ ও স্বার্থপরতা দ্বারা কলুষিত। বিশ্বাসের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টের করুনাই আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারে।

খ্রীষ্টে বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা হইতে মুক্তি দেয় এবং যখন শুধু বিশ্বাসের বলেই আমরা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অংশী হইতে পারি , তখন আমাদের কার্য্যবলির সহিত আমাদের মুক্তির কোন সম্পর্ক নাই এইরূপ ধরনা প্রথম বিষয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইহারই ন্যায় বিপজ্জনক ভ্রমপূর্ণ।

আজ্ঞাবহতা বলিতে শুধু বাহ্যিক বশ্যতা (অর্থাৎ বাহিরের ব্যবহারের বাধ তা) নহে, কিন্তু প্রেমের পরিচর্য্যা বুঝাইয়া থাকে । ঈশ্বরের ব্যবস্থা

তাঁহার আপন স্বভাব প্রকাশক ; উহাই মুর্ত্তিমান মহান্ প্রেমের নীতি এবং স্বর্গে ও পৃথীবিতে তাঁহার শাসনপ্রনালীর ভিত্তি ।যদি আমাদের অন্তঃকরন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে পুনরায় উদ্দিপ্ত হইয়া উঠে ,যদি আত্মার ঐশ্বরিক প্রেম মুদ্রিত হয় , তবে কি জীবনে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালিত হইবে না ? যখন প্রেমের মূল নীতি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় ।যখন মানুষ তাঁহার সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্ত্তি পুনরায় লাভ করে,তখন নূতন নিয়মে এই অঙ্গিকার সম্পূর্ণ হইয়া উঠে —"আমি তাহাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা দিব আর তাহাদের [62] চিত্তে তাহা লিখিব" (ইব্রীয় ১০:১৬) । হৃদয়ে যদি ব্যবস্থা লিখিত থাকে , উহা কি তবে জীবন গঠন করিবে না ? আজ্ঞাবহতা-

প্রেমের সেবা ও বশ্যতা —শিষ্যত্বের প্রকৃত চিহ্ন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি।" যে ব্যক্তি বলে আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাঁহার অন্তরে সত্য নাই" (১ যোহন ৫:৩,২:৪)। আজ্ঞাবহতা হইতে মানুষকে রেহাই না দিয়া শুধু বিশ্বাসের বলেই আমরা খ্রীষ্টের করুণার অংশ হইতে পারি উহাই আমাদেগকে আজ্ঞাবহ করিয়া দেয়।

আমারা আজ্ঞাবহতা দ্বারা পরিত্রান অর্জন করি না; কারন পরিত্রাণ ঈশ্বরের মুক্ত দান এবং উহা বিশ্বাস বলে লাভ করিতে হয়। কিন্তু

আজ্ঞাবহতা বিশ্বাসের ফল। “আর তোমার জান পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন এবং তাঁহাতে পাপ নাই। যে কেহ তাঁহাতে থাকে সে পাপ করেন না। যে কেহ পাপ করে সে তাহাকে দেখে নাই এবং জানেও নাই” (১যোহন৩:৫,৬)। শিষ্যত্বের ইহাই প্রকৃত লক্ষণ। যদি আমারা খ্রীষ্টে থাকি যদি ঈশ্বর প্রেম আমাদের মধ্যে বাস করে তবে আমাদের অনুভুতি চিন্তা ও কার্য্যসমূহ পবিত্র ব্যবস্থার ব্যাক্ত নীতি অনুযায়ী ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সুসঙ্গত হইবে। ” বৎসেরা কেহ যেন তোমাদিগকে ভ্রান্ত না করে যে ধর্ম্ম চারণ করে সে ধার্ম্মিক যেমন তিনি ধার্ম্মিক ” (১যোহন ৩:৭)।সীনয়ে প্রদত্ত দশটি নীতি অনুযায়ী ঈশ্বরের পবিত্র

ব্যবস্থার আদর্শে ধার্ম্মিকতার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে হইবে।

খ্রীষ্টে যে তথা-কথিত বিশ্বাস মানুসকে ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাবহতা বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে চাহেন তাহা কখন বিশ্বাস নহে দৃষ্টতা মাত্র। কেনানা অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ, বিশ্বাস দ্বারা" (ইফি ২:৮)। কিন্তু " বিশ্বাস ও কর্ম বিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া তাহা মৃত" (যাকব ২:১৭)। পৃথিবীতে [63] আসিবার পুর্ব্বে যীশু আপনার সমন্ধে বলিয়াছিলেন "হে আমার ঈশ্বর তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত,আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে (গীত ৪০:৮)। তারপর পুনরায় স্বর্গারোহণ করিবার পুর্ব্বে

তিনি ঘোষনা করিয়াছিলেন “আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি (যোহন ১৫:১০) । শাস্ত্রে লিখিত আছে আর আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে তাহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন করি । .... যে বলে আমি তাঁহাতে থাকি তাঁহার উচিত যে তিনি যেরূপ চলিতেন সেও তদ্রুপ চলে (১যোহন ২:৩৬)। “কেননা খ্রীষ্ট তোমাদের নিমিও দুঃখ ভোগ করিলেন এই বিষয় তোমাদের জন্য এক আর্দশ রাখিয়া গিয়াছেন যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর “(১পিতর২:২১)।

যে সর্ত্তে অনন্ত জীবন লাভ করিতে হইবে তাহা পুর্ব্বের ন্যায় এখন একই রহিয়াছে আমাদের আদি মাতা পিতার পতনের পুর্ব্বে পরমদেশে যে রূপ ছিল এখন সেই রূপই আছে ;- ঈশ্বরের ব্যবস্থায় প্রতি আজ্ঞাবহ থাকিয়া ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তোলা, পতনের পুর্ব্বে আদমের পক্ষে সম্ভব ছিল কিন্তু তিনি সেই রূপ করেন নাই তাই তাঁহার পাপের ফলে আমাদের চরিত্রের পতন সংঘটিত হইয়াছে এবং আমরা আমাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতে পারি না। মারা পাপপূর্ণ ও আপবিত্র বলিয়া সিদ্ধ ভাবে পবিত্র ব্যবস্থা পালন করিতে পারি না । আমাদের নিজেদের এমন কোন ধার্ম্মিকতা নাই যাহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা দাবী পূর্ণ করিতে পারি

কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের উপায়ের এক পথ করিয়া দিয়াছেন ।আমাদের এই পৃথিবীতে যেরূপ পরীক্ষা ও [64] প্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হইবে, তিনিও পৃথিবীতে সেইরূপ পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন । তথাপি তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করিলেন । তিনি আমাদের জন্য মৃত্যু বরন করিয়া এইক্ষনে আমাদের পাপভার বহন এবং তাঁহার ধার্ম্মিকতা দান করিতে চাহিতেছেন ।যদি তুমি তাঁহার নিকটে আত্ম —সমর্পণ কর এবং তাঁহাকে তোমার ত্রানকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লও, তবে যদিও তোমার জীবন পাপপূর্ণ ছিল তথাপি বর্তমানে তুমি তাহারিই জন্য ধার্ম্মিকরূপে গনিত হইবে ।তোমার স্বভাবের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টের স্বভাব

রহিবে এবং তুমি যেন পাপ কর নাই এইরূপ ব্যক্তির ন্যায় ঈশ্বরের সম্মুখে গৃহীত হইবে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সিদয় এই যে খ্রীষ্ট হৃদয়ের পরিবরর্ত্তন করিয়া থাকেন,তিনি বিশ্বাস দ্বারা তোমার হৃদয়ে বাস করেন । বিশ্বাস দ্বারা এবং তাঁহার প্রতি তোমার ইচ্ছার নিয়ত সমর্পণ দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত তোমার এই সম্পর্ক বজায় রাখিবে হইবে এবং যতদিন তুমি এইরূপ করিবে , ততদিন তিনিও তাঁহার শুভ বাসনা অনুযায়ী তোমাকে ইচ্ছা ও কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি দান করিয়া তোমাতে কার্য্য করিতে থাকিবেন । তখন তুমিও বলিতে পারিবে , ” আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে

জীবন আছে , তাহা আমি বিশ্বাসে , ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি ; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন ” (গালা ২:২)।এইরূপে যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন , “কেননা তোমার কথা বলিবে , এমন নয় , কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন , তিনিই বলিবেন ” (মথি ১০:২০) । তারপর খ্রীষ্ট তোমার মধ্যে কার্য্য করিতে থাকিলে , তুমিও একই আত্মা প্রকাশ করিবে এবং একিই ধার্ম্মিকতা ও আজ্ঞাবহতার কার্য্য সম্পন্ন করিবে । [65] সুতরাং আমাদের নিজেদের এমন কিছুই নাই , যাহা নিয়া আমরা অহঙ্কার করিতে পারি । আমাদের আত্ম গৌরব করিবার

কোনই ভিত্তি নাই। খ্রীষ্টের যে ধার্ম্মিকতা আমাদিগেতে আরোপিত হইয়াছে এবং তাহার আত্মা দ্বারা আমাদের মধ্যে ও আমাদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে —একমাত্র তাহাই আমাদের ভরাসাস্থল।

বিশ্বাসের কথা বলিবার সময়ে আমাদের আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন —এই উভয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও শক্তি ,তাঁহার বাক্যের সত্যতা প্রভৃতি বিষয় এমন কি শয়তান ও অনুচরগন কেহই আন্তরিক অস্বীকার করিতে পারে না। বাইবেলে লিখিত আছে যে " ভূতেরাও তাহা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে " (যাকোব ২:১৯), কিন্তু ইহা বাস্তবিক

বিশ্বাস নহে। যেখানে ঈশ্বরের বাক্য শুধু আস্থা স্থাপন নহে , কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার নিকটে আত্ম-সমর্পণ রহিয়াছে , যেখানে অন্তকরন তাঁহাতে নিবেদিত , প্রানের ভাবসমূহ তাঁহাতে নিবন্ধ , সেখানেই বিশ্বাস রহিয়াছে ,-যে বিশ্বাস প্রেম দ্বারা কায্য করে এবং আত্মাকে শুচি করে । এই বিশ্বাস দ্বারাই হৃদয় ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয় । যে হৃদয় পুনরায় জন্মলাভের পূর্ব্বে ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীনে ছিল না , অবশ্য তখন অধীনে হওয়া সম্ভবও নহে সেই হৃদয় তখন ব্যবস্থার পবিত্র নীতিসমূহে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গীত-সংহিতাকারের সহিত বলিতেছে , ” আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালোবাসি ! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয় (গীত ১১৯:১৭)

আর ব্যবস্থার ধাম্মিকতা আমাদিগকে পূর্ণ হইয়াছে কারন আমরা আর মাংসের পথে না চলিয়া আত্মার অনুসরণ করিয়া থাকি ।

এরূপ অনেক লোক আছে ,যাহারা খ্রীষ্টের ক্ষমাশীল প্রেমের বিষয়ে জানে এবং ঈশ্বর -সন্তান হইবার নিমিও সত্য সত্যই বাসনা করে , তথাপি তাহারা এইরূপ ধারনা করে যে তাহাদের চরিত্র অসম্পুরর্ন ও জীবন দোষপূর্ণ এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাদের হৃদয় নবীনীকৃত হইয়াছে কিনা মনে মনে এইরূপ সন্দহ করিয়া থাকে । [66] এই প্রকার লোকদিগকে আমি বলিতেছি ,-হতাশে হাইল ছাড়িয়া দিও না ।আমাদের ত্রূটী ও ভুলভ্রান্তির জন্য অনেক

সময়ে আমা-দিগকে য়ীশুর পায়ের
কাছে অবনত হইয়া কাঁদিতে হইবে ;
কিন্তু আমাদের নিরুৎসাহ হইবার
কোনই কারন নাই । এমন এই শত্রু
কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেও আমরা ঈশ্বর
কর্ত্তৃক ত্যাজ্য, পরিত্যক্ত ও অবজ্ঞাত
হই না । কখনও নহে ; খ্রীষ্ট ঈশ্বরের
দক্ষিনে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের
জন্য অনুরোধ করিতেছেন ।প্রিয়তম
যোহন বলিয়াছিলেন ,“তোমাগদিকে
এই সকল লিখিতেছি,যেন তোমরা
পাপ না কর । আর যদি কেহ পাপ
করে , তবে পিতার কাছে আমাদের
এক সহায় আছেন , তিনি ধাম্মিক
যীশু খ্রীষ্ট ” (১ যোহন ২:১)। আর
খ্রীষ্টের এই কথা কখনও ভুলিও না ”
কারন পিতা আপনি তোমাদিগকে
ভালোবাসেন ” (যোহন ১৬:২৭)।

তিনি পুনরায় তোমাদিগকে লাভ করিতে এবং তোমাদির মধ্যে তাঁহার আপন পবিত্রতা ও শুচিতা প্রতিফলিত দেখিতে ইচ্ছা করেন। তুমি যদি শুধু তাঁহার কাছে আত্ম-সমর্পণ কর , তবে তিনি তোমার মধ্যে সৎকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন , তিনিই যীশু খ্রীষ্টের রাজত্বকাল পর্যন্ত উহা চালাইয়া নিবেন । আরও অধিক আগ্রসহকারে প্রার্থনা কর , আরও দৃঢ় বিশ্বাস করিতে থাক । আমাদের নিজ নিজ শক্তির উপরে অবিশ্বাস জন্মিলে, আমরা অমাদের ত্রাণকর্ত্তার শক্তিতে বিশ্বাস করিতে থাকিব এবং যিনি আমাদের বদনের স্বাস্থ্য তাহারই স্তুতি করিব ।

খ্রীষ্টের যত নিকটে অগসর হইবে ,ততই তুমি তোমার নিজের দৃষ্টিতে

অধিকরত অপরাধী বলিয়া প্রকাশিত হইতে থাকিবে; কারন তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই স্পষ্টতর হইবে এবং তোমার অসম্পুর্নতা বা ত্রুটি সমূহ তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের সহিত তুলনায় স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে। শয়তানের ছলনাজাল শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ঈশ্বরের আত্মার জলন্ত প্রভাব তোমার অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—ইহা তাহারই সাক্ষ্য। যে হৃদয়ে আপন পাপাশয়তা সমন্ধে সম্যক ধারনা জন্মে নাই সেই হৃদয়ে কখনও যীশুর নিমিও গভীর প্রেম থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টের করুনা দ্বারা যে আত্মা রুপান্তরিত হইয়াছে তাহাই তাঁহার স্বর্গীয় চরিএের শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যদি আমারা আমাদের নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করিতে না পারি তবে

নিঃসন্দেহে ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমরা খ্রীষ্টের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। [67] আমাদের আত্মা-শ্রদ্ধআর ভাব যতই কমিতে থাকিবে, আমাদের ত্রানকর্ত্তার অতুল মাধুরী ও পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা ততই বর্দ্ধিত হইবে।আমাদের পাপপূর্ণ স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলে, উহা আমাদিগকে যিনি ক্ষমা করিতে পারেন ,তাহারই দিকে চালিত করে ; এবং আপন নিঃস্বহায় অবস্থা বুঝিয়া আত্মা যখন খীষ্টের দিকে ধাবিত হয় , তখন তিনি (খীষ্ট) আপন গৌরবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যত আধিক প্রয়োজন বোধ করিয়া আমরা ঈশ্বরের ও তাহার বাক্যের দিকে চালিত হইব , তত অধিক রূপে আমরা তাঁহার সভাব

সম্বন্ধে উচ্চ ধারনা পোষন করিব , তত অধিক সম্পূর্ণরূপে আমরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি গ্রহন করিতে পারিব।

তোমারেই শুধু মোর
প্রয়োজন,
-এঁকে দাও প্রানে
করুণাময় ;
ফেলে দিতে পারি যা
কিছু সকলি,
হে প্রভো ,
তোমারে
কখনো
নয়। [68]

অষ্টম অধ্যায়

খ্রীষ্টে শ্রীবৃদ্ধি লাভ।(GROWING UP INTO CHIRST)

যে মনঃপরিবর্ত্তনের ফলে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হইতে পারী, বাইবেলে উহাকে নূতন জন্ম বলা হইয়াছে। পুনঃরায় , উহাকে গৃহ-স্বামী কওৃক উপ্ত উত্তম বীজ অঙ্কুরিত হইবার সহিত তুলনা [69] করা হইয়াছে। এইরূপে যাহাদের সবেমাত্র খীষ্টে মনঃপরিবর্ত্তন হয় তাহারা ঠিক "নবজাত শিশুদের ন্যায়" (১ পিতর ২:২) এবং তাহাদিগকে খীষ্ট যীশুতে পূর্ণবয়স্ক নরনারিরুপে "বৃদ্ধি" (ইফি ৪:১৫) পাইতে হইবে। অথবা ক্ষেএে উপ্ত উত্তম বীজের ন্যায় তাহাদের

বৃদ্ধি পাইতে এবং ফল বহন করিতে হইবে। ভাববাদী যিশাইয় বলেন যে, “তাহারা ধার্ম্মিকতা—বৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত তাঁহার ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া আখ্যাত হইবে”(যিশা ৬১:৩)। তাই আত্মিক জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক জগৎ দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইয়াছে।

মানুষে যাবতীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি সমন্বিত হইয়াও কখন প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম বস্তুটিতেও জীবন সঞ্চার করিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং যে জীবন দান করিয়াছেন শুধু সেই জীবনের বলেই জীবজন্তু ও বৃক্ষাদি বাঁচিয়া রহিয়াছে। সেই প্রকার শুধু ঈশ্বরের জীবনের মধ্যে দিয়াই মানবহৃদয়ে আত্মিক জীবন উৎপন্ন

হয়। কোন ব্যক্তি (“উদ্ধ হইতে) নূতন জন্ম ” (যোহন ৩:৩)লাভ না করিলে , খ্রীষ্ট যে জীবন দান করিতে আসিয়াছিলেন , কখনও সেই জীবনের অংশী হইতে পারে না ।

জীবন সম্বন্ধে যে কথা, বৃদ্ধি পাওয়া সম্মন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে । ঈশ্বরই ফুলের কুঁড়িকে ফুটাইয়া তোলেন এবং ফুলে ফল দান করেন । তাঁহার শক্তিতেই বীজ “প্রথমে অঙ্কুর , পঃর শীষ , তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য বিকাশ করিয়া থাকে ” (মার্ক ৪:২৮)। ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে “শোশন পুস্পের ন্যায় ফুটিবে ।” “তাহারা ....শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইবে, দ্রাক্ষালতার ন্যায়

ফুটিবে”(হোশেয় ১৪:৫,৭) “কানুড় পুস্পের বিষয় বিবেচনা কর। সেগুলি কেমন বাড়ে “। (লুক ১২:১৭)যীশু আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা ও পুস্প প্রভৃতি কখনও নিজ নিজ চেষ্টা,যত্ন ও উৎকণ্ঠার ফলে বৃদ্ধি পাইতে থাকে না, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের জীবন ধারন কল্পে যাহা দান [70] করিয়াছেন, তাহাই গ্রহন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। শিশু কখন তাঁহার আপন শক্তি বা উৎকণ্ঠা দ্বারা বাড়িতে পারে না। সেইরূপ তুমি শুধু আপন চেষ্টার ফলে কখনও আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পার না। শিশু ও তরুন বৃক্ষ-বায়ু সূর্যকিরণ ও খাদ্য প্রভৃতি চতুর্দ্দিকস্থ জীবনদায়ক শক্তিসমূহ হইতে শক্তিগ্রহন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবজন্তু ও

চারাগাছের পক্ষে প্রকৃতির এই সমুদয় দান যেরূপ , খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নিকট খ্রীষ্টও সেইরূপ । তিনি তাহাদের "চিরজ্যোতি" (যিশা ৬০:১১)-তিনি তাহাদের সুর্য্য ও ঢাল (গীত ৮৪:১১)।

তিনি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায়" হইবেন (হোশেয় ১৪:৫)" ছিন্নতৃন মাঠে বৃষ্টির ন্যায় তিনি নামিয়া আসিবেন "(গীত ৭২:৬) তিনিই সেই জীবন্ত জল ও ঈশ্বরীয় খাদ্য ...... যা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে,ও জগৎ কে জীবন দান করে (যোহন ৬:৩৩) ঈশ্বর তাঁহার পুত্ররূপ অনুপম দান দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে সর্ব্বএ পরিব্যপ্ত বায়ুমন্ডলের ন্যয় করুণার ঘিরিয়া রাখিয়াছেন । যাহারা এই জীবন — দায়ী বায়ুমন্ডলের (ঈশ্বরের করুণা বা

অনুগ্রহ) নিশ্বাস গ্রহন করিতে চাহে , তাহারাই জীবন লাভ করিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে পূর্ণ নরনারীরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারিবে ।

ফুলের সৌন্দর্য ও সামাঞ্জস্য পরিপূর্ণ করিতে , ফুল যেরূপ উজ্জ্বল কিরনের নিমিও সূর্য্যের দিকে উন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেরূপ আমারাও ধার্ম্মিকতা-সূর্য্যের দিকে উন্মুক্ত হইয়া থাকিব,-যেন আমরা স্বর্গের দীপ্তিতে আলোকিত হইতে পারি , যিন আমাদের চরিত্র খীষ্টের সাদৃশ্যে বিকশিত হইতে পারে ।

যীশুও ঠিক এই কথা শিক্ষা দিতেছেন ; “আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না

দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না তদ্রূপ আমাতে না পারিলে না থাকিলে তোমরাও পার না। ....আমা ভিন্ন [71] তোমরা কিছুই করিতে পার না” (যোহন ১৫:৪,৫)। শাখা যেমন বৃদ্ধি পাইবার ও ফলসম্পন্ন হইবার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে মূলের উপরে নির্ভর করে, সেইরূপ তোমাদের পবিত্র জীবন যাপন করিতে হইলে খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তাহাকে বাদ দিলে তুমি একেবারে জীবনহীন হইয়া পড়। পরীক্ষা প্রতিরোধ করিতে অথবা করুনায় ও পবিত্রতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে তোমার কোনই ক্ষমতা নাই। তাঁহাতে থাকিলে তুমি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার নিকট হইতে জীবন শক্তি গ্রহন করিলে তুমি শুস্ক বা ফলহীন হইবে

না। তাহা হইলে তুমি জলস্রোতের তীরে রো পত বৃক্ষের সদৃশ হইবে।

অনেকের এইরূপ এক ধারনা আছে যে কার্য্যের কিয়দংশ তাহদের নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে । পাপক্ষমার নিমিও ।তাঁহারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিয়াছে কিন্ত এইক্ষনে তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে চাহে । কিন্তু এই প্রকার সমুদয় চেষ্টা বার্থ হইবে যীশু বলিয়াছেন, "আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না। " আমদের করুণায় বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের আনন্দ , এই পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজনীয়তা-এই সকলই আমাদের খ্রীষ্টের সহিত নৈকট্য সন্মন্ধের উপরে নির্ভর করে । প্রতিদিন ,প্রতিমুহুর্ত্তে ,

তাঁহার সহিত সহভাগিতা করিলে তাঁহার সঙ্গে থাকিলে আমরা করুণায় বৃদ্ধি পাইতে পারি । তিনিই আমাদিগকে বিশ্বাস দিয়াছেন এবং তাহাতেই উহা শেষ হইবে । খ্রীষ্টই প্রথম , খ্রীষ্টেই শেষ এবং খ্রীষ্টেই চিরসময়ের । আমদের জীবনে প্রথমে ও শেষেই যে শুধু তিনি থাকিবেন , তাহা নহে কিন্তু জীবন পথের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তিনিই রহিইয়াছেন । রাজর্ষি দায়ুদ গাহিয়াছেন, “আমি সাদাপ্রভুকে নিয়ত সম্মুখে রাখিয়াছি ; তিনি ত আমার দক্ষিণে, আমি বিচলিত হইব না “(গীত ১৬:৮)।

” তবে আমি কি রূপে আমি খ্রীষ্টের সহিত থাকিব ? ” এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? প্রথমে তুমি

তাহাকে যেরূপ গ্রহন করিয়াছ , [72] ঠিক সেই ভাবে তাঁহার সহিত থাকিতে হইবে। "অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে ,প্রভুকে যেমন গ্রহন করিয়াছ তেমনি তাঁহাতেই চল "(কল২:৬)। ধার্ম্মিক বাক্তি "বিশ্বাস হেতুই বাঁচিবে" (ইব্রীয় ১০:৩৮) । সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের হইবার জন্য এবং তাহাকে সেবা ও মান্য করিবার জন্য তুমি ঈশ্বরে আত্ন-সমর্পণ করিয়াছ এবং খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা রূপে গ্রহন করিয়াছ। তুমি তোমার আপন পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে অথবা হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে পার না ; কিন্তু খ্রীষ্টে আত্ন সমর্পণ করিয়া তুমি এই বিশ্বাস করিয়াছ যে তিনি খ্রীষ্টের কারনে তোমার নিমিত্ত এই সকল করিয়াছেন । বিশ্বাস দ্বারা তুমি খ্রীষ্টের হইয়াছ

এবং বিশ্বাস দ্বারা আদানপ্রদানে তুমি তাহতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তোমার হৃদয়ে, বাসনা ও পরিচর্য্যা সমুদয় তাহাকে দান করিতে হইবে তাঁহার প্রয়োজনীয় আজ্ঞা সমূহ পালন করিবার জন্য তুমি আত্ম দান আর; এইরূপ দান করিবার পর, যিনি সমুদয় আশীর্ব্বাদের পূর্ণ সামপ্তি সেই খ্রীষ্টকে তোমার গ্রহন করিতে হইবে; তিনি তোমার হৃদয়ে থাকিবেন , তোমার শক্তি, ধার্ম্মিকতা ও চিরসহায় হইবেন, তোমাকে আজ্ঞা পালন করিবার শক্তি দান করিবেন ।

প্রতিদিন প্রভাতে ঈশ্বরের কাছে আত্ম-সমর্পণ কর; ইহাই যেন তোমার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হয়। তুমি এরূপে প্রার্থনা করিও ; “প্রভু ,আপনি

আমাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লউন্ । আমি আমার সমুদয় সঙ্কল্প আপানার চরনে রাখিয়া দিতেছি । আপনার কার্য্যে অদ্য আমাকে ব্যবহার করুন ।আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন এবং আমার সমুদয় যেন আপনাতেই সম্পন্ন হয় । ” ইহা প্রতিদিনেরই কাজ । প্রতিদিন প্রভাতে ঐ দিবসের জন্য ঈশ্বরে আত্ন উৎসর্গ কর । তুমি তোমার সমুদয় সঙ্কল্প তাঁহার নিকটে সমর্পণ কর তিনি তাঁহার বিধান অনুযায়ী উহাদিগকে সফল অথবা পরিহার করিবেন । এইরূপে দিনের পর দিন তুমি [73] ঈশ্বরের হস্তে তোমার জীবন অর্পণ করিতে থাকিবে এবং এইরূপে তোমার জীবন খ্রীষ্টের জীবনের অনুরূপ গঠিত হইতে থাকিবে।

যে জীবন খ্রীষ্টে আছে তাহা চিরশান্তিময়। সেখানে ভাবের আধিক্য না থাকিতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী ও শান্তিময় বিশ্বাস রহিয়াছে। তোমার আশা তোমাতে নহে ,কিন্তু উহা খ্রীষ্টে রহিয়াছে তাঁহার শক্তির সহিত তোমার দুর্ব্বলতা জ্ঞানের সহিত অজ্ঞাতা,চিরস্থির প্রতাপের সহিত ত্রুটি একীভূত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমার আর নিজের দিকে চাহিতে হইবে না , অথবা নিজের কথা ভাবিতে হইবে না। শুধু খ্রীষ্টের দিকে চাহিলেই চলিবে। তাঁহার প্রেমের বিষয়ে এবং তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও সিদ্ধতা বিষয়ে তোমার মন চিন্তা করিতে থাকুক। আত্নদানে খ্রীষ্ট, দীনতায় খ্রীষ্ট,শুচিতায় ও পবিত্রতায় খ্রীষ্ট, অনুপ্রম প্রেমে খ্রীষ্ট —ইহাই

প্রকৃষ্ঠ ধ্যানের বিষয়। তাহাকে প্রেম করিয়া , তাঁহার অনুকরন করিয়া এবং সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তুমি তাঁহার সাদৃশ্যে রুপান্তরিত হইতে থাক ।

যীশু বলিয়াছেন আমাতে থাক । এই বাক্যটী দ্বারা বিশ্রাম স্থিতি ও নির্ভরতার ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে । আবার তিনি আহবান করিয়াছেন "আমার নিকটে আইস আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব "(মথি ১১:২৮)। গীত-সংহিতকারও এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন , "সদাপ্রভুর নিকটে নিরব হও তাঁহার অপেক্ষায় থাক "(গীত ৩৭:৭)। (বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদে "নীরব" শব্দটীর ঠিক অর্থ প্রকাশক হয় নাই;

সদাপ্রভুতে নির্ভর কর এবং তাঁহার অপেক্ষাইয় থাক —এইরূপ ভাবটি ইংরেজি বাইবেলে আছে)। ভাববাদী যিশাইয় এই আশ্বাস বানী দিয়াছেনঃ “শান্ত হইলে......, সুস্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরাক্রম হইবে ” (যিশা ৩০:১৫)। অকর্ম্মন্য ভাবে বসিয়া থাকিলে ককন এই জাতীয় বিশ্বাস লাভ ঘটে না; কারন ত্রাণ কর্ত্তার আহ্বানে বিস্রামের অঙ্গীকার ,পরিশ্রমের অবশ্যকতার সহিত জড়িত রহিয়াছে ।“আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া [74] লও .... তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রানের জন্য বিস্রাম পাইবে” (মথি ১১:২৯)।যে হৃদয় সম্পুর্ন ভাবে খ্রীষ্টের উপরে অর্পিত তাহাই তাঁহার নিমিও

পরিশ্রম করিবার জন্য অধিক ব্যাকুল ও ততপর হইবে।

মনঃ যখন নিজের চিন্তায় বিভোর থাকে, তখন উহা জীবন ও শক্তির মূল কারন , খ্রীষ্ট হইতে দুরে সরিয়া যায় । এই নিমিও ত্রানকর্ত্তার নিকট হইতে মনকে দূরে সরাইয়া নিবার জন্য শয়তান সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে এবং এই প্রকারে সেই খ্রীষ্টের সহিত আত্নার মিলনে ও সহভাগিতার বাঁধা জন্মাইতেছে । জাগতের সুখ ভোগ জীবনের বেদনা , কিংকওব্যবিমুঢ়তা ও দুশ্চিন্তা অপরের অপরাধ অথবা নিজের ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি ব্যাপারে যে কোন একটি বিষয়ে অথবা সকল গুলির প্র্তি শয়তান তোমার মনকে চালিত করতে চেষ্টা

পাইতেছে। তাঁহার কু-অভিসন্ধিতে ভ্রান্ত হইও না। যাহারা বাস্তবিক বিবেক মত চলিয়া থাকে এবং ঈশ্বরের নিমিও বাঁচিয়া থাকিতে চায় শয়তান অনেক সময় তাহাদিগকে ও নিজ নিজ ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা সমুহের প্রতি নিবিষ্ট থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় এবং এইরূপে তাথাদিগকে খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জয় লাভের আশা করে। আমরা কখনই সার্থকে (অহংবুদ্ধিকে) কেন্দ্র করিয়া আমাদের পারিত্রান বিষয়ে কোন উদবেগ ও ভীতি পোষন করিব না। এই সমুদয় আত্নাকে আমাদের পরাক্রমের উৎস হইতে বিপথে নিয়া যাইবে। ঈশ্বরে আত্ন-সমর্পণ কর এবং তাহতেই বিশ্বাস স্থাপন কর। যীশুর বিষয় চিন্তা ও আলোচনা কর তাঁহাতে আত্ন বোধ

হাইয়া ফেল। সকল সন্দেহ ত্যাগ কর ভীতিসমুহ দূর করিয়া দেও। প্রেরিত পৌলের সহিত এক বাক্যে বল ; ” আমি আর জীবিত নই কিন্তু খ্রীষ্ট আমাতে জীবিত আছেন ; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে , তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি ; তিনিই আমকে প্রেম করিলেন ,এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে [75] প্রদান করিলেন” (গালা ২:২০)। ঈশ্বরে নির্ভর কর। তুমি তাহাকে যাহা সমর্পন করিয়াছ , তাহা রক্ষা করিতে তিনি সম্পূন সমর্থ। যদি তুমি তোমাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ কর , তবে তোমাকে প্রেম করিয়াছেন , তাহার মধ্য দিয়া তোমাকে অপেক্ষাও অধিক গৌরবে চালাইয়া নিবেন। [76]

খ্রীষ্ট মানুষের প্রকৃতি গ্রহন করিয়া মানব জাতির সহিত আপনাকে এরূপ গভীর প্রেমের বন্ধনে বাধিয়া ফেলিলেন যে মানুষ ইচ্ছা করিয়া ছিন্ন না করিলে আর কোন শক্তি তাহা শিথিল করিতে পারিবে না। এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য, খ্রীষ্ট হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য শয়তান সর্ব্বদা নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে লওয়াইতে চেষ্টা করিবে। কোন প্রকার প্রলোভনেও আমরা যেন অন্য প্রভু মনোনীত না করি , এজন্য সর্ব্বদা আমাদের সর্তক থাকিতে চেষ্টা ও প্রর্থনা করিতে হইবে ; কারন এই বিষয়ে আমরা একেবারে স্বাধীন। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিলে, তিনি আমাদিরগকে রক্ষা

করিবেন খ্রীষ্টের প্রতীক্ষায় ছাহিয়া থাকিলে আমরা সর্ব্বদা নিরপদ। কিছুতেই আমাদিগকে তাঁহার হস্ত হইতে ঝাড়িয়া লইতে পড়ে না প্রতিনিয়ত তাহাকে দেখিতে দেখিতে আমরা "তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্না হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরুপান্তরীকৃত হইতেছি "(২ করি ৩:১৮)।

এইরূপে আদি শিষ্যগণ, তাহাদের প্রিয়তম ত্রাণকর্ত্তার সাদৃস্য লাভ করিয়াছিলেন।সেই শিষ্যগণ যীশুর বাক্য শুনিবা মাত্র তাঁহার নিমিও তাহাদের অভাব বুঝিতে পারিলেন। তাহারা তাহাকে খুজিয়া বাহির করিয়া তাহাঁর অনুসরন করিলেন। গৃহে

ভোজন কালে , নিজ্জন কক্ষে, ক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন শিষ্যভাবে থাকিয়া তাঁহারা গুরুর মুখ হইতে প্রতিদিন পবিত্র সত্য সম্বন্ধিও শিক্ষা গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহারা ভৃত্যভাবে থাকিয়া প্রভুর নিকট হইতে কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছেন। সেই সকল শিষ্যও "আমাদের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগী মানুষ ছিলেন "(যাকব ৫:১৭)। পাপের সহিত তাহাদের একিই যুদ্ধ করিতে হইআছে পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য তাহাদের আমাদের ন্যায় একই করুণা লাভের প্রয়োজন ছিল।

যিনি ত্রানকর্ত্তার সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত করিয়াছিলেন এমন কি সেই প্রিয়তম

শিষ্য যোহনেরও প্রথমে [77] চরিত্রে স্বাভাবিক মধুরতার অভাব ছিল। তিনি শুধু যে আত্ম-দাবী প্রতিষ্ঠায় ও সন্মানের নিমিত্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন তাহাই নাহে, কিন্তু হঠকারী ছিলেন ও প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইতেন। কিন্তু ঐস্বরিক শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ-প্রবরের সহিত সাক্ষাত হইবা মাত্র তিনি আপন ত্রুটি দেখিতে পাইলেন এবং নিজের বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া বিনীত হইলেন। ঈশ্বর পুত্রের প্রতিদিনের জীবনে পরাক্রম ও ধৈয্য, শক্তি ও কোমলতা প্রতাপ ও মৃদুশীলতা দেখিতে পাইয়া তাঁহার আত্মা প্রেম ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। দিনের পর দিন তাঁহার হৃদয় খ্রীষ্টের পানে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি তাঁহার প্রভুর প্রেমে পূর্ণ হইয়া

আত্মবোধ একেবারে হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার উদ্ধত ও গর্বিত স্বভাব, খীষ্টের সংগঠন শক্তির নিকটে সমর্পণ করা হইল। পবিত্র আত্মার সঞ্জীবনী প্রভাবে তাঁহার অন্তর পুনরায় নবীভুত হইল খ্রীষ্টের প্রেমের শক্তি বলে তাঁহার চরিত্র রুপান্তরীকৃত হইল। যীশুর সহিত সম্মিলনের ইহাই সুনিশ্চিত ফল খ্রীষ্ট যখন হৃদয়ে বাস করেন, তখন সমুদয় প্রকৃতি রুপান্তরীকৃত হয়। খ্রীষ্টের আত্মা ও প্রেম হৃদয় কোমল ও আত্না পরাভূত করে এবং চিন্তা ও কামনারাশি স্বর্গ ও ঈশ্বরের পানে উত্তোলিত হয় খ্রীষ্টের স্বর্গের আহরন করিবার পরেও তাঁহার শিষ্যগন তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে লাগিলেন। এই উপস্থিতি প্রেম ও আলোকের পূর্ণ এবং উহা প্রত্যক্ষ

অনুভহব করিতে পারা যায়। যিনি তাহাদের সহিত একসঙ্গে ভ্রমন, আলাপন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যিনি তাহাদের হৃদয়ে আশা ও সান্তনার কথা বলিয়াছিলেন। সে ত্রাণকর্ত্তা যীশুর মুখনিঃসৃত শান্তির বার্তা শেষ হইতে না হইতেই তাহাদের নিকট হইতে তিনি উর্দ্ধে নীত হইলেন এবং দূতগনের মেঘ তাহাকে গ্রহন করিতেই শিষ্যগন তাঁহার সুমধুর কণ্ঠরব শুনিতে পাইলেন; “আর দেখ আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি “(মেথি ২৮:২০)। মানুষের [78] আকার ধারন করিয়া তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহারা জানিতেন যে তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছেন এবন তিনি তখনও তাহদের

বন্ধু ও ত্রাণকরত্তা; তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহার সহানুভূতির কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না এবং তিনি তখনও দুঃখ কাতর মানব জাতির সহিত এক হইয়া রহিয়াছেন। তিনি তাহার মুক্তি প্রাপ্ত গনের ক্রয় মূল্যে স্মরনে, তাঁহার ক্ষতবিক্ষত হস্ত পদ দেখাইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁহার আপন আমূল্য রক্তের গুনরাশি উপস্থিত করিতেছেন । তাঁহারা জানিতেন যে তাহাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং পুনরায় তিনি পৃথিবীতে আসিয়া তাহাদিগকে আপনার নিকটে লইয়া যাইবেন ।

স্বর্গারোহনের পড়ে তাঁহারা একত্রিত হইয়া পিতার নিকটে যীশুর নামে তাহাদের অনুরোধ জানাইলেন

ভয় মিশ্রিত ভক্তির সহিত প্রার্থনায় অবনত থাকিয়া তাঁহারা প্রভুর অঙ্গীকারবানী বলিতে লাগিলেন ,” পিতার নিকট যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন। এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাঁহাতে পাইবে , যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়” (যোহন ১৬:২৩,২৪)। তাঁহারা বিশ্বাসের হস্ত ক্রমশঃ উর্দ্ধে বিস্তিত করিয়া, নির্ভয়ে বলিলেন ” খ্রীষ্ট যীশু ত মরিলেন, বরং উত্থাপিত হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিনে আছেন আবার আমাদের পক্ষে আনুরোধ করি-তেছেন”(রোমীয় ৮:৩৪)। তারপর খ্রীষ্ট যাহার সমন্ধে বলিয়াছিলেন,যে তিনি ” তোমাদের অন্তরে থাকিবেন ” (যোহন

১৪:১৭) পঞ্চাশত্তমী তাহাদিগকে সেই সহায়ের সম্মুখীন করিলেন। তিনি আর বলিয়াছিলেন "আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল কারন আমি না গেলে, সে সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই ,তবে তোমাদের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিব"(যোহন১৬:৭)। সেই অবধি আত্মার সাহায্যে খ্রীষ্ট চিরদিন [79] । তাঁহার সন্তানগনের হৃদয়ে বাস করিতে থাকিবেন। স্বশরীরে তিনি তাঁহাদের সহিত যেরূপ ভাবে ছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত সম্পর্ক থাকিবে ।অন্তর নিবাসী খ্রীষ্টের প্রভা, প্রেম ও শক্তি তাহাদের মধ্যে দিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল ; অন্যান্য সকলে তাহা দেখিয়া,"আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন এবং

চিনিতে পারিলেন যে, ইহারা যীশুর সঙ্গে ছিলেন ” (প্রেরিত ৪:১৩)।

খ্রীষ্ট তাঁহার আদি শিষ্যগনের নিকটে যেরূপ ছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সন্তানগণের নিকটেও বর্তমানে সেইরূপ থাকিতে ইচ্ছা করেন; কারন তাঁহার অল্প সংখ্যক শীষ্যের সহিত শেষ প্রার্থনা কালে বলিয়া ছিলেন , ” আর আমি কেবল ইহাদেরি নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি , তাহা নয় , কিন্তু ইহাদের ব্যাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে তাহাদের নিমিত্ত করিতেছি “(যোহন ১৭:২০)

যীশু আমদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপ পিতার সহিত এক ছিলেন সেইরূপ আমরাও যেন তাঁহার সহিত এক হইয়া

থাকি, এই অনুরোধ করিয়াছেন। কি অপূর্ব্ব এই মিলন! ত্রাণকর্ত্তা নিজের সমন্ধে বলিয়াছেন, "পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না"(যোহন ৫:১৯),"পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য সকল সাধন করেন" (যোহন১৪:১০)।খ্রীষ্ট যদি আমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমদের মধ্যে "আপন হিত সঙ্কল্পের নিমিও......ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী" (ফিলি ২:১৩) কার্য্য সম্পর্ন্ন করিবেন। তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন আমরাও, সেইরূপ কার্য্য করিব আমরাও সেইরূপ আত্মা প্রদর্শন করিব। এই প্রকারে তাহাকে প্রেম করিয়া এবং তাহাতে থকিয়া আমরা যেন "তাহা পর্যন্ত সমুদয় বিষয় বাড়িয়া উঠি যিনি শরীরটির

মস্তক অর্থাৎ খ্রীষ্ট পর্যন্ত “(ইফি ৪:১৫-বম্ওয়েচ্ কৃত অনুবাদ) [80]

নবম অধ্যায়

কার্য্য ও জীবন । (THE WORK AND LIFE)

ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের জীবন ,আলোক ও আনন্দের মূল কারন । সূর্য্য হইতে আলোক রেখার ন্যায় , জীবন্ত উৎস হইতে জলধারার ন্যায়,তাঁহার সমুদয় সৃষ্ট জীবের উপরে ,তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদের ধারা নামিয়া আসে । আর যেখানেই মানবগনের হৃদয়ে ঈশ্বরের জীবন রহিয়াছে, সেখান হইতেই উহা প্রেম ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইয়া অপর সকলের নিকট প্রবাহিত হইবে ।

পতিত মানবকে উন্নত ও উদ্ধার করাতেই আমাদের ত্রাণকর্ত্তার আনন্দ

ছিল। এই নিমিত্ত তিনি নিজ জীবনকে প্রিয় বলিয়া গণনা করিলেন না ,কিন্তু লজ্জা ত্যাগ করিয়া ক্রুশের যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। এইরূপে দূতগণও অপরের সুখ বিধানের জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন ।ইহাতেই তাহাদের আনন্দ। স্বার্থপর হৃদয় যাহা দীনতার কার্য্য বলিয়া মনে করে, নিস্পাপ দূতগণ হতভাগ্য এবং চরিত্র ও পদে নিকৃষ্ট ব্যক্তি গনের নিমিত্ত সেই সেবা কার্য্য করিয়া থাকেন ।খ্রীষ্টের আত্মদানকারী প্রেমের আত্মাদ্বারা স্বর্গ —ভূমি পরিব্যাপ্ত এবং ইহাতেই সমুদয় আনন্দের সারাংশ রহিয়াছে ।খ্রীষ্টের অনুসরণ কারীদের এরূপ আত্মা রাখিতে হইবে এবং এরূপ কার্য্য করিতে হইবে।

খ্রীষ্টের প্রেম হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিলে , মধুর সৌরভের ন্যায় কখন তাহ লুকায়িত থাকিতে পারে না। আমরা যাহাদের সংস্পর্শে আসিব তাঁহারা সকলেই উহার পবিত্র প্রভাব অনুভব করিতে পারিবে । উষর মরুভুমিতে শীতল ঝরনার ন্যায় হৃদয়ে খ্রীষ্টের আত্মার সকলকে শান্তি দান করিবার নিমিও বহিয়া চলিয়াছে এবং যাহারা মৃতপ্রায় তাহাদিগকে জীবন জল পান করাইবার নিমিও ব্যাকুল করিতেছে [81]

মানবজাতির সুখ ও উন্নতি বিধানের জন্য যীশু যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, যীশুর প্রতি প্রেম, সেইরূপ কার্য্য করিবার বাসনা জাগাইয়া দিবে । উহা আমাদের স্বর্গস্থ

পিতার অধিনস্থ যাবতীয় সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেম, কোমলতা ও সহানুভতি দেখাইবার জন্য চালিত করিবে।

ত্রাণকর্ত্তা পৃথিবীতে আরাম বা আত্মসুখের নিমিত্ত জীবন যাপন করেন নাই, কিন্তু তিনি পতিত মানব পরিত্রানের জন্য অবিরত অক্লান্ত ও ব্যাকুল ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যাবপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কালভেরি পর্য্যন্ত তিনি আত্মদানের পথে চলিয়াছিলেন এবং কখনও শ্রম সার্ধ্য কার্য্য, দুস্কর পথ ভ্রমন ও কঠোর পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রান মুক্তির মূল্যরূপে দিতে

আসিয়াছেন” (মথি ২০:১৮)। তাঁহার জীবনে উহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ব্যতীত অপর যাহা কিছু তাঁহা সকলেই দ্বিতীয় স্থানীয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ও তাঁহার কার্য্য সমাপন করা, তাঁহার নিকটে খুব আনন্দের বিষয় ছিল।তাঁহার কার্য্যের মধ্যে স্বার্থের কোন লেশ ছিল না।

সুতরাং যাহারা খীষ্টের করুণার ভাগী হইয়াছে, তাঁহারা যে কোন ত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবে, যেন অপর যাহাদের জন্য তিনি মরিয়াছেন তাহারাও স্বর্গীয় দান লাভ করিতে পারে। এই পৃথিবীকে উত্তম বাসস্থানে পরিনত করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। যে আত্মার সত্য সত্যই খ্রীষ্টে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

সেই আত্নায় এরূপভাব অবশ্যই দেখা যাইবে। খ্রীষ্টকে যে পাইয়াছে, খ্রীষ্ট যে তাঁহার নিকট কি আমূল্য নিধি, তাহা অপরকে জানাইবার জন্য অমনি তাঁহার হৃদয়ে আকুল বাসনা হইবে; পবিত্রতা ও পরিত্রান বিধানকারী সত্য কখনও [82] তাঁহার অন্তঃকরন রুদ্ধ থাকিতে পারে না। যদি আমরা খীষ্টের ধার্ম্মিকতা বসন পরিহিত এবং তাঁহার অন্তর নিবাসী আত্মার আনন্দে পরিপূর্ণ হই, তবে আমরা কখনও নিরবে থাকিতে পারিব না। সদাপ্রভু মঙ্গলময়, ইহা একবার অনুভুত করিয়া থাকিলে, আমাদের অবশ্যই কিছু বলিবার থাকিবে। ফিলিপের ন্যায় আমরাও ত্রানকর্ত্তাকে দেখিতে পাইয়া অপর সকলকে তাহার সম্মুখে আসিবার জন্য আহ্বান করিব। আমরা

তাহাদের নিকটে খ্রীষ্টের চিত্তহারী গুনরাজি এবং ভবিষ্যৎ জগতের অপুর্ব্ব বিষয়সমুহ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। যীশু যে পথে চলিয়াছেন সেই পথে চলিবার জন্য প্রানে গভীর আকাঙ্খা হইবা যাহারা আমাদের আশেপাশে রহিয়াছেন তাহারাও যেন ,” যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান”সেই “ঈশ্বরের মেষশাবক”কে দেখিতে পাই,-এই জন্য প্রানে অকুল বাসনা হইবে।

অপরকে আশীর্ব্বাদ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের উপর ঘুরিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে। পরিত্রাণ কার্য্য পরিকল্পনা আমাদের এই অংশ অভিনয় করিতে হইবে, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। তিনি মানব জাতিকে তাঁহার

ঐশ্বরিক স্বভাবের সহভাগি হইবে এবং তাহাদিগকে পুনরায় আপর সকলের নিকটে আশীর্ব্বাদসমূহ বিস্তার করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন ।মানব জাতিকে এরূপ উচ্চতর সম্মান ও মহওর আনন্দ দান করা ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে । যাহারা এই রূপে প্রেমের কার্য্য ঈশ্বরের সহিত অংশভাগী হই তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার অতি নিকটে উপস্থিত হইতে পারে।

ঈশ্বর সুসমাচার বার্ত্তা এবং প্রেম পূর্ণ পরিচর্য্যাকার্য্যের ভার স্বর্গীয় দূতগণের উপরে অর্পণ করিতে পারিতেন ।তাঁহার উদ্দাশ্যে সাধনের নিমিত্ত তিনি অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন অপার প্রেমে তিনি

আমাদিগকে তাঁহার সহিত খ্রীষ্টের ও দূতগণের সহিত সহকর্ম্মী করিয়া লইয়াছেন, যেন আমরা নিঃস্বার্থ [83] পরিচর্য্যা কার্য্যের ফলস্বরুপ আশীর্ব্বাদ,অনন্দ ও আধ্যাত্নিক উন্নতির সহভাগী হইতে পারি।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগিতার মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার সহানুভুতি লাভ করিতে পারি । অপরের মঙ্গলের নিমিত্ত আত্ন-দানে প্রত্যেক কার্য্য দাতার হৃদয়ে দানের প্রবৃত্তি দৃঢ় করিয়া তোলে এবং যিনি " ধনবান্ হইলেও তোমার নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন ,যেন তোমারা তাঁহার দরিদ্রতায় ধনবান্ হও"-জগতের সেই ত্রাণকর্ত্তা সহিত আর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করিয়া দেয় । আমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে এই স্বর্গীয়

উর্দ্দেশ্য সফল করিতে পারিলেই জীবন আমাদের নিকট আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইতে পারে।

খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদের নিমিও যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন যদি তুমি তদনুযায়ী কার্য্য কর এবং তাঁহার নিমিও আত্নসমুহ জয় করিয়া আন তবে তুমি ঐশ্বরিক বিষয় সমুহে আরও গভীর অভিজ্ঞতা এবং আরও অধিক জ্ঞানের আবশ্যকতা রোধ করিবে এবং ধার্ম্মিকতা নিমিত্ত ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাও হইবে। তুমি ঈশ্বরের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করিবে তোমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে এবং তোমার আত্মা মুক্তি-সরোবর হইতে আরও স্নিগ্ধকর পানীয় পান করিবে। আসন্ন বিপদ ও পরীক্ষা সমূহ তোমাকে

বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার দিকে চালিত করিবে। তুমি করুনায় ও খ্রীষ্টীয় জ্ঞানে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে।

অপরের নিমিত্ত নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের আত্মা চরিত্রে গাম্ভির্য্য দৃঢ়তা ও খীষ্টীয় মাধুরী দান করে এবং এই সমস্ত গুনের অধিকারিকে সুখ ও শন্তি আনিয়া দেয়। উচ্চভিলাষগুলি উন্নত হইয়া থাকে।স্বার্থপরতা ও জড়তার কোন স্থান থাকে না। যাহারা এইরূপ খীষ্টীয় গুণরাজির চালনা করে তাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে এবং ঈশ্বরের নিমিত্ত কার্য্য করিতে অধিক শক্তি সম্পন্ন হইবে। তাহাদের আধ্যাত্মিক অনুভতি প্রখর ও বিশ্বাস দৃঢ় হইবে [84] এবং প্রর্থনার শক্তি

ক্রমসঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।
তাহাদের আত্মায় ঈশ্বরের আত্মা
সঞ্চারিত হইয়া , ঐশ্বরিক স্পর্শ
অন্তরের পবিত্র সঙ্গিতধ্বনি উথিত
হইবে। যাহারা এইরূপে অপরের
মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে
আত্মসমর্পণ করে তাঁহারা
পরোক্ষভাবে আপনাদের পরিত্রানের
কার্য্য করিতেছে।

খ্রীষ্ট আমাদিগকে যে কার্য্য করিতে
আদেশ দিয়াছেন নিঃস্বার্থ ভাবে সেই
কার্য্য করা অর্থাৎ যাহাদের সাহায্য
লাভের প্রয়োজন তাঁহারা আমাদের
সাধ্যানুযায়ি তাহাদিগকে সাহায্য ও
আশির্ব্বাদ করিতে ব্রতী হওয়া-
অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইবার ইহাই একমাত্র
পন্থা। ব্যায়াম দ্বারা শক্তি আসিয়া

থাকে; কার্য তৎপরতাই জীবনের মূল। করুণার বলে যে সকল আশির্ব্বাদ আশিয়া থাকে ;নিস্ক্রিয় ভাবে তাহা গ্রহন করিয়া যাহারা খ্রীষ্টিও জীবন যাপন করিতে চাহে তাঁহারা খ্রীষ্টের নিমিও কিছুই করিতাছে না পরিশ্রম বাদ দিয়া শুধু আহারের বলে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতির

জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও, এই প্রকার কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা অবনতি ও অধঃপতন আসিয়া থাকে। যে বাক্তি তাঁহার শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা করে না, শীঘ্রই সে সমুদয় ব্যাবহার করিতে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। এই প্রকারে যে খ্রীষ্টীয়ান,তাঁহার ঈশ্বর দও শক্তি সমুহের চালনা করিতে বিরত হন

,তিনি শুধু যে খ্রীষ্টে বৃদ্ধি পাইবেন না তাহাই নহে ,কিন্তু তাঁহার যে পরিমান শক্তি পুর্ব্বে ছিল তাহাও একেবারে বিনষ্ট হইবে ।

খ্রীষ্টের মণ্ডলী মানবজাতির পরিত্রাণ কল্পে, ঈশ্বর নিদিষ্ট পন্থা জগতে সুস্মাচার প্রচার কারাই উহার কার্য্য । আর সমুদয় খ্রীষ্টীয়ানের উপরেই এই ভার অর্পিত হইয়াছে । প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানেরই নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ মত ত্রানকর্ত্তার এই কার্য্য ভারটি সম্পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের নিকটে প্রকাশিত খ্রীষ্টীয় প্রেম আমাদিগকে যাহাদের নিকটে উহা প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের কাছে ঋনী করিয়া রাখিয়াছে। [85] ঈশ্বর আমাদিগকে শুধু আমাদের

জন্যই অলোক প্রদান করেন নাই , কিন্তু অপর সকলের উপরেও উহা বিকীর্ন করিতে হইবে ।

খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের কর্ত্তব্যবৃদ্ধি জাগ্রৎ হইলে ন-খ্রীষ্টিয়ান দেশ সমূহে শু সমাচার ঘোষণা করিবার জন্য, বর্তমানে যে স্থানে মাত্র একজন রহিয়াছে সেই স্থানে হাজার হাজার জন দেখা যাইবে । যাহারা ব্যক্তিগতভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন না, তাহারা নিজ নিজ অর্থ ও সহানুভুতিও প্রার্থনা দ্বারা এই কার্য্যের পোষকতা করিবেন । আর খ্রীষ্টিয়ান দেশ সমুহে আত্ন জয় করিবার জন্য আর অধিক উৎসাহে কার্য্য চলিতে থাকিবে।

নিজ গৃহের সঙ্কীর্ন সীমার মধ্যে যদি আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিবার থাকে, তবে কখন খ্রীষ্টের নিমিত্ত কার্য্য করিবার জন্য উহা ত্যাগ করিয়া ন-খ্রীষ্টিয়ান দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই আমাদের গৃহ মধ্যে, মণ্ডলিতে, সঙ্গীদের ও যাহাদের সহিত বৈসয়িক কর্মে জড়িত আছি, তাহাদের মধ্যে এই কার্য্য করিতে পারি।

পৃথিবীতে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার জীবনের অধিকাংশ সময় নাসারতে সুত্রধরের কারখানায় ধীর ও কঠোর পরিশ্রমে ব্যেয়িত হইয়াছিল। অজ্ঞাত ও অখ্যাত ভাবে যখন জীবন প্রভু কৃষক ও মজুরগনের সহিত সমান ভাবে চলিয়াছেন, তখন পরিচর্যাকারী দূতগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবার অথবা ঝড়ের মধ্যে গালীল সাগরের উপর দিয়া হাটিয়া য়াইবার সময়, তিনি যে রূপ বিশ্বস্ত ভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন ঐরূপ সাধারণ কার্য্যের সময়েও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন ;যেন আমরাও আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ও সাধারণ অবস্থায় যীশুর সহিত একসঙ্গে চলিতে ও কার্য্য করিতে পারি

প্রেরিত পৌল বলিয়াছেন , “প্রত্যেক জন যে অবস্থায় আহুত হইয়াছেন সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক” (১ করি ৭:২৪)। ব্যবসায়ী এরূপ ভাবে ব্যবসা চালাইবে,যেন তাঁহার বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহার প্রভু মহমান্বিত হন । খ্রীষ্টের

প্রকৃত অনুসরনকারী হইলে , সে [86] তাঁহার সকল কার্য্যে ধর্ম্মের ভাব দেখাইবে এবং লোকদিকের নিকটে “খ্রীষ্টের আত্মা প্রকাশিত করিবে। শিল্পিগন, তাহারই প্রতিনিধি স্বরূপ বিস্বস্তভাবে ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিবে —যিনি গালীলের পর্ব্বতশ্রেনীর মধ্যে সাধারণ কার্য্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যাহারা খ্রীষ্টের নাম উচ্চারন করে তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিবে যেন অপর সকলে তাঁহার সাধু কার্য্য দেখিয়া তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও ত্রানকর্ত্তাকে মহিমান্বিত করিতে চালিত হয়।

অনেকে খ্রীষ্টিয় কার্য্যে যোগ দান না করিবার পক্ষে এই অজুহাত দেখাইয়া থাকে যে তাহাদের অপেক্ষা

অধিক গুনসম্পন্ন ও অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি গন রহিয়াছে। সুতরাং এই রূপ অভিমত প্রচারিত হইয়াছে যে যাহারা বিশেষ রূপে গুনসম্পন্ন একমাত্র তাহারাই ঈশ্বরের কার্য্যে তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য (তালন্ত) নিয়োজিত করিবে। অনেকে এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে শুধু অনুগ্রহও প্রাপ্ত একদল কেই শক্তি ও সামর্থ্য দান করিয়া অপর সকলকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাই শেষোক্ত দল কার্য্য বা পুরস্কার , কিছুই দাবী করিতে পারে না । কিন্তু তালন্তের দৃষ্টান্তে কখন ও এইপ্রকার ভাব প্রকাশ করা হয় নাই। গৃহস্বামী দাসগনকে ডাকিয়া প্রত্যেক কে তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যে ঠিক করিয়া দিলেন। ঈশ্বর নানা উপায়ে আমাদের নিকটে স্ব -প্রকাশ করিতে এবং

আমাদিগকে তাঁহার সহভাগিতা অনয়ায়ন করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। প্রকৃতি অনবরত আমাদের ইন্দ্রিয়সমুহের নিকট কথা বলিতেছেন । ঈশ্বর স্বহস্ত নিম্মিত বিষয়সমুহ প্রকাশিত তাঁহার প্রেম ও প্রতাপ দ্বারা মুক্ত হৃদয় ভাবাবিষ্ট হইবে । মনোযোগ প্রদান করিলে, প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়া ঈশ্বর যে কথা বার্ত্তা বলিতেছেন, তাহা শুনিতে ও বুঝিতে পারা যায় । সবুজ ক্ষেত্র, উচ্চ বৃক্ষ, মুকুল ও ফুল, ভাসমান মেঘ ধারাবাহী বরষা, কলনাদিনী তটিনী , আকাশের মহিমা প্রভৃতি সকলেই আমাদের হৃদয়ে সাড়া দিতাছে এবং যিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্ত আমাদিকে আহবান করিতেছে ।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ,তাঁহার অমূল্য উপদেশ প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের সহিত জড়িত করিয়া রাখিতেন। লতাপাতা, ফুল ,ফল পক্ষী, পর্ব্বত ,জলাশয়, সুন্দর গগণমন্ডল এবং দৈনিক জীবনের ঘটনা ও অবস্থাসমুহ ঈশ্বরের সত্য বানীর সহিত এরুপভাবে গ্রথিত রহিয়াছে যে এমন কি মানবজীবনের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও যেন তাঁহার শিক্ষাসমূহ স্মৃতিপথে জাগ্রত হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে তাঁহার সন্তানগণ যেন তাঁহার কার্য্য সমুহের যথাযথ গুন গ্রহন করে এবং যাহা দ্বারা আমাদের এই পৃথীবির গৃহ সাজাইয়া রাখিয়াছেন সেই শান্ত ও সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। তিনি

অতিশয় সৌন্দর্য প্রিয় এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য অপেক্ষা তিনি সর্ব্বোপরি চরিত্রের সৌন্দর্য্য অধিক পছন্দ করেন; তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমাদের মধ্যে যেন ফুলের শান্ত মাধুরী,-পবিত্রতা ও সরলতা ফুটিয়া উঠে।

জীবনের অতি সাধারণ কর্ম্মগুলিও আমরা “প্রভুর কর্ম্ম বলিয়া ” (কল ৩:২৩)প্রেম পূর্ণ আত্না লইয়া সম্পর্ন্ন করিব । অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম থাকিলে জীবনে তাহা প্রকাশিত হইবে । খ্রীষ্টের সৌরভ আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিবে এবং আমদের প্রভাব অপরকে সমুন্নত ও আশীর্ব্বাদ দান করিবে ।

ঈশ্বরের নিমিত্ত কার্য্য করিতে যাইবার পুর্ব্বে মহা ব্যাপার বা অসাধারন শক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা

করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। জগতের অন্যান্য সকলে তোমার সমন্ধে কি ভাবিবে ,তাহাও তোমার চিন্তা করিবার দরকার নাই। যদি তোমার [87] দৈনিক জীবন তোমার বিশ্বাসের পবিত্রতা ও সরলতা সাক্ষ্যস্বরূপ হয় এবং তুমি অপর সকলের উপকার সাধনে ব্রতী হইয়াছ, এই বিষয়ে যদি তাহারা নিশ্চিত হয় তবে তোমরা চেষ্টা সমূহ একবারে ব্যর্থ হইবে না।

যীশুর দীন ও ক্ষুদ্রতম শিষ্যও অপরের নিকটে আশীর্বাদ সরূপ হইতে পারে। তাহারা যে বিশেষ কোন মঙ্গল কার্য্য করিতেছে , তাহাদের হয়তো এরূপ কোন ধারনা জন্মিতে না পারে কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাত প্রভাব

দ্বারা তাহারা এরূপ আশীর্ব্বাদের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে, যাহা ক্রমশঃ প্রসারিত ও গভীরতর হইবে এবং উহা হইতে যে সুফল ফলিবে সেই বিষয় হয়ত তাহারা শেষ পুরস্কারের দিন পর্য্যন্ত কিছুই না জানিতে পারে। তাহারা যে মহৎ কার্য্য সাধন করিতেছে এসমন্ধে অনুভব ও করেনা বা জানেও না। সফলতা সমন্ধে তাহাদের ব্যস্ত বা চিন্তিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের নিদ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়া তাহাদের শুধু ধীর ভাবে ভবিষ্যতের পানে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা হইলে তাহা জীবন কখন ব্যর্থ যাইবে না। তাহাদের আত্মা, খীষ্টের সাদৃশ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; এই জীবনে তাঁহারা ঈশ্বরের

সহকর্মী থাকিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের উচ্চতর কার্যের ও ক্লেশবিহীন আনন্দের নিমিত্ত ও আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতেছে। [88]

দশম অধ্যায়

ঈশ্বর সন্মন্ধে জ্ঞান|(A KNOWLEDGE OF GOD)

ঈশ্বর নানা উপায়ে আমাদের নিকটে স্ব -প্রকাশ করিতে আমাদিগকে তাঁহার সহভাগিতা অনয়ায়ন করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। প্রকৃতি অনবরত আমাদের ইন্দ্রিয়সমুহের কয়হা বলিতেছেন। ঈশ্বর স্বহস্ত নিম্মিত বিষয়সমুহ প্রকাশিত তাঁহার প্রেম ও প্রতাপ দ্বারা মুক্ত হৃদয় ভাবাবিষ্ট হইবে। মনোযোগ প্রদান ,করিলে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়া ঈশ্বর যে কথা বাওা বলিতেছেন তাহা শুনিতে ও বুঝিতে পারা যায় । সবুজ ক্ষেএ উচ্চ বৃক্ষ

মুকুল ও ফুল ভাসমান মেঘ ধারাবাহী বরষা কলনাদিনী তটিনী , আকাশের মহিমা প্রভিতি আমাদের হৃদয়ে সাড়া দিতাছে এবং যিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছে্ন তাঁহার সহিত পরিচিত হইবের নিমিও আমাদিকে আহবান করিতেছে ।

আমাদের ত্রাণকও়া ,তাঁহার অমূল্য উপদেশ প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের সহিত জড়িত করিয়া রাখিতেন ।লতাপাতা, ফুল ,ফল পক্ষী, পর্ব্বত ,জলাশয়, সুন্দর গগণমন্ডল এবং দৈনিক জীবনের ঘটনা ও অবস্তাসমুহ ঈশ্বরের সত্য বানীর সহিত এরুপভাবে গ্রথিত রহিয়াছে যে এমন কি মানবজীবনের কথর পরিশ্রমের

মধ্যেও যেন তাঁহার শিক্ষাসমূহ স্মৃতিপথে জাগ্রত হয় ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে তাঁহার সন্তানগণ যেন তাঁহার কার্য্য সমুহের যথাযথ গুন গ্রহন করে এবং যাহা দ্বারা আমাদের এই পৃথীবির গৃহ সাজাইয়া রাখিয়াছেন সেই সান্ত ও সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ করে ।তিনি অতিশয় সৌন্দর্য প্রিয় এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য অপেক্ষা তিনি সর্ব্বপরি চরিত্রের সৌন্দর্য্য অধিক পছন্দ করেন;তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমাদের মধ্যে যেন ফুলের শান্ত মাধুরী,-পবিত্রতা ও সরলতা ফুটিয়া উঠে। [89] [90]

মনোযোগ দিয়া শুনিতে পারিলে ঈশ্বরের সৃষ্ট বিষয়সমূহ আমাদিগকে

বিশ্বাস ও আজ্ঞাবহতার পাঠ শিক্ষা দিবে। যুগ যুগ ধরিয়া পথহীন বিরাট ব্যোমে, অথচ পথে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে সেই তারকারাজী হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্যন্ত প্রকৃতির বিষয়গুলি সৃষ্টিকর্ত্তার বিধান মানিয়া চলিতেছে। ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য ভাবিয়া থাকেন এবং তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু পোষণ করেন। যিনি বিরাট বিশ্ব-ব্যাপী অসংখ্য জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই আবার, নির্ভয়ে সঙ্গীতকারী ক্ষুদ্র চড়াই পাখিটীরও অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মানুষ যখন তাহার দৈনিক কাজে বাহির হয়, অথবা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকে, তখন তাহারা রাত্রিতে শয়ন, অথবা সকালে শয্যাত্যাগ করে, ধনী যখন নিজ

প্রাসাদে প্রমদ-ভোজে মত্ত, অথবা দরিদ্র যখন নিজ পর্নকুটীরে সামান্য আহার লইয়া সন্তানগণ সহ ক্ষুধা-ক্লিষ্ট- তখন এই প্রত্যেক জনের প্রতিই স্বর্গস্হ পিতা সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এমন এক বিন্দু চক্ষুজল পতিত হয় না যাহা ঈশ্বর লক্ষ্য না করেন, এমন হাসিটা নাই যাহা তিনি না দেখিয়া থাকেন। এই বিষয়টি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলে, আমাদের সকল প্রকার অকারন চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত হইত। তাহা হইলে বর্তমানের ন্যায় আমাদের জীবন এরুপ হতাশপূর্ণ থাকিত না; কারণ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হৌক, প্রত্যেক বিষয়ই ঈশ্বরের হস্তে অর্পিত হইত, যিনি কখনও চিন্তা-ভারে প্রপীড়িত নহেন, তখন আমারা আত্নার এরুপ বিশ্বাম

উপভোগ করিতে পারিব, যাহা বহুকাল ধরিয়া অনেকের নিকটেই অজ্ঞাত।

এই পৃথিবীর মনোরম শোভা দেখিয়া যখন তুমি আনন্দ বোধ কর, তখন কল্পনায় একবার সেই ভবিষ্যৎ জগতের বিষয়ে ভাবিয়া দেখিয়ও- যে জগতে পাপ ও মৃত্যুর আঘাত লাগিবে না, যে স্থানে প্রকৃতির শান্ত শোভায় আভিশাপের কাল ছায়া পতিত হইবে না। কল্পনা-চিত্রে তুমি সেই পরিত্রাণ প্রাপ্তগণের আলয় অঙ্কিত কর এবং মনে [91] রাখিও যে উহা উজ্জলতম কল্পনা-চিত্র অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবময় হইবে। প্রকৃতিতে ঈশ্বরের বিচিত্র বিষয়ে আমতা তাঁহার গৌরবের শুধূ ক্ষীণ আভাস পাইয়া থাকি। শাস্ত্রে

লিহকিত হইয়াছে, “চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাইএবং মনুষ্যের হৃদয়কাশে যাহা উঠে নাই,যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন” (১ করি ২ ৯)।

কবি ও উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পন্ডিত প্রকিতি সম্মন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু একমাত্র খ্রীষ্টীয়ানই পৃথিবীর সৌন্দয্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারেন, কারণ তিনি উহা তাঁহার পিতার স্বহস্ত-কৃত বলিয়া চিনিতে পারেন এবং প্রত্যেক বৃক্ষ, পুষ্প ও তৃণগুল্মে তাহাঁরই প্রেম অনুভব করেন। কেহই পূর্ণ ভাবে পাহাড় ও উপত্যকার, নদী ও সাগরের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবে না, যদি

সে উহাদিগকে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ না করেন।

ঈশ্বরের স্বীয় কার্জসমূহে্র মধ্য দিয়া এবং হ্রিদয়র তাঁহার আত্নার প্রভাব দ্বারা আমাদের সহিত কথা বলিয়া থাকেন। যদি আমাদের হৃদয়-দুয়ার মুক্ত করিয়া দেই, তবে সকল রকম অবস্থা ও আবেস্টনের মধ্যে, আমাদের চারিদিকে প্রতিদিন যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে সেই সকলের মধ্য হইতে, আমারা অমূল্য শিক্ষাসমূহ পাইতে পারি। গীতসংহিতাকার ঈশ্বরের ন্যায় বিধান সম্মন্ধে বলিয়াছেন, "পৃথিবী সদাপ্রভুর দয়াতে পরিপূর্ণ" (গীত ৩৩ঃ৫)। "জ্ঞানবান কে ? সে এই সমস্ত

বিবেচনা করিবে, তাহারা সদাপ্রভুর বিবিধ দয়া আলোচনা করিবে” (গীত ১০৭ঃ৪৩)।

ঈশ্বর তাঁহার বাক্য দ্বারাও (শাস্ত্রের সাহায্যে) আমাদের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। উহাতে তাঁহার স্বভাব মানুষের সহিত তাঁহার ব্যবহার এবং মহাপরিত্রাণ কার্জ্য স্পস্টরুপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে পিতৃকূলপতি ও ভাববাদিগণের এবং অন্যান্য প্রাচিনকালীন পবিত্র ব্যক্তিগনের ইতিহাস উন্মুক্ত রহিয়াছে। [92] তাঁহারও “আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন(যাকোর ৫ঃ১৭)। আমরা দেখিতে পাই, কিরুপে তাঁহারা আমাদেরই ন্যায় নিরুৎসাহে সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন,

আমাদেরই ন্যায় কিরুপে তাঁহারা প্রলোভনে পতিত হিয়াছিলেনেবং পুনরায় হৃদয়ে বল করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ জয়ী হইয়াছেন; এই সমুদয় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ধার্মিকতার নিমিত্ত সংগ্রামে উৎসাহিত হই। যে সকল অমূল্য অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তারাহা যে জ্যোতিঃ, প্রেম ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের করুণা বলে তাঁহারা যে কার্জ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই সমূদয় বিষয় পাঠ করিলে, যে আত্না দ্বারা তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাই আমাদের হৃদয়ে পবিত্র প্রতিযোগিতার বহ্নি প্রজ্জলিত করিবে এবং তাঁহাদের ন্যায় চরিত্রবান হইবার ও তাহদের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার বাসনা জাগাইয়া দিবে।

যীশু পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রকলাপ সমন্ধে বলিয়াছেন এবং নতুন নিয়ম সম্পর্কে উহা আরও অধিক সত্য যে-“তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়”(যোহন ৫ঃ৩৯), তিনি ত্রানকর্তা এবং যাঁহাতে আমাদের অনন্ত জিবনের আশা নিহিত রহিয়াছে। সত্য সত্যই, সমূদয় বাইবেলের খ্রীষ্ট সম্মন্ধে বলা হইয়াছে। “যাহা হইয়াছে, তাঁহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হ্য নাই” (যোহন ১ঃ৩),-জগৎ সৃস্টির এই প্রথম বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, “দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি” (প্রকা ২২ঃ১২), এই শেষ অঙ্গীকার পর্যন্ত, আমারা তাহাঁরই কার্জ্য সম্মন্ধে পাঠ করিতেছি, এবং তাহারই বাক্য শ্রবন করিতেছি। পরিত্রাণ কর্ত্তার বিষয়ে

জানিতে চাহিলে, পবিত্র শাস্ত্র কলাপ পাঠ কর।

ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমস্ত হৃদয় পূর্ণ কর। তাহার বাক্যকলাপ জীবন্ত জলের ন্যায় এবং উহারা তমার তীব্র পিপাসা প্রশমিত করিবে। উয়াহি স্বর্গের জীবন্ত খাদ্য। যীশু ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না [93] কর, তোমাদিগেতে জিবন নাই" (যোহন ৬ঃ৫৩)। তারপর তিনিই পুনরায় বুঝাইয়া বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন" (যোহন ৬ঃ৬৩)। আমাদের খাদ্য ও পানীয় হইতে দেহ গড়িয়া উঠে; প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক

জগতেও নিয়মিত সুব্যবস্হা রহিয়াছে; আমরা আধ্যাত্মিক স্বভাবের ধারা ও শক্তি লাভ করিব।

দূতগণেরও পরিত্রাণ বিষয়ে জানিবার বাসনা রহিয়াছে; অনন্ত যুগ ধরিয়া পরিত্রান-প্রাপ্তগণের জ্ঞান ও সঙ্গীতের বিষয় হইবে। তবে ইহা কি মনোযোগ শকারে পড়িবার ও ভাবিবার বিষয় নহে ? যীশুর অপার করুণা ও প্রেম, আমাদের আলচনা করা কর্ত্তব্য। পাপরাশি হইতে তাঁহার সন্তানগণকে মুক্ত করিবার জন্য যিনি এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, পবিত্র কার্য্য সম্মন্ধে ধ্যান করিব। এই প্রকারে স্বর্গীয় বিসয়ের ধ্যান করিলে আমাদের প্রেমেও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে এবং আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বেরর

নিক্তে আরও অধিকরুপে গ্রাহ্য হইবে, কারণ তখন প্রার্থনাসমূহ প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত বিশেষ ভাবে মিশ্রিত থাকিবে। উহারা তখন সারবান ও আকুলতা পূর্ণ হইবে। তখন যীশুতে দৃঢ় নির্ভরতা জন্মিবে এবং যাহারা তাঁহার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ ক্রিতে চায় তাহাদিগকে পূর্ণ পরিত্রাণ দান করিতে তাঁহার শক্তি রহিয়াছে, এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

ত্রানকত্তার পূর্ণ ও সিদ্ধ স্বভাবের বিষয়ে ধ্যান করিলে , আমরা তাঁহার পবিত্রতার প্রতিমুর্ত্তিতে সম্পুরনভাবে রূপান্তরীতকৃত ও নবীনীভূত হইতে চেষ্টা করিব। যাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি তাঁহার ন্যায় হইবার জন্য প্রাণে আকুল বাসনা হইবে। খ্রীষ্টের

[94] বিষয়ে আমরা যত অধিক চিন্তা করিব তত অধিক আমরা তাঁহার বিষয়ে অপর সকলকে বলিব এবং জগতের সম্মুখে তাঁহাকে প্রদর্শন করিব।

শুধু বিদ্বানের নিমিত্ত বাইবেল লিখিত হয় নাই; বরং উহা সাধারণ লোকদের নিমিত্তই সঙ্কল্পিত হইয়াছিল। পরিত্রানের জন্য যে সমুদয় মহা সত্যের প্রয়োজন, তাহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কারা হইয়াছে; এবং যাহারা সরলভাবে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া আপনাদের বুদ্ধি অনুযায়ী চলে, তাহারা ব্যতীত অপর কেহই কোন ভুল করিবে না বা পথ হারাইবে না।

শাস্ত্রকলাপের শিক্ষা সম্মন্ধে কাহারও সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া, আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করিব। আমরা যদি অপরকে আমাদের চিন্তা করিবার ভার দয়েয় তবে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য পঙ্গু ও সঙ্‌কুচিত হইয়া যাইবে। যে সকল বিষয়ে মনঃসংযোগের প্রয়োজন সেই সকল বিষয়ে আলোচনা না করিলে উচ্চ মানসিক শক্তিসমূহ খর্ব্ব হইয়া যাইবে এবং ঈশ্বর-বাক্যের গূঢ় অর্থ ধারণা করিবার ক্ষমতা নস্ত করিয়া দিবে। শাস্ত্রপদের সহিত শাস্ত্রপদ এবং আত্নিক বিষয়ের সহিত আত্নিক বিষয়ের তুলনা করিয়া যদি মারা বাইবেলের বিষয়গুলির পরস্পর সম্মন্ধ নির্ণয় করি তবে আমাদের মন প্রসারিত হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ব্যতীত অপর কিছুতে অধিক পরিমানে বুদ্ধির পরিচালনা হইতে পারে না। বাইবেলের উদার ও মহান্ সত্য ব্যতীত এরুপ আর কোন সারগর্ভ পুস্তক নাই, যাহা দ্বারা চিন্তা —রাশি উন্নত এবং মানসিক শক্তিসমূহ সতেজ হইতে পারে। যে ভাবে পাঠ করা উচিত, সেই ভাবে ঈশ্বরের বাক্য পঠিত হইলে হইলে সকল ম্নের উদারতা, চরিত্রের মহত্ত এবং উদ্দেশ্যের স্হিরতা প্রভৃতি যে সকল গুণ বর্ত্তমানে অতিশয় বিরল, তাহাই লাভ করিতে পারিবে। [95]

কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেলে কোনই লাভ হয় না। একজন হয়তো সমস্ত বাইবেল খানি পড়িয়া

শেষ করিতে পারে, অথচ উহার সৌন্দর্য অথবা উহার নিগুঢ় ও গভীর অর্থ গ্রহন করিতে পারিবে না। কোন প্রকার প্রকৃত উপদেশ লাভ না করিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে বহু অধ্যায় পাঠ করা অপেক্ষা বরং একটি মাত্র পদ উত্তমরূপে পাঠ করা ভাল, যদি প্রানে উহার গূঢ় অর্থ প্রকাশিত এবং পরিত্রাণ কল্পনার সহিত উহার স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সর্বদা বাইবেলখানি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখেবে। সুযোগ পাইলেই উহা খুলিয়া পড়িবে এবং পদগুলি মনের উপর অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। এমন কি রাস্তায় ভ্রমন করিবার সময়েও একটি পদ পাঠ করিতে এবং হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া ঐ বিষয়ে ধ্যান করিতে পার।

ঐকান্তিক মনোযোগ ও প্রাথনা-রত পাঠ ব্যতীত আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি না।শাস্ত্র বিভিন্ন কতিপয় অংশ এত সরল যে তাহা ভুল বুঝিবার কোনই কারন নাই, কিন্তু এরূপ অনেক অংশ যাহার অর্থ নিগূঢ় এবং শুধু পাঠ করিলেই অর্থ প্রকাশ হয় না।শাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তকের পরস্পর তুলানা করা অবশ্যক ।যত্নপূর্বক অনুসন্ধান এবং প্রার্থনা সহকারে পাঠ করিতে হইবে । এইভাবে পাঠ করলে সুফল লাভ করা যাইবে। খনি কর যেরূপ ভাবে ভূগর্ভে লুক্কায়িত মূল্যবান ধাতুর সন্ধান পায় সাএ রূপ যে ব্যক্তি অসাবধান অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টি পথ হইতে লুক্কায়িত নিগূঢ় সম্পদ নিমিও ঈশ্বরের ব্যাক্য সন্ধান করে সাই ব্যক্তি মহামূল্যবান সত্য লাভ

করিতে পারে ।হৃদয় অনুপ্রানিত ব্যাক্যের ধ্যান করিলে উহা জীবন স্রোত হইতে প্রবাহিত তটিনীর ন্যায় হইবে।

প্রার্থনা না করিয়া কখন বাইবেল পাঠ করা উচিত নহে । উহার পৃষ্ঠাগুলি খুলিবার পূর্ব্বে আমাদের পবিত্র আত্মার নিকটে [96] জ্ঞান প্রকাশের নিমিও প্রাথনা করা উচিত এবং হইলে আমাদিগকে উহা দান করা হইবে। নথনেল যীশুর নিকটে উপস্থিত হইলে যীশু বলিয়াছিলেন ” ঐ দেখ একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয় তাঁহার অন্তরে ছল নাই। নথনেল তাহাকে কহিলেন,আপনি কিসে আমাকে চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন ফিলিপ তোমাকে

ডাকিবার পুর্ব্বে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলে ছিলে তখন তোমাকে দেখিইয়াছিলাম” (যোহন ১ ৪৭ ৪৮) সত্য কি তা জানিবার জন্য আমারা যীশুর নিকতে আলো চাহিলে তিনি আমাদিগকে বিজন প্রার্থনার স্থানেও দেখিতে পাইবেন যাহারা আত্মার দীন্তার ঐশ্বরিক চালনার নিমিও প্রার্থনা করে। আলোর জগতে দূতগন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

প্রবিএ আত্মা ত্রাণকর্তাকে উন্নত ও মহিমান্বিত করিয়া থাকেন। খ্রীষ্ট, তাঁহার ধার্মিকতার পবিত্রতা এবং যাহার সাহায্যে আমরা যে মহা পরিত্রাণ পাই ।সেই খ্রীষ্টের পরিচয় প্রদান করাই পবিত্র আত্মার কার্য্য। যীশু কহিয়াছেন “যাহা আমার ,তাঁহাই

লইয়া তোমাদিগকে
জানাইবেন”(যোহন ১৬ ১৪)। সত্যের আত্নই ঐশ্বরিক

সত্যের একমাএ অভীষ্ট ফলদায়ক শিক্ষক ঈশ্বর যখন তাঁহার পুত্রকে মানজাতির জন্ম মরিতে দিয়াছেন এবং মানুষের উপদেষ্টা অ প্রতি মুহূওের চালোকরুপে তাঁহার আত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন , তাহাকে তিনি সেই মানবজাতির না জানি কতই বহু-মূল্য জ্ঞান করেন।

“তোমার বাক্য
আমার চরনের
প্রদীপ”
বিপথে যে দেয় পথটী
চিনায়ে
চরণ-প্রদীপ মোদের

সেই ;
ঈশ করুণার স্রোতের
ধারাটি;
পথিকের পথে তটিনী
এই। [97]
জীবন-খাদ্য, এই
নিয়ে বাঁচি;
মধুর মান্না জগতী
তলে
গগনের পরে যে দেশ
বিরাজে
চালক মদের দেয় যে
বলে।
আধার রাতের অনল-
স্তম্ভ,
দিবসের মেঘ
রক্তময়;
জীবন-তরনি ডুব ডুব

যবে
শরণ মোদের চিরাশ্রয়
।
জগৎ পিতার শাশ্বত
বাণী ;
ইচ্ছা মহান পুত্রের
তাঁর-
তোমা বিনে হেথা
কেমনে যাপিব,
লভিব
কেমনে
স্বরগ আর
? [98]

একাদশ অধ্যায়

প্রার্থনা করিবার অধিকার। (THE PRIVILIEGE OF PRAYER)

ঈশ্বর প্রকৃতি প্রত্যাদেশ,আপন বিচিত্র বিধান এবং তাঁহার আত্তার প্রভাব দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা কহিয়া থাকেন। কিন্ত এই সমদয়ও যথেষ্ট নহে; আমাদের নিকট তাহাদের প্রান চালিয়া দেওয়া অবশ্যক। আত্মিক জীবন ও শক্তি লাভ করিবার জন্য স্বর্গস্ত পিতার সহিত আমাদের প্রকৃত যোগাযোগ রাখিতে হইবে । আমাদের মন হয়তো তাঁহার পানে চালিত হইতে পারে; হইতে পারে;হয়তো তাঁহার কায্য, করুনা ও আশীর্বাদ সমুহের বিষয়ে আমরা চিন্তা

করিতে পারি ; কিন্ত ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের প্রানের আলাপন সম্ভব নহে ।ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিতে হইলে, আমাদের প্রকত জীবন সমন্ধ তাঁহাকে কিছু বলতে হইবে ।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট আমরা যেরুপ প্রান খুলিয়া দেই, ঈশ্বরের নিকট সেইরুপ প্রান খুলিয়া দেওয়াকেই প্রাথনা বলে । আমরা কিরুপ তাঁহাকে তাহা জানাইবার জন্য নহে, কিন্ত তাঁহাকে গ্রহন করিতে আমাদিগকে সমর্থ করিবার জন্য প্রাথনা প্রয়োজন।প্রাথনার বলে ঈশ্বর আমাদের কাছে নামিয়া আসেন না, কিন্ত আমরা ঈশ্বরের পানে উথিত হই।

যীশু পৃথিবী বাসের সময়ে কেমন করিয়া প্রাথনা করিতে হয়, শিষ্যদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন । তাহাদের প্রতি-দিনের অভাব ঈশ্বরের সম্মখে উপসিত করিবার ও যাবতীয় ভাবনার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিবার জন্য তিনি তাহদিগকে চালিত করিতেন। [99] তাহাদের আবেদন ঈশ্বর সমীপে গ্রাহ্য হইবে তাহাদের প্রতি তাঁহার এই আশ্বাস-বানী আমাদের পক্ষেও বটে।

মনুষ্য সমাজে বাস করিবার কালে যীশু প্রায়শঃই প্রার্থনায় রত থাকিতেন। আমাদের অভাব ও দুর্বলতা সমূহ, তিনি আপনার করিয়া নিলেন এবং তাঁহার পিতার নিকট হইতে আরও শক্তি লাভ করিবার জন্য

মিনতি ও আবেদনকারী সাজিলেন, যেন বিপদ ও কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইবার জন্য আরও হইতে পারেন। তিনি সকল বিষয়ে আমাদের দৃস্টান্ত স্বরূপ। আমাদের দুর্ব্বলতায় তিনি আমাদের সমব্যথী ভ্রাতা, "তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন।" কিন্তু নিস্পাপ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রকৃতি পাপ হইতে পরাবৃত্ত হইত। তিনি পাপের জগতে আত্নার বেদনা ও সংগ্রাম সহ্য করিয়াছেন। তাঁর মানব প্রকৃতি প্রার্থনাকে প্রয়োজনীয় বিষয় ও অধিকার করিয়া তুলিয়াছে। তিনি তাঁহার পিতার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইতেন। যদি মানব জাতির ত্রান-কর্তা ঈশ্বর-পুত্রই প্রার্থনার আবশ্যকতা বোধ করিলেন,

তবে দুৰ্ব্বল ও পাপপূর্ণ মানবসকলের অবিরত ব্যাকুল প্রার্থনার ক্ত প্রয়োজন।

আমাদের স্বর্গস্হ পিতা তাঁহার পূর্ণ আশীর্বাদ আমাদিগকে দান করিবার নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা অপার প্রেমের নির্ঝর হইতে প্রান ভরিয়া পান করিবার মহাসুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। কি আশ্চর্জ্য যে আমারা এত অল্প প্রার্থনা করিতে চাহি ঈশ্বর তাঁহার দীনতম সন্তানগণেরও অকপট প্রার্থনা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাকে আমাদের অভাব জানাইতেক্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করি। যখন ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের হৃদয়, তাঁহার নিরুপায় ও পরীক্ষা-প্রবণ মানবসন্তানগণের

নিমিত্ত ব্যাকুল এবং তাঁহাদের প্রার্থনা বা ভাবনাতীত রুপে তাহাদিগকে দান করিবার জন্য প্রস্তুত, অথচ আমারা অতি সামান্য [100] প্রার্থণা করে ও অতিশয় কিমি. বিশ্বাসে রাখে তখন স্বর্গীয় দূতগণ তাহাদের সম্মন্ধে কি ভাবিতে পারেন? দূতগণ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণিপাত করিতে, তাঁহার নিকটে থাকিতে ভালবাসেন। ঈশ্বরের সহিত আলাপ করাতেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আনন্দ; অথচ পৃথিবীর সন্তানগণ, যাহাদের শুধু ঈশ্বর দানই করিতে পারেন এইরুপ সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন-তাঁহার আত্নার জ্যোতি; ও তাঁহার চিরসঙ্গ ব্যতীত ভ্রমণ করিতে একটুও যেন কুন্ঠিত নহে।

যাহারা প্রার্থণা করিতে অবহেলা করে, শয়তানের প্রভাব তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রার্থনা করিবার যে মহাসুযোগ দান করিয়াছেন, তাহারা তাহার সদ্ব্যবহার করে না বলিয়াই শত্রুর গুপ্ত পাপ- প্রলোভন দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। যে স্থানে সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত ঐশ্বর্জরাশি রহিয়াছে, স্বর্গের সেই ভাণ্ডার গৃহ খুলিবার জন্য যখন প্রার্থণাই বিশ্বাসীর হস্তের চাবি, তখন ঈশ্বর সন্তানগণ প্রার্থণা করিতে অবহেলা করিবে কেন? অবিরত প্রার্থনা ও উৎসুক প্রতীক্ষা না করিলে আমাদের সৎপথ হইতে বিচলিত ও অসাবধান হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে। শত্রু সর্ব্বদা অনুগ্রহ-সিংহাসনের পথ রোধ করিয়া

রাখিয়াছে, যেন আমরা ব্যাকুল প্রার্থণা ও বিশ্বাসের বলে প্রলোভনে বাধা দিবার নিমিত্ত শক্তি ও অনুগ্রহ লাভ করিতে না পারে।

ঈশ্বর যে আমাদের প্রার্থণা শুনিবেন ও উহার উত্তর দিবেন, তাহা কতিশয় অবস্্থার উপরে নির্ভর করে। তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম অবস্্হাটি এই যে আমরা যেন তাঁহার সাহায্যের আবশ্যকতা বুঝিতে পারি। তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, “আমি তৃষিত ভূমির উপরে জল এবং শুষ্ক এস্থানের উপরে জলপ্রবাহ ঢালিয়া দিব” (যিশ ৪৪ঃ৩)। যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, যাহারা ঈশ্বরের নিমিত্তে ব্যাকুল, তাহাঁরা নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত [101] হইবে। আত্মার শক্তি

গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হৃদয় খুলিয়া দিতে হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করা যাইবে না।

আমাদের আবশ্যকতাই অর্থাৎ তাঁহার নিমিত্ত আমাদের অভাবই তাঁহাকে লাভ করিবার যথেষ্ট কারণ এবং আমাদের মুখপাত্র স্বরূপ হইবে। কিন্তু আমাদের নিমিত্ত এই সকল বিষয় সম্পন্ন করিবার জন্য সদাপ্রভুর সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দয়া যাইবে" (মথি ৭ঃ৭)। আবার লিখিত আছে, "যিনি নিজপুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমপর্ন করিলেন, রিনি কি তাঁহার সহিত

সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্বক দান করিবেন না (রোমীয় ৮ঃ১৩)?”

যদি আমাদের হৃদয়ে অধর্ম্ম পোষণ করি, যদি আমরা জ্ঞাতসারে কোন পাপকে ধরিয়া রাখি, তবে সদাপ্রভু আমাদের কথায় কর্নপাত করিবেন না; কিন্তু ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রার্থনা সর্ব্বদা গ্রাহ্য হিয়া থাকে। জ্ঞাত দোষগুলি শুধরাইয়া ফেলিলে, আমরা বিশ্বাসক্রতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের আবেদন শ্রবন করিবেন। আমরা কখনও নিজগুনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হইতে পারি না; যীশুর যোগ্যতা আমাদের পরিত্রাণ দিবে; তাঁহারই রক্ত আমাদিগকে শুচিত করিবে; তথাপি

গ্রাহ্য হইবার নিমিত্ত কতিপয় সর্ত্ত অনুযায়ী কার্জ্য করিতে হইবে।

বিশ্বাস, বলবৎ প্রার্থনার একটি মৌলিক অংশ। “যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট উপস্হিত হয়, তাহার উহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরুস্কার-দাতা” (ইব্রীয় ১১ঃ৬)। যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, “এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, [102] যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাজ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে” (মার্ক ১১ঃ২৪)। আমরা কি তাঁহার বাক্য অনুযায়ী কার্জ্য করিতেছি?

এই আশ্বাস-বাণী উদার ও অসীম এবং যিনি অঙ্গীকার করিয়াছে্ন তিনি চির ও বিশ্বস্ত। আমরা কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া যদি সেই সময়ে উহা না পাই, তথাপি আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে যে সদাপ্রভু আমাদের কথায় কর্নপাত করিয়াছেন এবং তিনি প্রার্থনার উত্তর দিবেন। আমরা এতদূর ভ্রান্ত ও অদূরদর্শী যে আমরা যাহা আমাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইবে না সেই রুপ বিষয়ে প্রার্থনা করি এবং আমাদের স্বর্গস্‌হ পিতা স্নেহপরবশ হইয়া প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ আমাদিগকে এরুপ আশীর্ব্বাদ দান করেন, যাঁহাতে আমাদের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল হইবে-যাহা, আমাদের দর্শন শক্তি ঐশ্বরিকভাবে আলোকিত হইলে পর সকল বস্তুর প্রকৃত অবস্‌হা

দেখিতে পাইয়া আমারাও তাহাই পাইবাত বাসনা করিতাম। আমাদের প্রার্থনার উত্তর না আসিলে আমরা প্রতিজ্ঞাবানীর উপর নির্ভর করিব; কারণ উত্তর দানের সময় নিশ্চয় আসিবে এবং আমাদের স্বেরূপ আশীর্বাদ লাভ করবার প্রয়োজন, আমরা তাহাঁ অবশ্যই লাভ করিব। কিন্তু সর্ব্বদাই আমাদের ইচ্ছামত এবং আমাদের আশানরুপ বিষয়ের মত প্রার্থনার উত্তর আসিবে এরুপ দাবি করা প্রগলভতা। জ্ঞানময় পরমেশ্বরের কখন ভ্রম হইতে পারে না এবং যাহারা সৎপথে চলে তাহাদিগকে কখনও তিনি কোন সৎ বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন না। অতএব তোমরা প্রার্থনার উত্তর হাতে হাতে না পাইলেও, তাঁহাকে বিশ্বাস

করিতে শঙ্কা করিও না। “যাজ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেয়া যাইবে” (মথি ৭ঃ৭),- তাঁহার এই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞার উপরে বিশ্বাস স্হাপন কর।

যদি আমরা মনে দ্বিধা ও ভয় পোষণ করি এবং বিশ্বাস [103] করিবার পুর্ব্বে, যাহা মারা স্পস্ট বুঝিতে পারি না তাহারও সমাধান করিতে চেষ্টা করি, তবে সন্দেহের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের প্রকৃত নিঃসহায় ও নির্ভরশীল অবস্হা লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্হিত হই, তবে যাঁহার জ্ঞান অসীম, যিনি সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুটি দেখিতে পান এবমগ যিনি তাঁহার ইচ্ছা ও বাক্য দ্বারা সকলের উপর কর্ত্তৃত করেন, তাঁহার

নিকটে পূর্ণ বিশ্বাস দীন ভাবে আমাদের অভাব জ্ঞাপন করিলে, তিনি অবশ্যই আমাদের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিবেন এবং আমাদের অন্তরে আলোকরাশি দান করিবেন। অকপট প্রার্থনা দ্বারা আমরা অনন্ত, ঐশ্বরিক মনের সহিত সম্মন্ধ স্হাপন করিতে পারি। প্রেম ও করুনায় পরিপূর্ন হইয়া ত্রানকর্ত্তা যে আমাদের উপরে ঝুঁকিয়া রহিইয়াছেন, এই বিষয়ে বিশেষ প্রমান না থাকিলেও, বাস্তবিক ইহা সত্য। আমরা হয়ত তাঁহার স্হর্শ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার প্রেম ও কোমল করুণার হস্তখানি সত্য সত্যই আমাদের উপরে রহিয়াছে।

যখন আমরা ঈশ্বরের নিকটে করুণা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি তখন আমাদের অন্তরেও প্রেম ও করুণার আত্না পোষণ করিতে হইবে। অন্তরে ক্ষমাবিমুখ আত্না লইয়া আমরা কিরুপে প্রার্থনা করিব- "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমারাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি" (মথি ৬ঃ১২)? যদি আমাদের প্রার্থনা শ্রুত হইবার বাসনা করি, তবে যে পরিমাণ আমরা ক্ষমা পাইতে ইচ্ছা করি, ঠিক সেও পরিমান ক্ষমা অপর কে করিতে হইবে।

প্রার্থনায় অধ্যবসায়, আশীর্ব্বাদ লাভের আর একটি কারণ। বিশ্বাসে ও অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধি পাইবার ইচ্ছা

করিলে আমাদের আবিরত প্রার্থনা করিতে হইবে। আমাদের “নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা করিতে” (রোমীয় ১২:১২-বম্ওয়েচ্) হইবে, “প্রার্থনায় নিবিস্ত..............ধন্যবাদ সহকারে এ বিষয়ে জাগিয়া (কল ৪:২)” [104] থাকিতে হইবে। পিতর বিশ্বাসীদিগকে বারবার বলিয়াছেন, “সংযমশীল হও,এবং প্রার্থানায় নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ থাক” (১ পিতর ৪:৭) পৌল উপদেশ দিয়াছেন, “সর্ব্ব বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাজ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর” (ফিলি ৪:৬)। যিহুদা বলিয়াছেন, “কন্তু প্রিয়তমেরা............পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর” (যিহুদা

২০,২১)। আবিরত প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের আত্নার সহিত আমাদের আত্নার মিলন অচ্ছেদ্য থাকে, তাই আমাদের জীবনে ঈশ্বরের জীবন প্রবাহিত হয়; এবং আমাদের জীবন হইতে শুচিতা ও পবিত্রতা ঈশ্বরের নিকট বহিয়া যায়।

প্রার্থানায় যত্নশীলতার প্রয়োজন, কিছুতেই যেন এ বিষয়ে তোমাকে বাধা দেয় না। যীশু ও তোমার আপন আত্নার মধ্যে সহভাগিতা বজায় রাখিওবার জন্য সর্ব্ব প্রকারে যত্ন কর। প্রার্থানা করিবার স্হানে উপস্হিত হইবার জন্য সকল প্রকার সুযোগ গ্রহণ কর। যাহারা সত্য সত্যই ঈশ্বরের সহিত সহভাগিতার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই

কর্ত্ত্যবসাধনে বিশ্বাসী এবং যত প্রকার সম্ভব উপকার লাভ করিবার জন্য উৎসুক ব্যাকুলভাবে প্রত্যেক প্রার্থান-সভায় দেখিতে পাইবে। স্বর্গ হইতে আলো লাভ করিবার যে কোন সুযোগের সম্মুখীন হইয়া তাহার উন্নতি সাধন করিবে।

আমাদের পারিবারিক প্রার্থানা করা উচিত; সর্ব্বোপরি আমরা কখনও বিজন প্রার্থানা অবহেলা করিব না, কারন উহাই আত্মার জীবন। প্রার্থানা অবহেলা করিয়া কখনও আত্মোন্নতি সম্ভব নহে। শুধু পারিবারিক বা সমবেত প্রার্থানাই যথেষ্ট নহে। নির্জনে আত্মাকে ঈশ্বরের সর্ব্বস্হানব্যাপী দৃষ্টির সম্মুখে বিকশিত কর। শুধু প্রার্থনা শ্রবনকারি ঈশ্বর দারাই গুপ্ত

প্রার্থনা শ্রুত হইবে। [105] আর কোন কৌতূহলী কর্নে তোমার গোপন আবেদনের সুর পৌছিবে না। নীরব প্রার্থনা কালে আত্মা চতুর্দ্দিকের প্রভাব ও উত্তেজনা হইতে মুক্ত। উহা আত ধীরে, অথচ পূর্ণ আবেগে ঈশ্বরের নিকটে পৌছিবে। যিনি গোপন সকল ব্যাপার দেখিয়া থাকেন, যিনি হৃদয় হতে উথিত প্রার্থনা কর্নপাত করেন, তাহা হইতে নির্গত সমূদয় প্রভাব অতিশয় মধুর ও চিরস্‌হায়ী হইবে। ধীর ও সরল বিশ্বাস দ্বারা, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সহভাগিতা স্‌হাপন করে এবং শয়তানের সহিত সংগামে শক্তিশালী হইবার জন্য ঐশ্বরিক আলোকমালা সঞ্চিত করিয়া রাখে। ঈশ্বর আমাদের শক্তিস্তম্ব।

তুমি আপন নির্জন কক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিও; দৈনিক কার্জ্যে রত প্রতিক্ষণই তোমার হৃদয় ঈশ্বরের নামে ধাবিত হউক্। হনোক্ এই প্রকারে ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন ক্রিতেন। এই প্রকার নীরব প্রার্থনা ধূপের সৌরভের ন্যায় করুণার সিংহাসন পানে উথিত হয়। ঈশ্বরে যাহার হৃদয় সমপিত শয়তান কখন তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না।

যে কোন সময়ে বা যে কোন স্হানেই ঈশ্বরের নিকটে প্রানের আবেদন উৎসর্গ করা যাইতে পারে । কিছুতেই ব্যাকুল প্রার্থনার আত্নার আমাদের অন্তরের উত্তোলনকে বাধা দিতে পারে না। রাস্তায় জন্তার ভিড়ে

অথবা কোন বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যেও,

নহিমিয় যেরুপ অর্তক্ষস্ত রাজার সম্মুখে তাঁহার অনুরোধ জানাইয়া ছিলেন, সেইরূপ আমারু ঈশ্বরের নিকটে আবেদন পৌছাইতে এবং ঐশ্বরিক চালনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারি। আমরা যে কোন স্হানেই থাকি না কেন সেই স্হানেই সহভাগিতার

জন্য নির্জ্জন কক্ষ খুজিয়া পাইতে পারি। আমরা সর্ব্বদা আমাদের হ্রদয়-দুয়ার উন্মুক্ত রাখিব এবং যীশু যেন স্বর্গীয় অতিথির মত আমাদের প্রানে আসিয়া বাস করিতে পারেন, এই জন্য সর্ব্বদা আমাদের আহবান উথিত হইবে। [106]

আমাদের চারিদিকে হয়তো দূষিত ও কলুষিত ভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা সেই দুর্গন্ধময় বাষ্প ত্যাগ করিয়া স্বর্গের পবিত্র বায়ু গ্রহণ করিতে পারি। আকপট প্রার্থনার বলে ঈশ্বরের পানে আত্মাকে চালিত করিয়া যাবতীয় অপবিত্র কল্পনা ও অশুচি চিন্তার দ্বারা একেবারে রুদ্ধ করিতে পারি। যাহাদের হৃদয় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও সাহায্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উন্মুক্ত তাহারা এই পৃথিবী অপেক্ষা পবিত্রতর জগতে ভ্রমণ করিবে এবং স্বর্গের সহিত চির সহভাগিতা করিতে পারিবে।

যীশুর বিষয়ে আমাদের আরও পরিষ্কার ধারনা এবং অনন্ত সত্যগুলির মূল্য সম্পর্কে আরও

সুস্পস্ট জ্ঞানের আবশ্যক। ঈশ্বরের সন্তা গনের হৃদয় পূর্ণ ক্রিবার জন্যই শুচিতার সৌন্দর্জ্য রহিয়াছে; উহা যেন সার্থক হইতে পারে এই নিমিত্ত আমরা স্বর্গীয় বিষয় সমূহের পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরের পানে উদ্ধে আমাদের হৃদয় ধাবিত হউক, যেন ঈশ্বর আমাদিগকে স্বর্গীয় পবিত্র বায়ু দান করেন। আমরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের এত নিকটে স্হাপন করিতে পারি যে সকল প্রকার অপ্রত্যাশিত বিপদে আমাদের চিন্তারাশি, ফুল যেরূপ সুর্য্যের পানে ফিরিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে ঈশ্বরের পানে ধাবিত হইবে।

তোমাদের যাবতীয় অভাব, আনন্দ, দুঃখ, চিন্তা ও ভয় ঈশ্বরের সম্মুখ রখিয়া দাও। কখনও তুমি তাঁহাকে ভার-পীড়িত বা পরিশ্রান্ত করিতে পারিবে না। যিনি তোমার মাথার চুলগুলি পর্যন্ত গণনা করিতে পারেন, তিনি কখনও তাঁহার সন্তানগনের অভাবের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। “ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ন ও দয়াময়” (যাকোর ৫ঃ১১)। আমাদের দুঃখে, এমন কি, বেদনার বাক্যে তাঁহার প্রানে আঘাত লাগে। [107]

যাহা দ্বারা তোমাদের মন আকুলিত হয়, তাহা সমুদয় তাঁহার নিকটে লইয়া যাও। তাঁহার পক্ষে কিছুই গুরুতর হইবে না, কারন তিনি

সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের উপরে কর্ত্তৃত্ব্ব করিতেছেন। আমাদের শান্তি সম্পর্কীয় কোন বিষয়ই তিনি ক্ষুদ্র বলিয়া গন্য করেন না। আকাদের জীবনে এমন কোন অধ্যায় নাই যাহা উদঘাটন তাঁহার পক্ষে দুরুহ। আমাদের স্বর্গস্হ পিতার অগোচরে অথবা তাঁহার সত্বর প্রতিবিধানের বাহিরে, তাঁহার সন্তানগণের কোন একটি উপরেও কোন বিপদ পতিত হইতে পারে না, কাহারও আত্নার উদ্বেগ আসিতে পারে না, কাহারও কোন আনন্দ বা অকপট প্রার্থনা চলিতে পারে না। "তিনি ভগ্ন-চিত্তদিগকে সুস্হ করেন, তাহাদের ক্ষত সকল বাঁধিয়া দেন" (গীত১৪৭ঃ৩)। প্রত্যেক আত্নার সহিত

ঈশ্বরের সম্পর্ক এত নিবিড় ও সুস্পস্ট যে ঈশ্বর যেন তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে সেই আত্মা ব্যতীত অপর কোন আত্মার নিমিত্ত প্রদান করেন নাই, এরুপ মনে হইয়া থাকে।

যীশু কহিয়াছেন, “সেই দিন তোমরা আমার নামেই যাজ্ঞা করিবে, আর আমি তোমাদিগকে বলেতেছি না যে, আমিই তোমাদের নিমিত্তে পিতাকে নিবেদন করিব; কারণ পিতা আপনি তোমাদিগকে ভালোবাসেন” (যোহন ১৬ঃ২৬,২৭)। “আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি;..................জেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাজ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন” (যোহন ১৫ঃ১৬)।

কিন্তু প্রার্থনার প্রথমে ও শেষে শুধু যীশুর নাম উল্লেখ করিলেই যীশুর নামে প্রার্থনা করা হয় না। তাঁহার অঙ্গীকার সমূহ বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহার মত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যীশুর মনে আত্মার প্রার্থনা করাই যীশুর নামে প্রার্থনা। [108]

ঈশ্বর কখনও এরুপ বলেন নাই যে আমরা এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য মুনি বা সন্ন্যাসী হইয়া যাইব। আমাদের জীবনের ন্যায় পর্ব্বতেরও জন সমাজের মধ্যে আপন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অন্য কোন কাজ না করিয়া শুধু প্রার্থনা করে সে শীঘ্রই প্রার্থনা হইতে বিরত হইবে। খ্রিষ্টীয় কর্ত্তব্য ও ক্রুশ বহনের

কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সামাজিক জীবনের বহুদূরে মানুষ যখন চলিয়া যায়, যিনি তাহাদের জন্য প্রাণপণে কার্য্য করিয়াছিলেন সেই প্রভুর নিমিত্ত কার্য্য করিতে যখন তাহারা বিমুখ হয়, তখন তাহারা প্রার্থনার বিষয় হারাইয়া ফেলে এবং আরাধনায় নিমিত্ত প্রাণের কোন আকুলতা থাকে না। তাঁহাদের প্রার্থনা ব্যক্তিগত ও স্বার্থপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাহারা কখনও মানবজাতির অভাবের নিমিত্ত, অথবা কার্য্যোপযোগী শক্তি কামনা করিয়া খ্রীষ্টের রাজ্য সংগঠনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারে না।

ঈশ্বরের কার্য্যে পরস্পর শক্তি ও উৎসাহলাভের নিমিত্ত সমবেত হঈবার সুযোগ ত্যাগ করিয়া আমরা

ক্ষতিগ্রস্‌হ হই। তাঁহার বাক্যের সত্যসমূহ আমাদের নিকটে প্রাণহীন ও গুরুত্ব বিহীন হইয়া পড়ে। উহাদের পবিত্র প্রভাব দ্বারা আমাদের হৃদয় আলোকিত ও জাগত হইতে বিরত হয়। খ্রীস্টিয়ান সমাজে বাস করিয়া, পরস্পরের প্রতি সহানুভুতি না দেখাইলে আমাদের বিশেষ অপকার হয়। যে ব্যক্তি আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে সে কখনও ঈশ্বরের নিদিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না। সামাজিক মূলনীতিগুলির অনুশীলন করিলে আমরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হই এবং উহার ঈশ্বরের কার্য্যে আমাদের শক্তি ও উন্নতি বিধানের উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। [109]

খ্রীস্টিয়ানগণ যদি সমবেত হইয়া পরস্পর ঈশ্বরের প্রেমে এবং পরিত্রানের আমুল্য স ত্য সমন্ধে আলোচনা করে, তবে তাহাদের আপন প্রান আমোদিত হইবে এবং অপরকেও তাহারা নবজীবন দান করিতে পারিবে। আমরা আমদের স্বর্গীয় পিতার করুণা সম্মন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করিয়া দিনের পর দিন তাঁহার বিষয়ে আরও অনেক নতুন তত্ত্ব লাভ করিতে পারি; তারপর তাঁহার প্রেম সম্মন্ধে বলিবার জন্য আমাদের বাসনা হইবে এবং এই করিতে পারিলে আমাদের হৃদয় প্রেমপুর্ন ও উৎসাহিত হইবে। নিজের বিষয়ে অল্পমাত্রা চিন্তা করিয়া, যীশু সম্মন্ধে যদি অধিক মাত্রা চিন্তা করি,

তাহা হইলে তাহা আরও অধিক অনুভব করিতে পারব।

যতবার আমরা তাঁহার স্নেহশীল যত্নের পরিচয় পাই, ততবার যদি আমরা তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করি, তবে সর্ব্বদা তিনি আমাদের স্মরণে জাগ্রৎ থাকিবেন এবং আমরা তাঁহার বিষয়ে আলোচনাও তাঁহার স্ত্ততি করিতে আনন্দ লাভ করিব। আমরা পখির বিষয় ভালবাসি বলিয়া ঐ সম্মন্ধে আলাপাদি করিব। বন্ধুগনকে ভালবাসি বলিয়া এবং সুখ দুঃখ তাহাদের সহিত জড়িত বলিয়া, আমরা তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করি। তথাপি আমাদের পাখির বন্ধুগণ অপেক্ষা ঈশ্বর কে অধিক ভালবাসিবার অসংখ্য কারণ রহিয়াছে;

আমাদের সমূদয় চিন্তার বিষয়ে তাহাকেই সৰ্ব্বপ্রথম করা এবং তারাহ মহত্ত্ব ও শিক্তি সমন্ধে আলাপ আলোচনা করাই জগতের সৰ্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক বিষয়। আমাদিগকে প্রদত্ত তাঁহার অমুল্য দানসমূহ আমাদের সমূদয় প্রেম ও চিন্তারাশি এরুপভাবে কারিয়া নিবে যেন ঈশ্বরকে দিবার নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এই উদ্দেশ্যে তিনি কখনও ঐ সকল দান করেন নাই; উহারা সকল সময় আমাদিগকে তাঁহার বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দিবে এবং আমাদের মহান স্বর্গস্হ মাহান্ স্হিতকারী সহিত আমাদিগকে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে [110] গ্রথিত করিবে। আমরা যেন একেবারে পৃথিবীর নিম্নভুমিতে বাসস্হান করিয়াছি। আইসুন একবার

আমরা উর্দ্ধে ধর্ম্মধামের উন্মুত দ্বারের পানে চক্ষু উত্তোলন করি; সেই স্হানে ঈশ্বরের মহিমাগুলোকে খ্রীস্টের মুখমন্ডল দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এই খ্রীস্ট,- "যাহারা তাঁরা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্হিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পুর্নরুপে পরিত্রান করিতে পাড়েন" (ইব্রীয় ৭ঃ২৫)।

"তাঁহার দয়া প্রযুক্ত, মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চার্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত" (গীত ১০৭ঃ৮), আমাদের ঈশ্বরের আরও অধিক স্ত্ততি করা প্রয়োজন। আমাদের উপাসনা কার্য্য যেন শুধু যাজ্ঞা ও গ্রহণ করাতেই শেষ হয় না। আমরা যে সকল উপকার পাইয়াছি, তাহা বাদ দিয়া যেন সর্ব্বদাই আমরা শুধু আমাদের অভাবের

বিষয়ে চিন্তা না করি। আমরা যে প্রার্থনা খুব বেশী করি তাহা নহে, তবে ধন্যবাদ প্রদান তাহা অপেক্ষাও কম করিয়া থাকি। আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের করুণা লাভ করিতেছি, অথচ আমরা কত অল্প কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছি এবং তিনি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন তাজ্জন্য তাঁহার কত সামান্য স্‌ত্‌ততি করিতেছি।

প্রাচিনকালে উপবাসনার নিমিত্ত সমবেত ইস্রায়েলগণকে সদাপ্রভু বলিয়াছেন, “আর স্‌হানে সেই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে ভোজন করিবে , তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে যে কিছুতে হস্তপর্ন করিবে, তাহাতেই সপরিবারে আনন্দ

করিবে” (দ্বিঃবিঃ ১২ঃ৭)। ঈশ্বরের গৌরবার্থে যাহা করনীয় তাহা প্রফুল্লতার সহিত করিতে হইবে, কখনও দুঃখ ও বিষণ্ণতার সহিত নহে।

ঈশ্বর আমাদের স্নেহপুর্ন করুণাময় পিতা। তাঁহার নিমিত্ত কার্য্যকে কখমও ক্লেশকর বা মর্ম্মপীড়িদায়ক গণ্য করা উচিত নহে। সদাপ্রভুর আরাধনায় এবং তাঁহার কার্য্যসাধনকে আনন্দের বিষয় করিয়া তুলিতে হইবে। ঈশ্বর চাহেন না যে যাহাদের জন্য [111] তিনি এরূপ মহা পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা কখনও তাঁহাকে কঠোর ও পীড়নকারী কার্য্যশাসক বলিয়া ভুল ধারণা করে। তিনই তাহাদের সর্বোত্তম বন্ধু ; এবং যখন তাহারা তাঁহার আরাধনা করে,

তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনা দিতে, প্রেম অ আনন্দ দ্বারা তাহাদের হৃদয় পূর্ণ করিতে আশা করেন। সদা প্রভু ইচ্ছা করেন যেন তাঁহারা সন্তানগণ তাঁহার পরিচর্য্যায় সান্ত্বনা পায় এবং তাঁহারা সেবা কার্য্যে কঠোরতা অপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করে। তিনি চাহেন যে যাহারা তাঁহার আরাধনা করিতে আসে, তাহারা যেন তাঁহার প্রেম ও যত্নের অমূল্য চিন্তারাশি বহন করিয়া নিয়া যায়, যেন তাহারা দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে আনন্দ লাভ করে, যেন তাহারা বিশ্বস্ত ভাবে ও সাধুতার সহিত সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া করুণা পাইতে পারে।

আমরা ক্রুশের সম্মুখে সমবেত হইব। খ্রীষ্ট ও তাঁহার ক্রুশ ব্যাপার আমাদের ধ্যান, আলাপন ও অতিশয় আনন্দপূর্ণ ভাবের বিষয় হইবে। ঈশ্বরের নিকট হইতে আমরা যে যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি তাহা স্মরণে রাখিব এবং তাঁহার মহান্ প্রেম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, যে হস্ত আমাদের নিমিত্ত ক্রুশে প্রেকবিদ্ধ হইয়াছিল সেই হস্তে আমাদের যাহা কিছু সকলই বিশ্বাসের সহিত সমর্পণ করিতে পারিব।

ঈশ্বরের গুণকীর্তন দ্বারা, আত্মা স্বর্গের নিকটতর হইতে পারে। স্বর্গের দরবারের সঙ্গীত ও তানলহরী দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা হয় এবং আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও স্বর্গীয়

বাহিনীর উপাসনার ন্যায় হইয়া থাকে। “যে ব্যক্তি স্তবের বলি উৎসর্গ করে, সেই আমার (ঈশ্বরের) গৌরব করে,” (গীত ৫০ ২৩)। এস আমরা “স্তব গান ও সঙ্গীতের ধ্বনি” সহকারে, শ্রদ্ধাপূর্ণ আনন্দের সহিত আমাদের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখীন হই। [112]

দ্বাদশ অধ্যায়

সন্দেহ ভঞ্জন। (WHAT TO DO WITH DOUBT)

অনেকেই বিশেষতঃ যাহারা খ্রীষ্টীয় জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছে, মাঝে মাঝে সন্দেহ-পীড়িত হইয়া থাকে। বাইবেলে এরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহা তাহারা অর্থ করিতে, অথবা বুঝিতে পারে না এবং শয়তান এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র যে ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য, তাহাদের এই বিশ্বাস শিথিল করিয়া দেয়। তাহারা এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া থাকে, “কিরূপে আমি ঠিক পথ জানিতে পারিব? বাইবেল যদি সত্য সত্যই ঈশ্বরের বাক্য হয়, তবে কিরূপে আমি এই

সমুদয় সন্দেহ ও জটিলতা হইতে মুক্ত হইতে পারি?”

বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট প্রমাণ না দিয়া ঈশ্বর কখনও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন না। তাঁহারা অস্তিত্ব, স্বভাব ও তাঁহারা বাক্যের যথার্থতা- এই সমুদয়ই এরূপ প্রচুর সাক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের যুক্তির পক্ষে অনুকূল। তথাপি ঈশ্বর সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা একেবারে লোপ করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস সাক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রমাণের উপরে নহে। যাহারা সন্দেহ পোষণ করিতে চায়, তাহাদের যথেষ্ট সুযোগ মিলিবে ; আর যাহারা বাস্তবিক সত্য কি তাহা জানিতে ব্যাকুল হয়, তাহারা তাহাদের

বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ প্রচুর প্রমাণ পাইতে পারিবে।

সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে অনন্ত পুরুষের স্বভাব ও কার্য্যাবলী, সম্যক ধারণা করা অসম্ভব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটেও এই পবিত্র পুরুষ চির প্রহেলিকায় [113] সমাচ্ছন্ন থাকিবেন। "তুমি কি অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে পার? সর্ব্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব পাইতে পার? সে তত্ত্ব গগনবৎ উচ্চ; তুমি কি করিতে পার? পাতাল অপেক্ষাও অগাধ ; তুমি কি জানিতে পার?" (ইয়োব ১১:৭,৮)।

প্রেরিত পৌল বলিয়াছেন, "আহা ! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ ! তাঁহার বিচার সকল

কেমন বোধাতীত ! তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয় !” (রোমীয় ১১:৩৩)। কিন্তু যদিও “মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চারিদিকে বিদ্যমান,” তথাপি “ধর্ম্মশীলতা ও বিচার তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তিমূল” (গীত ৯৭:২)। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমরা শুধু এই মাত্র ধারণা করিতে পারি যে অনন্ত শক্তির সহিত অপার করুণা ও প্রেম মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় যতটুকু জানিলে আমাদের মঙ্গল হয় আমরা ঠিক ততটুকু জানিতে পারি ; উহার বেশী জানিতে হইলে আমাদের তাঁহারই উপরে নির্ভর করিতে হইবে, যিনি সর্বশক্তিমান ও প্রেমময়।

ঈশ্বরের বাক্য, তাঁহার নিজ চরিত্রের ন্যায় নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ; সসীম মানুষ কখনও উহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জগতে পাপের প্রবেশ, খ্রীষ্টের নরদেহে আবির্ভাব, পুনর্জ্জন্ম, পুনরুত্থান প্রভৃতি আরও অনেক বাইবেলোক্ত বিষয় এত গভীর অর্থপূর্ণ যে উহা বুঝিতে পারা বা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া মানুষের পক্ষে দুরূহ। কিন্তু আমরা ঐশ্বরিক বিধানের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারি না বলিয়া আমাদের ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রাকৃতিক জগতে আমরা সর্ব্বদা এত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি যাহাদের কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতিশয় সাধারণ একটি জীবনও এরূপ

সমস্যাপূর্ণ যে অতিশয় বিজ্ঞ দার্শনিকও তাহা সমাধান [114] করিতে অসমর্থ। সর্ব্বত্র এরূপ বিস্ময়কর বস্তু রহিয়াছে যাহা কখনও আমদের জ্ঞানগোচর হইবে না। তবে আত্মিক জগতে আমাদের বুদ্ধির অগম্য কোন নিগূঢ় বিষয় থাকিলে আমরা বিস্মিত হইব কেন? মানব মনের সঙ্কীর্ণতা ও দুর্ব্বলতাই এই দুর্ব্বোধের কারণ। ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ঈশ্বর আমাদিগকে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন ; যদি আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারি, তবে তাঁহার বাক্যে সন্দেহ করা উচিত নহে।

প্রেরিত পিতর বলিয়াছেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রের “কোন কোন কথা বুঝা

কষ্টকর ; অজ্ঞান ও চঞ্চল লকেরা............সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে,” (২ পিতর ৩:১৬)। সন্দেহবাদী নাস্তিকগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠিন পদগুলি তুলিয়া বাইবেল সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত উপস্থিত করিয়া থাকে ; কিন্তু বিরুদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা , ঐ সকল পদ দ্বারা, বরং উহা যে ঈশ্বর নিশ্বসিত, তাহাই দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়। যদি উহাতে ঈশ্বরের কোন বিবরণ না থাকিয়া শুধু আমরা যাহা বুঝিতে পারি, তাহাই থাকিত, যদি তাঁহার মহত্ত্ব ও বিশালতা সসীম মানব বুদ্ধি অনায়াসে ধারণা করিতে পারিত, তবে বাইবেল কখন ঐশ্বরিক প্রামাণ্যের অভ্রান্ত নিদর্শন বহন করিত না। বিষয়ের গাম্ভীর্য্য ও রহস্য,

উহা যে ইসশর-বাক্য, সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবে।

বাইবেল মানব হৃদয়ের অভাব ও বাসনানুযায়ী এরূপ সরল ও সম্পূর্ণভাবে সত্য প্রকাশ করিয়াছে যে অতিশয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও উহা দ্বারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয় এবং সাধারণ, অশিক্ষিত লোকেরা পরিত্রানের পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অথচ এত সরল ভাবে বর্ণিত সত্যসমূহ এরূপ উচ্ছ, দুর-প্রভাব বিস্তারী ও মানব বুদ্ধির ধারণাতীত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে যে উহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, শুধু এই কারণেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রকারে আমাদের সম্মুখে পরিত্রাণের উপায় প্রকাশিত হইয়াছে

যেন ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পন্থানুযায়ী পরিত্রাণ লাভ [115] করিবার জন্য প্রত্যেক আত্মা অনুতাপ দ্বারা ঈশ্বরের এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীস্টের পানে ক্রমে ক্রমে চালিত হইতে পারে ; তথাপি অতি সহজে বোধগম্য সত্যসমূহের অন্তরালে তাঁহার গৌরবকে আবৃত করিয়া এরূপ নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে, যাহা অনুন্ধান করিতে গেলে মন অভিভূত হইয়া যায় অথচ অকপট সত্যান্বেষী ব্যক্তি শ্রদ্ধায় অ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। সে বাইবেলখানি যত অধিক অনুসন্ধান করিবে, ততই তাহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে থাকিবে যে উহা জীবন্ত ঈশ্বরের বাক্য এবং তখন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মহিমার সম্মুখে মানব বুদ্ধি অবনত হইয়া যাইবে।

বাইবেলের মহান্ সত্যসমূহ আমরা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে অসমরথ,-এইরুপ স্বীকার করিলে শুধু ইহাই মানিয়া লওয়া হয় যে মানুষের সসীম মন কখনও অসীমের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না ; আর মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না।

অবিশ্বাসী, নাস্তিকের দল এই নিগূঢ় রহস্যের কিনারা না পাইয়া ঈশ্বরের বাক্য পরিহার করে; তারপর যাহারা বাইবেলে বিশ্বাস করে বলিয়া ঘোষণা করে, তাহারাও এই বিষয়ে বিপদমুক্ত নহে। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, “ভ্রাতৃগণ, দেখিও, পাছে অবিশ্বাসের এমন মন্দ হৃদয়

তোমাদের কাহারও মধ্যে থাকে যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বর হইতে সরিয়া পড়” (ইব্রীয় ৩:১২)। বাইবেলের উপদেশসমূহ মনজগ সহকারে পাঠ করা এবং শাস্ত্রে যতদূর প্রকাশিত হইয়াছে ততদূর “ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকল” (১ করি ২:১০) অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। “নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার” বটে, “কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের..................অধিকার” (দ্বিঃ বিঃ ২৯:২৯)। কিন্তু [116] এই প্রকার অনুসন্ধান করিবার মানসিক শক্তি বিকৃত করাই শয়তানের কার্য্য। বাইবেলোক্ত সত্যের বিচার বা আলোচনার সহিত একটু অহঙ্কারের ভাব জড়িত রহিয়াছে, তাই মনুষ্যেরা তাহাদের তৃপ্তি মত শাস্ত্রের প্রত্যেক

অংশ ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে অধীর অ অপ্রতিভ হইয়া যায়। ইসসর-নিশ্বসিত বাক্য তাহারা বুঝিতে পারে না, এরূপ স্বীকার করা যেন তাহাদের পক্ষে বড়ই অপমান জনক। ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত তাহাদের নিকটে সত্য প্রকাশ করা উপযুক্ত মনে করিবেন, সেই পর্য্যন্ত তাহারা ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। তাহারা মনে করে যে শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে মানব বুদ্ধি অপর কোন সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ সমর্থ, তাই ব্যর্থকাম হইয়া তাহারা উহার প্রামাণ্য একেবারে অস্বীকার করিয়া ফেলে। এ কথা সত্য বটে যে বাইবেল হইতে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত বলিয়া কথিত বহু মতবাদ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি উহার উপদেশে নাই, বরং উহারা সমুদয় ঈশ্বর-নিশ্বসিত

বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সকল বিষয় অনেককে সন্দেহাকুল ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং মানুষের বিকৃত বুদ্ধি দোষে এইরূপ হইয়াছে, ঈশ্বরের বাক্যের দোষে নহে।

ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যদি সৃষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভব হইত, তবে সেই সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে পর তাহাদের আর সত্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার, জ্ঞানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিবার এবং হৃদয় ও মনকে আরও সুপরিস্ফুষ্ট করাই তুলিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। ঈশ্বর তাহা হইলে আর সর্ব্বপ্রধান থাকিতে পারিতেন না এবং মানুষও জ্ঞান ও সাধনার চরম

সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আর উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। এই প্রকার সম্ভব হয় নাই বলিয়া আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ঈশ্বর অনন্ত ; তাঁহাতে "জ্ঞানের ও বিদ্যার [117] সমস্ত নিধি গুপ্ত রহিয়াছে" (কল ২:৩)। অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষ অনুসন্ধান ও তত্ত্বান্বেষণ করিয়াও তাঁহারা প্রজ্ঞা, মহত্ত্ব ও শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার শেষ করিতে পারিবে না।

ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যেন এই জীবনেই তাঁহারা বাক্যনিহিত সত্যসমূহ তাঁহারা লোকদের নিকটে ক্রমাগত প্রকাশিত হইতে থাকে। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র পন্থা আছে। যে আত্মা দ্বারা বাক্য দত্ত হইয়াছে শুধু সেই আত্মার জ্ঞানালোক

দ্বারাই আমাদের নিকটে ঈশ্বর-বাক্যের অর্থ প্রকাশ হইতে পারে। “ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন” (১ করি ২:১১,১০)। ত্রাণকর্ত্তা,তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, -“পরন্ত তিনি, সত্তের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন;....................কেননা যাহা আমরা, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন” (যোহন ১৬:১৩,১৪)

মানুষ তাহার বুদ্ধি শক্তির চালনা করুক, ঈশ্বরের ইহাই বাসনা ; বাইবেল পাঠে মন যেরূপ উন্নত ও সবল হইবে, অপর কিছু পাঠ করিলে

সেইরূপ হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি শক্তিকে অভ্রান্ত মনে করিয়া অত্যুচ্চ স্থান দিলে চলিবে না ; আমাদের বুদ্ধিশক্তি মানবের জরাজীর্ণতা হেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যদি শাস্ত্র দ্বারা আমাদের বুদ্ধিকে মেঘাচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছা না থাকে, যাহার ফলে সহজ সত্তগুলিও ধারনাতীত বলিয়া অনুভূত হইবে, তবে আমাদের শিশুর ন্যায় বিশ্বাস ও সরলতা সহকারে পবিত্র আত্মার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া শাস্ত্রপাঠে নিরত হইতে হইবে। একদিকে ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি, অন্যদিকে তাঁহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতা, এই প্রকার রোধ আমাদিগকে বিনীত করিয়া তুলিবে [118] এবং তাহা হইলে আমরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার ন্যায় পবিত্র

ভীতি সহকারে তাঁহার বাক্য পাঠে রত হইব। বাইবেল পাঠ আরম্ভ করিয়া, আমাদের বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অপর কোন প্রভুত্ব মানিয়া লইতে হইবে এবং জ্ঞান ও হৃদয় সেই মহান্ পরমাত্মার সম্মুখে অবনত করিতে হইবে।

কতিপয় বিষয় স্বভাবতঃই কঠিন ও প্রচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যাহারা ঐ সকল বুঝিবার শক্তি প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাহাদের নিকটে উহা সহজ ও সরল করিয়া দেন। কিন্তু পবিত্র আত্মার চালনা ব্যাতীত আমরা সর্ব্বদা কেবল শাস্ত্র পদের বিকৃত অর্থ ও ভুল ব্যাখ্যা করিতে থাকিব। বাইবেলে এরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা পাঠ করিয়া কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি

হয়। যখন শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা ব্যাতীত ঈশ্বর বাক্য খোলা হয়, যখন চিন্তা ও আকর্ষণ ঈশ্বরে নিবদ্ধ নহে, অথবা তাঁহার ইচ্ছার সহিত সুসঙ্গত নহে, তখনই মন সন্দেহের মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং বাইবেল পাঠ দ্বারাই নাস্তিকতা বৃদ্ধি পায়। শত্রু তখন চিন্তারাশির উপরে প্রভুত্ব করিয়া ভুল ব্যাখ্যা যোগাইতে থাকে। মনুষ্যেরা যদি বাক্যে ও কার্য্যে ঈশ্বরের সহিত ঐক্য স্থাপন না করে, তবে তাহারা যতই বিদ্বান হৌক্ না কেন, শাস্ত্র বুঝিতে তাহাদের ভ্রম হইবে এবং তাহাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কখনও নিরাপদ নহে। যাহারা কেবল শাস্ত্রে অনৈক্যের খোঁজ করে, তাহাদের আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। যাহা প্রকৃত পক্ষে সরল, বিকৃত দৃষ্টি লইয়া

তাহারা তাহাতে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বহু কারণ দেখিতে পাইবে।

অধিকাংশ স্থলে, পাপের প্রতি অনুরাগই সন্দেহ ও নাস্তিকতার কারণ ; যতই লুক্কায়িত থাকুক্ না কেন, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। পাপে অনুরক্ত, দাম্ভিক হৃদয়ের নিকটে কখনও ঈশ্বর-বাক্যের উপদেশ ও বাঁধাবাঁধি নিয়মসমূহ প্রীতিকর নহে এবং যাহারা উহার প্রয়োজনানুরূপ বিধি পালন করিতে অনিচ্ছুক তাহারা উহার প্রামাণ্য সন্দেহ করিতে প্রস্তুত আছে। সত্য লাভ করিবার [119] উদ্দেশ্যে, সত্য কি তাহা জানিবার জন্য আমাদের আকুল বাসনা এবং উহা পালন করিবার জন্য হৃদয়ে ইচ্ছা পোষণ করিতে হইবে। যাহারা এইরূপ

ভাব লইয়া বাইবেল পাঠ করিতে আরম্ভ করে তাহারা, উহা যে ঈশ্বরের বাক্য, সেই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে এবং উহার সত্য সম্বন্ধে তাহার পরিত্রাণ লাভের উপযোগী জ্ঞান লাভ করিবে।

খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয় জানিতে পারিবে" (যোহন ৭:১৭)। যে বিষয় না বুঝিতে পার, যদি তুমি সেই বিষয়ে অযথা প্রশ্ন ও কুতর্ক না করিয়া, তোমার অন্তরে যে আলোক রহিয়াছে, সেই আলোকের প্রতি মনোনিবেশ কর, তবে তুমি আরও অধিক আলোক প্রাপ্ত হইবে। যে সমুদয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমার পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছে,

খ্রীষ্টের অনুগ্রহে সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর, তাহা হইলে অপর যে গুলি সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ রহিয়াছে, সেই সকলও বুঝিতে ও সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে।

অতি উচ্চ শিক্ষিত এবং একেবারে নিরক্ষর—এই সকলের নিকটেই একটী প্রমাণ অবলম্বন করিতে পারে, তাহা অভিজ্ঞতা। ঈশ্বর তাঁহার বাক্যের যথার্থতা এবং অঙ্গীকারসমূহের সত্য প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, "আস্বাদন করিয়া দেখ, সদাপ্রভু মঙ্গলময়" (গীত ৩৪:৮)। অপরের বাক্যের উপরে নির্ভর না করিয়া , আমাদের নিজেদের

আস্বাদন করিতে হইবে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, “যাচ্ঞা কর তাহাতে পাইবে” (যোহন ১৬:২৪)। তাঁহার অঙ্গীকার অবশ্যই সফল হইবে। কখনও উহা বিফল হয় নাই,কখনো উহা বিফল হইতে পারে না। যীশুর নিকটে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার প্রেমের পূর্ণতায় যতই আমরা [120] আনন্দ করিতে থাকিব,ততই আমাদের সন্দেহ ও অজ্ঞানতার অন্ধকার তাঁহার উপস্থিতির আলোকে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

প্রেরিত পৌল বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর “আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেম ভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন” (কল ১:১৩)। আর যে

কেহ মৃত্যু হইতে জীবনে অতিক্রম করিয়াছে “সে ইহাতে মুদ্রাঙ্ক দিয়াছে যে, ঈশ্বর সত্য” (যোহন ৩:৩৩)। সে এই সাক্ষ্য দিতে পারে,--” আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং আমি যীশু হইতে তাহা পাইয়াছি। আমার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে, আমার প্রানের ক্ষুদা মিটিয়াছে ; এইক্ষনে বাইবেল আমার কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ। কেন আমি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি,এই প্রশ্ন করিবে কি? আমি বলিব,-- কারণ তিনি আমার ঐশ্বরিক ত্রাণকর্ত্তা। আমি বাইবেলে বিশ্বাস করি কেন? —কারণ আমি ইহাকে আমার প্রাণের নিকটে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া পাইয়াছি। আমরা নিজেদের মধ্যেই প্রমাণ পাইতে পারি যে বাইবেল সত্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

ঈশ্বর-পুত্র। চতুরতার সহিত কল্পিত কোন আজ্ গুবি কাহিনীর অনুসরণ করিতেছি না, একথা আমরা বেশ জানি।

পিতর তাঁহার ভ্রাতৃগণকে "প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু" (২ পিতর ৩।১৮) হইতে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের লকগণ করুণায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সর্ব্বদা তাঁহার বাক্য সম্বন্ধে আরও পরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। তাহারা উহার পবিত্র সত্য নিচয়ে আরও নূতন আলোক, আরও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। সকল যুগে মণ্ডলীর ইতিহাসে এই কথা সত্য হইয়া আসিয়াছি, শেষ পর্য্যন্তও এইরূপ চলিতে থাকিবে। "ধার্ম্মিকদের পথ

প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়, যাহা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর উত্তর দেদীপ্যমান হয়” (হিতো ৪:১৮)। [121]

বিশ্বাস বলে ঐশ্বরিক শক্তির সহিত মানবীয় শক্তি মিশ্রিত করিয়া এবং আত্মার প্রত্যেক শক্তিকে, আলক-নিধি ঈশ্বরের সংস্পর্শে আনিয়া আমরা ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টিপাত করিতে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত ঈশ্বরের অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। আমরা তাই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি যে ঈশ্বরের যে সকল বিধান আমাদের নিকটে জটিল বোধ হইয়াছে, তাহা তখন সহজ হইয়া যাইবে; যে সকল বিষয় বুঝিতে পারি নাই, তখন তাহাদের অর্থ বোধ হইবে; এবং যে স্থানে আমাদের সসীম মন

শুধু গোলযোগ ও অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছি,সেই স্থানে পুনরায় আমরা শৃঙ্খলা ও অতি মধুর ঐক্য দেখিতে পাইব। “কারন এখন আমরা দর্পণে অস্পস্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমি কতক অংশে জানিতে পাই, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব।” (১ করি ১৩ঃ১২) [122]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আনন্দ সাধনা । (REJOICING IN THE LORD)

ঈশ্বরের সন্তানদিগকে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলা হইয়াছে ; কারণ তাহাদের দ্বারাই সদাপ্রভুর মহত্ত্ব ও করুণা প্রকাশিত । প্রভু যীশু যেরূপ পিতার চরিত্র আমাদের নিকটে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ যে জগৎ তাহার বিষয়ে জানে না, সেই জগতে আমাদের তাহার কোমল ও করুণা মিশ্রিত প্রেম প্রকাশ করিতে হইবে । যীশু কহিয়াছেন, “তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি । আমি তাহাদিগেতে

ও তুমি আমাতে,............ যেন জগৎ জানিতে পায় যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ” (যোহন ১৭ঃ১৮, ২৩)। প্রেরিত পৌল যীশুর শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন “ফলতঃ তোমার খ্রীষ্টের পত্র .... বলিয়া প্রকাশ পাইতেছ” “যাহা সকল মনুষ্য জানে ও পাঠ করে” (২ করি ৩ঃ৩, ২)। যীশু তাঁহার প্রত্যেক সন্তানে এক এক খানা পত্র জগতে প্রেরণ করেন। যদি তুমি খ্রিষ্টের অনুসরণকারী হও, তবে যেখানে তুমি বাস কর, সেখানে পরিবারে, গ্রামে ও রাস্তায় তোমাকে তিনি একখানা পত্র স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। যাহারা যীশুর সহিত পরিচিত নহে, যীশু তোমাদের হৃদয়ে বাস করিয়া, তাহাদের অন্তরের সহিত কথা কহিতে চাহেন। হয়তো তাহারা

বাইবেল পাঠ করে না। অথবা উহা তাহাদের সহিত যে কথা বলিতেছে তাহা তাহারা শুনিতে পায় না ; তাহারা, ঈশ্বরের কার্য্যাবলীতে প্রকাশিত তাহার প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি প্রভু যিশুর খাঁটি প্রতিনিধি হও, তবে হয়তো তোমার মধ্য দিয়া তাহার মহত্তের কিয়দংশ বুঝিতে পারিবে এবং তাহাকে সেবা ও প্রেম করিবার নিমিত্ত বশীভূত হইবে।

খ্রীষ্টীয়ানগন আলোক-বাহীরূপে স্বর্গের পথ দেখাইয়া [123] থাকেন। খ্রীষ্ট হইতে তাহার যে দীপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাই তাহাদিগকে জগতে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তাহাদের জীবন ও চরিত্র এরূপ হইবে যেন তাহাদের মধ্য দিয়া অপর সকলে

খ্রীষ্ট ও তাহার পরিচর্য্যা সম্বন্ধে যথার্থ ধারনা পোষণ করিতে পারে।

যদি আমরা খ্রীষ্টের নিদর্শন স্বরূপ হই, তবে আমরা তাহার সেবাকার্য্যকে মনোহারী করিয়া তুলিতে পারিব ; আর বাস্তবিক উহা স্বভাবতঃই মনোহারী। যে সকল খ্রীষ্টীয়ান প্রাণে বিষাদ ও কালিমা সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে, তাহারা অপরকে ঈশ্বরের খ্রীষ্টীয় জীবনের মিথ্যা আদর্শ প্রদান করিতেছে। তাহারা এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা অপরের হৃদয়ে এইরূপ ভুল ধারনা জন্মাইয়া দেয় যে ঈশ্বর যেন তাহার সন্তানগণের সুখী দেখিয়া সন্তুষ্ট নহেন ; তাই এই বিষয়ে তাহারা

আমদের স্বর্গস্থ পিতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শয়তান, ঈশ্বরের সন্তানগণের হৃদয়ে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্য জন্মাইতে পারিলে পুলকিত হয়। আমরা ঈশ্বরের অবিশ্বাস ও আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তাহার ইচ্ছায় ও শক্তিতে সন্দেহ করি, - ইহা দেখিতে পাইলে শয়তান বড়ই আনন্দিত হয়। ঈশ্বর তাহার বিধান দ্বারা আমাদের ক্ষতি করিবেন, আমরা যেন এইরূপ ভাব পোষণ করি, শয়তানের ইহাই ইচ্ছা। সদা প্রভুকে করুণা ও মমতাবিহীন করিয়া চিত্রিত শয়তানের কার্য্য। সে তাহার সম্বন্ধে সত্যের অপলাপ করিয়া থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা দ্বারা

সে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে ; আর আমরা আমদের স্বর্গস্থ পিতা সম্পর্কীয় সত্যের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া শয়তানের মিথ্যা কথনের প্রতি মনোযোগ দান করি এবং অবিশ্বাস ও অসন্তুষ্টির ভাব প্রয়াশ করিয়া ঈশ্বরের অশ্রদ্ধা দেখাই থাকি। শয়তান সর্ব্বদাই ধার্ম্মিক জীবনকে বিষাদের জীবন করিয়া তুলতে চেষ্টা করে। এইরূপ জীবন যেন সকলের নিকটে দুর্ব্বহ ও কঠিন বলিয়া বোধ হয়, [124] ইহাই তাহার বাসনা ; কোন খ্রীষ্টীয়ান যদি নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ভাব পোষণ করে, তবে তাহার অবিশ্বাস দ্বারা সে শয়তানের মিথ্যাচারের সমর্থন করিতেছে।

জীবন-পথে চলিতে অনেকে নিজ নিজ ভুল, ভ্রান্তি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বিষয়ে অতিশয় চিন্তা করে এবং তাহাদের হৃদয় শোক ও নিরুৎসাহে পরিণত হইয়া যায়। ইউরোপে থাকিবার কালে এক ভগিনীকে এইরূপ অবস্থায় পাইয়াছিলাম ; গভির ক্লেশে পতিত হইয়া তিনি আমার নিকটে উৎসাহ বাক্যের জন্য একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার পত্র পাঠ করিবার পর রাত্রিতে আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি এক উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এবং এক ব্যক্তি, যাহাকে উদ্যানের মালিক বলিয়া বোধ হইল, উহার মধ্যস্থ নানা পথ দিয়া আমাকে চালাইয়া নিতেছেন। আমি নানা জাতীয় ফুল চয়ন করিয়া সুগন্ধ গ্রহণ করিতেছি,

এমন সময়ে সে ভগিনী আমার পার্শ্বে হাটিতে হাটিতে সহসা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে কতিপয় বিশ্রী আকৃতির কণ্টকের জন্য তিনি পথ চলিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই জন্য শোক ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চালকের নির্দ্দেশ মত পথ না চলিয়া কণ্টকময় পথে ভ্রমন করিতেছিলেন। তাই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, " হায়, এমন সুন্দর উদ্যানখানি কণ্টক দ্বারা খারাপ হইয়া গিয়াছে!" তখন চালক উত্তর করিলেন, "কণ্টকের পথে ফিরিয়া চাহিও না, কারন উহারা শুধু তোমাকে আঘাত দিবে। শুধু সুন্দর সুন্দর, গোলাপ, স্থল কুমুদ ও পারুল প্রভৃতি পুষ্প চয়ন করিতে থাক।"

তোমার অভিজ্ঞতায় কি কোনই উজ্জ্বল রেখা নাই? তোমার স্মৃতিপথে কি এমন কোন মঙ্গল মুহূর্তের উদয় হয় না, যখন তোমার হৃদয় ঈশ্বরের আত্মার স্পন্দনে আনন্দে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল? তোমার অতিত জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি কি কোনই মনোরম স্মৃতি খুঁজিয়া পাও না? সুগন্ধি পুস্পের মত [125] ঈশ্বরের অঙ্গীকারগুলি কি তোমার পথের দুই পার্শ্বে ফুটিয়া রহে নাই? তুমি কি উহাদের সৌন্দর্য্য ও মাধুরী দ্বারা তোমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে দিবে না?

পথের কণ্টকরাশি কেবল তোমাকে বেদনা ও আঘাত দিবে; যদি তুমি শুধু ঐ গুলি সংগ্রহ করিয়া

অপরকে উপহার দেও, তবে কি তুমি নিজে ঈশ্বরের মহত্ত্ব তুচ্ছ করা ব্যতিত অপরকেও জীবন-পথে ভ্রমণ করিতে বাধা দিতেছ না ?

অতিত জীবনের অপ্রীতিকর স্মৃতি ও উহার পাপ ও হতাশের কার্য্যগুলি মনে মনে গুছাইয়া লইয়া নিরাশায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পরা পর্য্যন্ত ঐ সমুদয় বিষয়ে আলোচনা বা শোক করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। হতাশপূর্ণ হৃদয়, ঈশ্বরের জ্যোতি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায় এবং অপর সকলের পথে ছায়া বিস্তার করে।

ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল উজ্জ্বল চিত্র দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। তাঁহার প্রেমের

পবিত্র আশ্বাসগুলি আমরা সঞ্চিত করিয়া রাখিব। যেন আমরা সর্ব্বদা উহাদের পানে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। ঈশ্বর-পুত্র পিতৃ-সিংহাসন ত্যাগ করি মানবত্ব দ্বারা তাহার ঈশ্বরত্বকে আবৃত করিয়া রাখিলেন, যেন তিনি শয়তানের প্রভুত্ব হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে পারেন ; ঈশ্বর যে স্থানে তাহার গৌরবে স্ব-প্রকাশ রহিয়াছেন মানবীয় দৃষ্টির সম্মুখে সেই স্বর্গীয় কক্ষ এবং স্বর্গ রাজ্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি আমাদের নিমিত্ত বিজয়ী হইয়াছেন ; পতিত জাতিকে, পাপ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ধ্বংসের কুপ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে অনন্ত পরমেশ্বরের সংস্পর্শে আনিয়াছেন এবং তাহারা আমাদের ত্রানকর্ত্তার

প্রতি বিশ্বাসের বলে ঐশ্বরিক পরীক্ষা সহ্য করিয়াছে ও খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতায় পরিহিত হইয়াছে ;- আমরা যেন এই সকল চিত্রের বিষয়ে চিন্তা করি, ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা। [126]

আমরা যখন ঈশ্বরের প্রেমে সন্দেহ এবং তাহার অঙ্গীকারসমূহ অবিশ্বাস করি, তখন আমরা তাহাকে অশ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকি ও তাহার পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করি। সন্তানের মঙ্গল ও শান্তি বিধানের নিমিত্ত মাতা সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াও যদি বুঝিতে পারেন যে তাহার সন্তানগণ তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে — যেন তাহাদের কল্যাণ কামনা তাহার অভিপ্রায় ছিল না, তবে সেই মাতার

মনের ভাব কিরুপ হইবে ? মনে কর যেন তাহারা তাহার স্নেহ ও যত্নে সন্দেহ পোষণ করিতেছে ; উহাতে নিশ্চয় তাহার প্রাণে আঘাত লাগিবে। কোন মাতাপিতা সন্তানের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাইতে চায় ? যে প্রেম দ্বারা চালিত হইয়া আমাদিগকে জীবন দান করিবার জন্য জন্য আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহার একজাত পুত্র দান করিয়াছেন, যদি আমরা সেই প্রেমে অবিশ্বাস করি, তবে তিনি আমাদিগকে কীরূপ মনে করিবেন ? প্রেরিত পৌল লিখিয়াছেন, "যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাহাকে সমর্পন করিলেন, তিনি কি তাহার সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহ পুর্ব্বক দান করিবেন না ?" (রোমীয়

৮ঃ৩২)। তথাপি অনেকে বাক্যে না হৌক্, আপনআপন কার্য্য দ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে , "প্রভুর এই অঙ্গীকার আমার নিমিত্ত নহে । তিনি অপর সকলকে ভালবাসিতে পারেন, আমাকে নহে ।"

এই সকল ভাব , তোমার আত্মার পক্ষে অনিষ্টকর ; কারন তোমার উচ্চারিত, সন্দেহ জনিত প্রত্যেক শব্দ, শয়তানের প্রলোভনরাশি আহ্বান করিতেছে ; উহা তোমার সন্দেহের প্রকৃতিকে দৃঢ়তর করিতেছে এবং পরিচর্য্যাকারী দূতগণ তোমার নিকট হইতে ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন । শয়তান যখন তোমাকে প্রলোভন দেখায় তখন একটিও সন্দেহ বা অজ্ঞানতার বাক্য প্রকাশ

করিও না। যদি [127] তুমি তাহার সঙ্কেত মত হৃদয় দুয়ার খুলিয়া দেও, তবে তোমার মন অবিশ্বাস ও বিদ্রোহসূচক সন্দেহে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি তুমি তোমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেল, তবে যে সন্দেহের ভাব তুমি ব্যক্ত করিয়াছ, তাহা যে তোমাতেই শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা নহে, উহা ক্ষুদ্র অঙ্কুরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া অপরের জীবনেও ফল বহন করিবে এবং তাহা হইলে তোমার বাক্যের প্রভাব প্রতিহিত করা সম্ভব হইবে। তুমি নিজে হয়তো প্রলোভনের কাল শয়তানের ফাঁদ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পার, কিন্তু অপর যাহারা তোমার প্রভাবে অভিভূত হইয়াছে, তাহারা হয়তো

তুমি তাহাদিগকে যে অবিশ্বাস শিখিয়া দিয়াছ, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। তাই যে সকল বিষয় আত্মিক শক্তি ও জীবন দান করিবে, আমাদের সেই সকল বিষয় আলোচনা করা কত আধিক প্রয়োজন !

তুমি তোমার স্বর্গস্থ পিতা সম্বন্ধে জগতে কীরূপ সংবাদ বহন করিতেছ, দূতগণ তাহাই কান পাতিয়া শুনিতেছেন। যিনি পিতার সম্মুখে অনুরোধ করিবার জন্য রহিয়াছেন , তোমার কথা বার্ত্তা যেন তাহারই বিষয়ক হয়। কোন বন্ধুর হস্তখানি গ্রহন করিবার কালে, তোমার ওষ্ঠ ও হৃদয় হইতে স্তুতি বাক্য নির্গত হউক।

ইহা দ্বারা তাহার চিন্তারাশি যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হইবে ।

দুঃখসহ শোক ও দুর্দ্দমনীয় পরীক্ষা — প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষা প্রত্যেকেরই সহিতে হইবে । কোন মনুষ্যের নিকটে তোমার দুঃখের কথা না বলিয়া, প্রার্থনাতে ঈশ্বরের নিকটে সকল কথা বল, এইরূপ নিয়ম করিয়া লও । আশা ও পবিত্র আনন্দ পুর্ন বাক্য দ্বারা তুমি অপরের জীবন উজ্জ্বল ও উদ্দম দৃঢ়তম করিতে পার ।

পরীক্ষা দ্বারা অভিভূত বহু সাহসী হৃদয়, নিজের ও শয়তানের পরাক্রমের সহিত সংগ্রাম করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পরিয়াছে, এরূপ কোন ব্যক্তিকে, তাহার কঠোর

সংগ্রামে নিরুৎসাহ করিও না। তাহাকে নির্ভীক ও আশা প্রদ বাক্য বলিয়া [128]

সুপথে চালিত কর। এই প্রকারে তোমা হইতে খ্রীষ্টের দীপ্তি বিকীর্ণ হইতে পারে। "কারণ আমাদের মধ্যে কেহ আপনার উদ্দেশে জীবিত থাকে না" (রোমীয় ১৪:৭)। আমাদের অজ্ঞাত প্রভাব দ্বারা অপরে উৎসাহিত ও আধিকতর শক্তিমান হইতে পারে, আবার কেহ কেহ খ্রীষ্ট ও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরুৎসাহিত হইতে পারে।

খ্রীষ্টের চরিত্র ও স্বভাব সম্ভন্ধে অনেকে ভুল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে তিনি মোটেই প্রফুল্ল বা হাসি খুসি ছিলেন না, শুধু কঠিন, কঠোর ও নিরানন্দ। অনেক

স্থলে এইরূপ নিরুৎসাহকর ধারণা দ্বারা সমুদয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা রঞ্জিত রহিয়াছে।

অনেকে আবার বলিয়া থাকে যে যীশু বহুবার কাঁদিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও তাহার হাসিবার উল্লেখ নাই। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা সত্য সত্যই ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইয়াছিলেন, কারন তিনি মানবের যাবতীয় দুঃখ বহন করিয়া লইবার জন্য আপনার হৃদয় খুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও তাহার জীবন আত্মত্যাগী এবং দুঃখ ও ভাবনা দ্বারা অন্ধকারচ্ছন্ন ছিল, তথাপি কখনও তাহার হৃদয় চুর্ণ হয় নাই। তাহার আকৃতিতে কখনও শোক বা ক্ষোভের চিহ্ন ছিল না, কিন্তু সর্ব্বদাই শান্তি পূর্ণ গাম্ভীর্য বিরাজিত

ছিল। তাহার অন্তঃকরণ জীবনের উৎস ছিল ; তিনি যেখানেই যাইতেন সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গে বিশ্রাম ও শান্তি, আনন্দ ও প্রফুল্লতা বর্ত্তমান থাকিত।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি ও কার্য্যতৎপর ছিলেন, কখনও বিষণ্ণ বা বিমর্ষ ছিলেন না। তাহার অনুসরণ কারীদের জীবন একাগ্র সাধনায় পরিপুর্ন হইবে ; ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহাদের গভীর জ্ঞান থাকিবে। চঞ্চলতা দমিত হইবে; কোন প্রকার উদ্দাম রঙ্গকৌতুক, অথবা অশোভন ঠাট্টা বিদ্রূপ [129] থাকিবে না ; কিন্তু যীশুর ধর্ম্ম তটিনীর ন্যায় শান্তি দান করিবে। উহা কখনও আনন্দের আলোক নির্ব্বাপিত করে না ; প্রফুল্লতা নিরোধ

করিতে পারে না অথবা হাস্যদীপ্ত, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিয়া দেয় না। যীশুর পরিচর্য্যা লাভ করিতে নহে, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে আসিয়াছিলেন; আমাদের হৃদয়ে যখন তাহার প্রেম আধিপত্য করিবে, আমরা তখন তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব।

আমরা যদি অপরের অন্যায় ও নির্দ্দয় কার্য্যগুলি সম্বন্ধে আধিক চিন্তা করি, তবে খ্রীষ্ট যেরূপ আমাদিগকে ভাল বাসিয়া ছিলেন, আমরা কখনও তাহাদিগকে সেইরূপ ভালবাসিতে পারিব না; কিন্তু আমরা খ্রীষ্টের অপুর্ব্ব প্রেম ও করুণার চিন্তায় ভরপুর থাকি তবে অপরের প্রতিও সেইরূপ আত্মা প্রবাহিত হইবে।

সকলের দোষ ও অসম্পুর্নতা আমাদের চখে পরা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে প্রেম ও শ্রদ্ধা করিব। নম্রতা, নিজের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন না করা এবং অপরের দোষসমুহের প্রতি ধৈর্যশীল উপেক্ষার ভাব — প্রভৃতি গুণের অনুশীলন করিব। ইহা দ্বারা সমুদয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা দূরীভূত হইবে এবং আমরা মহাপ্রাণ ও উদার হইতে পারিব।

গীত-সংহিতাকার বলিয়াছেন, "সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ, সদাচরন কর, দেশে বাস কর, বিশ্বস্ততা ক্ষেত্রে চর, (অথবা দেশে বাস করিবে, নির্ভয়ে ভজন করিবে')" (গীত ৩৭ঃ৩)। 'সদা-প্রভুতে নির্ভর রাখ।" প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে নানা প্রকার

দুশ্চিন্তা, বিপদ ও জঞ্জাল উপস্থিত হইয়া থাকে ; উহাদের সম্মুখীন হইয়া আমরা আমাদের বিপদ ও পরীক্ষারাশির বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত হই। তখন এত অপ্রাকৃত বিপদ আসিয়া জুটিতে থাকে, এত কাল্পনিক ভয় স্থান পায় এবং এত বেদনার গুরুভার পীড়া দিয়া থাকে যে তাহা দ্বারা কেহ হয়তো মনে করিতে পারে যে আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবার জন্য এবং সকল প্রকার [130] বিপদে আমাদের সহায় হইবার জন্য বুঝি আমাদের কোন প্রেমপূর্ণ ও করুনাময় ত্রাণকর্ত্তা নাই।

কতিপয় লোক সর্ব্বদাই আশঙ্কা করে এবং বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিদিন তাহারা ঈশ্বরের প্রেমের নানা

নিদর্শন দ্বারা বেষ্টীত রহিয়াছেন ; প্রতিদিন তাহারা তাহার দয়ার দান উপভোগ করিতেছে ; কিন্তু তাহারা বর্ত্তমান আশীর্ব্বাদসমূহ উপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের মন সর্ব্বদাই কোন অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনায় ব্যস্ত এবিং উহা তাহাদের উপরে পতিত হইবে বলিয়া তাহারা আশঙ্কা করে ; অথবা হয়তো কোন বিপদ সত্য সত্যই বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অতি ক্ষুদ্রা হইলেও, অন্যান্য অনেক কৃতজ্ঞতার বিষয় হইতে তাহাদের দৃষ্টি অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা যেসকল বিপদের সম্মুখীন হয়, সেই সকল তাহাদিগকে একমাত্র সহায় ঈশ্বরের পানে চালিত না করিয়া, তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় ; কারন উহারা

হৃদয়ে অস্থিরতা ও অসন্তোষের ভাব জাগাইয়া তোলে।

এক প্রকার অবিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত? আমরা কেন অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ হইব? যীশু আমাদের বন্ধু; সমুদয় স্বর্গ আমাদের মঙ্গল সাধনে উৎসুক। প্রতিদিনের জীবনের দুশ্চিন্তা ও জঞ্জাল দ্বারা আমরা কখনও আমাদের মন বিসন্ন ও মুখমণ্ডল বিবর্ণ করিয়া তুলিব না। এইরূপ করিলে সর্ব্বদাই আমাদের বিরক্ত ও উত্তক্ত্য হইবার কিছু না কিছু কারন থাকিবে। আমরা এরূপ কোন উদ্বেগের প্রশ্রয় দিব না, যাহা শুধু আমাদিগকে বেদনা ও মনঃপীড়া দেয়, কিন্তু পরীক্ষা সহ্য করিতে সাহায্যে করে না।

তুমি হয়তো ব্যবসায়ে কি করিতে হইবে ভাবিয়া ঠিক পাইতেছ না ; তোমরা শ্রীবৃদ্ধি লাভের আশা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে এবং তুমি লোকজনের আশঙ্কা করিতেছ ; কিন্তু হতাশ হইয়া পরিও না ; ঈশ্বরের উপরে তোমার দুশ্চিন্তার ভার ও অর্পণ কর [131] এবং প্রফুল্ল ও শান্তভাবে আবস্থান কর । বুদ্ধি সহকারে তোমার ব্যবসায় চালাইবার জন্য তুমি জ্ঞানের নিমিত্ত প্রার্থণা কর । সুফল লাভ করিবার জন্য তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা কর । যীশু সাহায্য দান করিবেন বলিয়া অঙ্গিকার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদেরও সাধ্য মত চেষ্টা করিতে হইবে । আমাদের পরম সাহায্যের উপরে নির্ভর করিয়া, যখন তুমি নিজ শক্তি অনুযায়ী সকল

সম্পন্ন করিয়াছ তখন যেরূপ ফল লাভ হৌক না কেন, তাহাই সানন্দে গ্রহন কর।

ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নয় যে তাহার সন্তানগণ চিন্তা ভারে পীড়িত হইবে। কিন্তু আমাদের সদাপ্রভু আমাদিগকে প্রতারিত করেন না। তিনি কখনও বলেন না, "ভয় করিও না; তোমার পথে কোনই বিপদ নাই।" তিনি জানেন যে আমদের বহু বিপদ ও পরীক্ষা রহিয়াছে, তাই তিনি আমাদের সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি কখনও তাহার লোকদিগকে পাপ পূর্ণ জগৎ হইতে দূরে নিয়া জেতে চাহেন না, কিন্তু তিনি চির বিশ্রাম-স্থলের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তানি তাহার শীষ্যদের জন্য

এই প্রার্থণা করিয়াছিলেন, "আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর" (যোহন ১৭ঃ১৫)। তিনি বলিয়াছেন, "জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ ; কিন্তু সাহস কর আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি" (যোহন ১৬ঃ৩৩)।

ঈশ্বরের বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খ্রীষ্ট শৈল-উপদেশে, তাহার শীষ্যগণকে অমূল্য শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সকল যুগের ঈশ্বর-সন্তানদিগকে উৎসাহ দান করিবার জন্য এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং শিক্ষা ও সান্ত্বনা পূর্ণ এই উপদেশ গুলি আমাদের নিকটেও

পৌঁছিয়াছে। সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত, আকাশের পক্ষিগণ যখন স্তুতিগান করিয়া যাইতেছিল, তখন ত্রাণকর্ত্তা আপন শীষ্যগণকে উহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন; উহারা [132] কখনও "বুনেও না, কাটেও না।" তথাপি পরমপিতা তাহাদের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। ত্রাণকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমারা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও?" (মথি ৬ঃ২৬)। সমুদয় জীবজন্তুর অভাবপূরণকারী, হস্ত খুলিয়া তাহার সমুদয় প্রাণীর অভাব পূর্ণ করিয়া দেন। আকাশের পক্ষিগণও তাহার দৃষ্টির বাহিরে নহে। তিনি তাহাদের ঠোঁটের মধ্যে খাদ্য পুরিয়ে দেন না, কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল

শস্যকণা তিনি তাহাদের জন্য ছড়াইয়া রাখাছেন, তাহা তাহাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহাদের থাকিবার জন্য বাসা বাঁধিতে হইবে, নিজেদের ছানাগুলির আহার জোগাড় করিতে হইবে। তাহারা গান গাহিতে গাহিতে আপন কাগে চলিয়া যায়, কারন " তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকে আহার দিয়া থাকেন।" আর "তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও ?" তোমরা কি বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক উপাসনাকারী হিসেবে আকাসের পক্ষিদের অধিক মূল্যবান নহ ? যিনি আমাদের অস্তিত্ত্বের মূল, আমাদের জীবন-রক্ষক, যিনি আপনার স্বর্গীয় প্রতিমুর্ত্তিতে আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন — যদি আমরা তাহাতে

বিশ্বাস করি, তবে কি তুমি আমাদের অভাব পূরণ করিবেন না ?

মানুষের প্রতি ইসসরে প্রেমের একটি নিদর্শন স্বরূপ, খ্রীষ্ট তাহার শীষ্যদিগকে ফুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন ; উহারা প্রচুর সংখ্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে এবং উহারা স্বর্গীয় পিতা কর্তৃক দত্ত সরল সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছে। তিনি বলিলেন, "ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর।" এই পুস্পরাশির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সরলতা, শলোমনের ঐশ্বর্য্যেকে হারাইয়া দেয়। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ফুলরাশির স্বাভাবিক মাধুরী ও দীপ্ত সৌন্দর্য্যের সহিত সুদক্ষ শিল্পী নির্ম্মিত জাকালো পরিচ্ছেদের তুলনা চলে না

। যীশু তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, ” ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ [133] আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এত বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না ?” (মথি ৬ঃ৩০) । যে কোমল পুস্পরাশি দিনান্তে ঝরিয়া পড়িবে, স্বর্গীয় শিল্পী পরমেশ্বর যখন তাহদিগকেই মধুর ও বিচিত্র বর্ণ দান করিয়াছেন, তখন যাহাদিগকে তুমি আপণ প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জন্য কত অধিক যত্ন গ্রহন করিবেন ? অবিশ্বাসী হৃদয়ের অযথা ভাবনা, সন্দেহ ও উদ্বেগের প্রতি তিরস্কচ্ছলে, খ্রীষ্ট এই শিক্ষা দিলেন ।

সদাপ্রভু, তাহার পুত্রকন্যাগণকে সুখী, শান্তিপূর্ণ ও আজ্ঞাবহ দেখিতে চান। যিশু বলিয়াছেন, "আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছে; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ভীতও না হউক" (যোহন ১৪ঃ২৭)। "এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদিগকে থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ সম্পুর্ণ হয়" (যোহন ১৪ঃ১১)।

কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্যে যে সুখের সন্ধান করা হয়, তাহা সংশয় পূর্ণ, চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী; উহা চলিয়া গেলে আত্মা নিঃসঙ্গ ও বিষাদপূর্ন হইয়া পড়ে;

কিন্তু ঈশ্বরের পরিচর্য্যায় তৃপ্তি ও আনন্দ রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান তখনও অনির্দ্দষ্ট। পথে ভ্রমন করেন না — তিনি তখনও বৃথা আক্ষেপ ও হতাশের কবলে পতিত হন না। এই জীবনে যদি আমরা শান্তি লাভ না করিয়া থাকি, তবে পরবর্ত্তী জীবনের আশায় আমরা উৎফুল্ল থাকিতে পারি।

কিন্তু এমন কি, এই জীবনেই খ্রীষ্টীয়ানগণ খ্রীষ্টের সহভাগিতার আনন্দ লাভ করিতে পারেন ; তাহারা তাহার প্রেমের জ্যোতিঃ, তাহার উপস্থিতির চির শান্তি উপভোগ করিতে পারেন। জীবনের [134] প্রতি পদবিক্ষেপ আমাদিগকে যিশুর অতি নিকটে লইয়া যাইতে, তাহার প্রেমের গভীর অনুভূতি দান করিতে এবং

শান্তিময় স্বর্গীয় বাস ভবনের দিকে এক এক পদ অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। সুতরাং আমরা আমদের বিশ্বাস ছাড়িব না কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিব। "এ পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন" (১ শমূয়েল ৭ঃ১২), আর শেষ পর্য্যন্তও তিনি আমাদিগকে সাহয্য করিবেন। আমাদিগকে সান্তনা দান ও ধ্বংসকারীর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, সেই সকল স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতি একবার আমরা দৃষ্টিপাত করি। আমাদের জীবন-যাত্রার অবশিষ্ট পথে সর্ব্ব বিষয়ে আমাদিগকে শক্তিমান করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে যে করুনা প্রকাশ করিয়াছেন, - যত অশ্রু

মুছাইয়া দিয়াছেন, যত বেদনা শান্ত করিয়াছেন, যত ব্যাকুলতা ও ভয় দূরীভূত করিয়াছেন, - আমরা সেই সকল করুণার কার্য্য স্মরণে চির অঙ্কিত করিয়া রাখিব।

আমরা ভবিষ্যৎ সংগ্রামে নূতন নূতন ক্লেশের আশঙ্কা না করিয়া থাকিতে পারে না কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ এই উভয়ের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা বলিতে পারি, "এ পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন।" "তোমার যেমন দিন, তেমনি শক্তি হইবে" (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ঃ২৫)। আমাদিগকে কখনও শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। সুতরাং, যাহাই আসুক না কেন, আমরা পরীক্ষার উপযোগী শক্তিলাভ

করিতে পারিব, এই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, কার্য্য আরম্ভ করিব।

ঈশ্বরের সন্তানগণকে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য ধীরে ধীরে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং অতি মধুর সঙ্গিতের ন্যায় মহিমাময় রাজার দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং অতি মধুর সঙ্গীতের ন্যায় মহিমায় রাজার ওষ্ঠ হইতে আশির্ব্বাদ-বানী নির্গত হইয়া তাহাদের কর্ণে বর্ষিত হইবে, -“আইস, আমার পিতার আশির্ব্বাদ পাত্রেরা, জগতের [135] পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার আধিকারী হও” (মথি ২৫ঃ৩৪)।

তারপর মুক্তি প্রাপ্তদিগের নিমিত্ত যিশু যে গৃহ প্রস্তুত করিতেছেন, সেই

স্থানে তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করা যাইবে। সেই স্থানে পৃথিবীর নীচ মিথ্যাচার, প্রতিমাপূজক, অপবিত্র ও অবিশ্বাসী দল তাহাদের সঙ্গী হইবে না ; কিন্তু শয়তানকে যাহারা পরাভূত করিয়াছে এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহে সিদ্ধ চরিত্র লাভ করিয়াছে, তাহারাই আমাদের সঙ্গী হইবে। এই জগতে তাহাদিগকে পীড়া দিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক পাপ বাসনা, প্রত্যেক অসম্পূর্ণতা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে এবং সুর্য্যের জ্যোতিঃ অপেক্ষাও অধিক প্রভাময়, তাহার মহিমার প্রভা ও উৎকৃষ্টতা, তাহাদিগকে দান করা হইয়াছে। আর এই বাহ্যিক দীপ্তি অপেক্ষায়ও শ্রেষ্ঠ, তাঁহার চরিত্রের সিদ্ধতা ও নৈতিক সৌন্দর্য, তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে

। বৃহৎ শ্বেত-সিংহাসনের সম্মুখে, তাঁহার দুতগণের মর্য্যাদা ও অধিকার ভোগ করিবার জন্য নিষ্কলঙ্ক ভাবে উপস্থিত।

এই প্রকার গৌরবময় অধিকার লাভের নিমিত্ত, "মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্ত্তে কি দিবে ?" (মথি ১৬ঃ২৬)। পৃথিবীর হিসেবে সে হয়তো দরিদ্র হইতে পারে, তথাপি সে এই পৃথিবী দান করিতে পারে না, এরূপ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার অধিকারী। পাপ-কালিমা বিহীন যে আত্মা পরিত্রান লাভ করিয়াছে ও সমুদয় মহৎ বৃত্তি সহ ঈশ্বরের সেবার নিবেদিত হইয়াছে, তাহা অমূল্য পরিত্রাণ প্রাপ্ত এইরূপ একটী আত্মার নিমিত্ত স্বর্গে, ঈশ্বর ও পবিত্র দূতগণের সম্মুখে

বিজয় সঙ্গীত দ্বারা পরমানন্দ ব্যক্ত হইয়া থাকে ।